আলা হযরতের প্রতি অপবাদের প্রতিবাদ স্বরুপ

শায়খ যাকারিয়ার প্রতি তোহফা

التحفة الى زكريا على إنكار الامام الهندية

রাফি আদনান

ইমাম আ'লা হযরতের প্রতি অপবাদের প্রতিবাদ স্বরূপ

শায়েখ যাকারিয়ার প্রতি তোহফা

التحفة إلى زكريا على إنكار الإمام الهندية

গ্রন্থকার

রাফি আদনান

সম্পাদক

মুহাম্মদ নাহিদুল আমিন

উৎসর্গ

সদ্যওফাতপ্রাপ্ত প্রবীণ আলিমে দ্বীন, নায়েবে আ'লা হযরত, উস্তাযুল উলামা, আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ ইদরিস রেজভী আল ক্বাদেরী চাঁটগামী (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি)

গ্রন্থকারের ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ ﷻ! আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিহিন নাবিয়্যিল আমিনীল কারিমিল হামিমিল মাকিনির রাউফির রাহীম। ১৪৪২ হিজরী সনের পবিত্র ১৮ই জিলহজ্ব 'ঐতিহাসিক গাদীর দিবস' এর দিন আমাদের এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি অনলাইনে প্রচার এবং প্রসারের উদ্দেশ্যে ভার্চুয়ালি প্রকাশ করতে পেরে খুবই আনন্দিত হচ্ছি।

গত কয়েকদিন আগে বাংলাদেশের অন্যতম সালাফী শায়খ ড. আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম হতে 'তারজুমায়ে কানযুল ঈমান ও তাফসীরে নূরুল ইরফান' কাফের হওয়ার উপযোগী তাফসীর, এই মর্মে বক্তব্য অনলাইন জগতে প্রচারিত হলে বাংলাদেশের সর্বস্তরের সত্যান্বেষী মুসলিম উম্মাহ এর তীব্র প্রতিবাদ জানান। সে সুবাদে As-Sunnah নামক ফেইসবুক পেজ (লিংক: facebook.com/AsSunnahDhaka/) হতে গত ৬ই জুলাই ২০২১ইং তারিখে চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমাদ রেযা খাঁন মুহাদ্দিসে বেরেলভী রাফি'আল্লাহু দারাজাতিহী-কে কটাক্ষ করে আরেকজন শায়খ ড.আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়ার লিখিত একটি আর্টিকেল (লিংক: facebook.com/109152617496742/posts/341253827619952/) পোস্ট করা হয়। এই পোস্ট দ্বারা কিছু মিথ্যা, অসম্পূর্ণ এবং ভিত্তিহীন বক্তব্যের মাধ্যমে চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীর মুজাদ্দিদের বিপক্ষে মানুষকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা চালানো হয়। এই কারণে প্রতিবাদের অংশ হিসেবে, এই নাচীজ-নালায়েক তার বক্তব্য খন্ডনে সচেষ্ট হই এবং ড. যাকারিয়ার বক্তব্যকে খন্ডন করে সত্য তুলে ধরার জন্য আগ্রহী হই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অশেষ রহমতে প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে এই পুস্তিকাটি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি।

ফরমানে রাসূলুল্লাহ ﷺ হলো: إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ يَبْعَثُ لِهذِهِ الْأُمَّةِ عَلى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا বা, "আল্লাহ ﷻ এই উম্মাতের জন্য প্রত্যেক শতাব্দীর শেষে এমন এক ব্যক্তিকে পাঠাবেন, যিনি তাদের দীনকে সংস্কার করবেন।" [মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদিস নং- ২৪৭] এরই ধারাবাহিকতায় সর্বদিক হতে ধেয়ে আসা ফিতনার কবল হতে ত্রাণকর্তা হিসেবে উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে মুজাদ্দিদরূপে ভারতের উত্তর প্রদেশের বেরেলী অঞ্চলে ইমাম আ'লা হযরত আবদে মুস্তফা আহমাদ রেযা খাঁন মুহাদ্দিসে বেরেলভী রফিআল্লাহু দারাজাতিহী এঁর আবির্ভাব হয়। যাবতীয় ফিতনাকে নস্যাৎ করে সহস্রাধিক পুস্তক রচনা করে তিনি বাতিল ফিরক্বাকে দমন করেন। কিন্তু কুরআন-হাদিসের অপব্যাখ্যাকারী এবং দ্বীন বিকৃতকারীরা তাদের স্বভাবগত নিচু মনমানসিকতার দরুন কখনোই ইমামের পিছু ছাড়েনি এবং তাঁর নামে অপবাদের পর অপবাদ দিয়ে এসেছে। আলহামদুলিল্লাহি আযযা ওয়াজাল্লা, তাদের যাবতীয় কুপ্রচেষ্টা ব্যাহত হয়েছে এবং ইনশাআল্লাহ, সামনেও হতে থাকবে।

এটি মূলত: অপবাদের জবাবমূলক পুস্তিকা। ইমাম শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) শিয়াদের দমনে কিতাব লিখে তার নাম দেন 'তোহফা' বা 'উপহার', আবার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুরআনে 'যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি' দেয়া মর্মে নবীজী ﷺ-কে 'সুসংবাদ'/ফাবাশশির প্রদান করতে বলেছেন। তাই আমি বরকত অর্জনের উদ্দেশ্যে এ বইটির নাম 'তোহফা' বা 'উপহার' দিয়ে আ'লা হযরত বিদ্বেষীদের সামনে

উপস্থাপন করতে চাই। 'ইমামিল হিন্দিয়্যাহ' দ্বারা হিন্দুস্থানে জন্ম নেয়া ইমাম আ'লা হযরত আহমাদ রেযা খাঁন মুহাদ্দিসে বেরেলভী (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি)-কে বুঝানো হয়েছে।

এ রচনাটি আমার প্রথম প্রচেষ্টা। এখানে আমি নিজের মনগড়া তত্ত্ব উপস্থাপন করিনি, বরং পূর্ববর্তী আকাবিরীনে কিরামগণের বক্তব্যগুলো সংকলন করেছি মাত্র। ইমাম আ'লা হযরতের জীবনী বিষয়ক অংশগুলোর প্রায় প্রত্যেকটিতেই আমাকে পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন স্নেহের অনুজসম মুহাম্মদ নাহিদুল আমিন, যার একটি গবেষণা গ্রন্থ "ইমামুল উলুম ওয়াল ফুনুন আ'লা হযরত মুহাদ্দিসে বেরেলভী'" বেশ কিছুদিন আগে প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে তিনি ইমাম আহমাদ রেযা (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) এঁর জ্ঞানের ঝর্ণাধারার বিস্তৃতি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। নাহিদের সাহায্য এবং অনুপ্রেরণায় আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। যখনই প্রয়োজন-অপ্রয়োজনে যোগাযোগ করেছি, কখনোই না বলেন নি। তথাপি মানুষ যেহেতু ভুলত্রুটির উর্ধ্বে নয়, এ পুস্তিকাতে ভুল থাকতে পারে। তাই আমি আমার ই-মেইল এখানে সংযোজন করছি, যাতে শুভাকাঙ্খীরা যোগাযোগ করতে পারেন: rafiadnan1919@gmail.com

ইমাম আ'লা হযরত মুহাদ্দিসে বেরেলভী একজন মুজাদ্দিদ। তাঁর ব্যাপারে পূর্ণরূপে জানার আগ পর্যন্ত তাঁর আক্বিদা, লেখনী এবং ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা করাও অসম্ভব। ইমামের তুখোড় বিরোধীদের একজন ছিলেন পাকিস্তানের বিশিষ্ট ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক নেতা মাওলানা কাওসার নিয়াযী। পরবর্তী কালে ইমাম আ'লা হযরত (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি)-কে নিয়ে গবেষণা করার পর তার চিন্তাধারা বদলে যায় এবং ইমাম আ'লা হযরতের জ্ঞানের জ্যোতির মাধ্যমে তার অন্ধত্ব দূর হয়। তার দেয়া আ'লা হযরতের উপর বক্তব্যটি ইউটিউবেই পাওয়া যায়, (লিংক: https://m.youtube.com/watch?v=pvjDUwcJXGg&t=156s)।

পরিশেষে, আল্লাহ ﷻ এঁর কাছে এটাই প্রার্থনা, তিনি যেনো সত্যান্বেষীদেরকে তাদের সঠিক দিশার সাথে অবগত করিয়ে দেন এবং অবুঝদের হিদায়াত দান করেন। সাথে সাথে আমার ও মুহাম্মদ নাহিদুল আমিনের এই ছোট কর্মটিকে যেনো কবুল করেন। আমিন! বিহুরমাতে সাইয়্যিদিল মুরসালিন ﷺ।

রাফি আদনান

সূচিপত্র

অবতরণিকা

আ'লা হযরত ইমাম আহমাদ রেযা খাঁন মুহাদ্দিসে বেরেলভী (রফি'আল্লাহু দারাজাতিহী) এঁর ব্যাপারে আনীত অভিযোগের স্বরূপ বিশ্লেষণ ও খন্ডন

ইমাম আ'লা হযরত এঁর শিক্ষাজীবন

ইমাম আ'লা হযরত এঁর লেখনী প্রসঙ্গে সন্দেহের অপনোদন

ইমাম আ'লা হযরত এঁর ইলমের এক ঝলক

'কানযুল ঈমান ফি তারজুমাতিল কুরআন' প্রসঙ্গ

শায়খ যাকারিয়া কর্তৃক ইমাম আ'লা হযরত এঁর উপর অযাচিত আক্রমণ

প্রসঙ্গ 'ফিতনায়ে দেওবন্দ'

শিয়াবাদ এবং ইমাম আহমাদ রেযা

শায়খ যাকারিয়ার আবিষ্কৃত শিরকি ও বিদআতি আমল

শায়খ যাকারিয়ার মতে বিদআতি আমল গুলোর আলোচনা

শায়খ যাকারিয়া ঘোষিত বিদআতি আমল

ইমাম আ'লা হযরত এঁর যুগান্তকারী ফতোয়া এবং সন্দেহের অবসান

শেষকথা

অবতরণিকা

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেন-

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

– সুতরাং তোমরা জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা করো, যদি তোমরা না জেনে থাকো। [সূরা নাহল: আয়াত ৪৩]

কুরআনের এই আয়াত দ্বারাই স্পষ্ট হয় যে, কোনো বিষয়বস্তু বা ব্যক্তিসত্ত্বা সম্পর্কে জানা না থাকলে যারা স্ব-স্ব বিষয়ে জ্ঞানী, তাদের কাছে জেনে নেওয়াটাই হল কুরআনের হুকুম। এটা লঙ্ঘন করে নিজের খেয়ালখুশি মতো ভেবে যদি কোনো অজানা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তখন ভুল হওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা থাকে।

বিশেষত: আপনি যখন কোনো 'মুজাদ্দিদ' নিয়ে আলোচনা করবেন, তখন তাঁর বিষয়ে অবশ্যই খুটিনাটি জানা উচিত, নতুবা ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা প্রবল হয়। এক্ষেত্রে ভুল করে ফেললে তা জানতে পারা মাত্রই শুধরে নিতে হবে। কিন্তু যদি ব্যক্তিগত স্বার্থে আপনি কারো উপর অপবাদ চড়াবেন, তখন কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণার সম্মুখীন আপনার হতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ অর্থাৎ, অতঃপর মিথ্যাবাদীদের উপর দেই আল্লাহর লা'নত। [সূরা আলে ইমরান: আয়াত ৬১]

যারা অনুমানকরে কথা বলে তাদের ব্যাপারে রয়েছে- قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ তথা, ধ্বংস হোক অনুমানকারীরা। [সূরা যারিয়াত: আয়াত ১০]

হাদীস শরীফে আছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُولُ مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ

– হযরত আবু হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আবুল কাসিম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে কেউ আপন ক্রীতদাসের প্রতি অপবাদ আরোপ করলো- অথচ সে তা থেকে পবিত্র যা সে বলেছে- কিয়ামত দিবসে তাকে কশাঘাত করা হবে। তবে যদি এমনই হয় যেমন সে বলেছে (সে ক্ষেত্রে কশাঘাত করা হবে না)। [সহীহুল বুখারী, হাদিস নং- ৬৮৫৮]

ক্রীতদাসের প্রতি অপবাদ দেওয়ার শাস্তি যদি এমন হয়, তবে একজন মু'মিন মুসলিম তথা মুজাদ্দিদের প্রতি মিথ্যাচার করা কতটুকু ন্যায়সম্মত, তা সত্যান্বেষীরা যাচাই করবেন।

ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া এর আর্টিকেলের প্রায় পুরো অংশের জবাব দেয়ার চেষ্টা আমরা করেছি। তার আগে আর্টিকেলটি দেখে নেয়া উচিত। ভূমিকায় আমরা ফেইসবুকের লিংকটি সংযোজন করেছি। এখানে তার স্ক্রিনশট গুলো দেয়া হল:

কাদিয়ানিদের পর উপমহাদেশে বৃটিশ আমলে দ্বিতীয় যে ভ্রান্ত মতবাদ প্রতিষ্ঠা হয় তা হল "ব্রেলভী বা রেজভী মতবাদ"। উপমহাদেশে কবর বা মাজার কেন্দ্রিক শির্ক বিস্তারে প্রধান ভুমিকা রাখেন এই 'ব্রেলভী বা রেজভী' মতবাদ। এরাই মিলাদ, কিয়াম, মাজারপূজা, কবরপূজা, ব্যক্তিপূজা, আল্লাহর সাথে শির্ক, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর সমান মর্যাদা প্রদান করে (রসূল গায়েব জানেন, সকল কিছু করার ক্ষমতা রাখেন, সবকিছু দেখছেন)।

.

.

পক্ষান্তরে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেমিক সেজে, তার সম্মানের মুখরোচক স্লোগান দিয়ে, সুন্নাতকে অবমাননা করে এবং বিদআত সৃষ্টির মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত অস্বীকার করে। কাজেই এই দলের আকিদা, বিশ্বাস, আমল এবং তাদের কার্জ কালাপ সম্পর্কে জানা দরকার।

.

.

তাদের সম্পর্কে জানতে পারলে তাদের ভ্রান্তি মাখা দাওয়াত পরিহার করে চলা সম্ভব। সেই সাথে সাধারন মুসলীম যাদের ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান কম, তাদের ও সতর্ক করা সম্ভব হবে। বাংলদেশে রেজভী ফেরকার অনুসারির সংখ্যা কম নয়, তবে পাকিস্তার ও ভারতে তার অনুসারির সংখ্যা অনেক। তাদের আকিদায় মারাত্মক বিভ্রান্তি লক্ষ্য করা যায়। তারা সুফিবাদে বিশ্বাসি এবং সুফিদের আকিদায় যে সকল ভ্রান্তি লক্ষ্য করা যায়, তার সবগুলি ভ্রান্তিতে তারা জড়িত।

.

.

সুফিদের আকিদা আর 'ব্রেলভী' আকিদা মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ। ব্রেলভীদের মূল আক্বীদার ভিত্তি ও বিশ্বাসের মূল সৌধ নির্মিত হয়েছে শী'আ সম্প্রদায় কেন্দ্রিক। তাদের বিশ্বাসের মূলে কিছু শীয়াদের ভ্রান্ত আক্বীদা ও বিশ্বাসও পরিলক্ষিত হয়। ফলে দেখা যায় তাদের আমল-আক্বীদায় শী'আদের মতবাদের ব্যাপক প্রভাব। অর্থাৎ তাদের আকিদা জগাখিচুরির মত।

.

তারা চারটি উৎস থেকে তাদের আকিদা গ্রহন করছে।

.

ক. দক্ষিণ এশীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নিকট থেকে।

.

যেমন: প্রাচ্য দর্শন ভিত্তিক আকিদা। মৃত্যুর পর মানুষে আত্মা পার্থিব জীবনের ভাল মন্দ পৌছানের ক্ষমতা রাখে।

.

খ. খ্রিস্টানদের নিকট থেকে।

.

যেমন: হুলূল বিশ্বাসি, সাধনার এক পর্যায় আল্লাহ মানুষের দেহে হুলূল করে বা 'মানুষের দেহে আল্লাহর অনুপ্রবেশ' করে। খ্রিস্টানদের বিশ্বাস ঈসা আলাইহিস সালাম স্বয়ং ঈশ্বর। বড় দিনের আদতে ঈদে মিলাদুন নবী পালন করা, ক্যারলের মত গান করা।

.

গ. সুফিদের নিকট থেকে।

.

যেমন: ওয়াহদাতুল উজূদ বা সর্বেশ্বরবাদ যা হুলূল-এর পরবর্তী পরিণতি। আল্লাহর সত্তার মধ্যে বান্দার সত্তা বিলীন হয়ে যাওয়া। তাদের দৃষ্টিতে পৃথিবীতে অস্তিত্ববান সব কিছুই আল্লাহর অংশ। আল্লাহ পৃথক কোন সত্তার নাম নয় (নাঊযুবিল্লাহ)।

.

ঘ. শিয়াদের নিকট থেকে।
যেমন: মাজার কেন্দ্রিক বিভিন্ন উৎসব ও ইবাদাত ও আহলে বাইয়াতকে নিয়ে বাড়াবাড়ি।

.

কাদিয়ানি ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা যেমন মির্জা গোলাম আহমেদ কাদিয়ানি ঠিক তেমনি এই 'ব্রেলভী বা রেজভী' মতবাদটি প্রতিষ্ঠা করেন শাহ আহমদ রেজা খাঁন নামের এক ভারতীয়। যেহেতু এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা শাহ আহমদ রেজা খাঁন, সুতরাং তার রেজা নাম থেকে রেজভী শব্দটি উৎপত্তি হয়েছে। আবার তিনি যেহেতু 'ব্রেলভী' শহরে জন্ম গ্রহণ করেন, সুতরাং তার জন্মস্থানের নাম অনুসারে এই মতবাদটিকে 'ব্রেলভী' নামেও নামকরন করা হয়।

.

.

3:33 PM 53%

AS-Sunnah

AS-Sunnah
Jul 6 •

▌ব্রেলভী বা রেজভী মতবাদ!!
____
কাদিয়ানিদের পর উপমহাদেশে বৃটিশ আমলে দ্বিতীয় যে ভ্রান্ত মতবাদ প্রতিষ্ঠা হয় তা হল “ব্রেলভী বা রেজভী মতবাদ”। উপমহাদেশে কবর বা মাজার কেন্দ্রিক শির্ক বিস্তারে প্রধান ভুমিকা রাখেন এই ‘ব্রেলভী বা রেজভী’ মতবাদ। এরাই মিলাদ, কিয়াম, মাজারপূজা, কবরপূজা, ব্যক্তিপূজা, আল্লাহর সাথে শির্ক, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর সমান মর্যাদা প্রদান করে (রসূল গায়েব জানেন, সকল কিছু করার ক্ষমতা রাখেন, সবকিছু দেখছেন)।
.
.
পক্ষান্তরে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেমিক সেজে, তার সম্মানের মুখরোচক স্লোগান দিয়ে, সুন্নাতকে অবমাননা করে এবং বিদআত সৃষ্টির মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত অস্বীকার করে। কাজেই এই দলের আকিদা, বিশ্বাস, আমল এবং তাদের কার্জ কালাপ সম্পর্কে জানা দরকার।
.

Write a comment...

দরকার।

.

.

তাদের সম্পর্কে জানতে পারলে তাদের ভ্রান্তি মাখা দাওয়াত পরিহার করে চলা সম্ভব। সেই সাথে সাধারন মুসলীম যাদের ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান কম, তাদের ও সতর্ক করা সম্ভব হবে। বাংলদেশে রেজভী ফেরকার অনুসারির সংখ্যা কম নয়, তবে পাকিস্তার ও ভারতে তার অনুসারির সংখ্যা অনেক। তাদের আকিদায় মারাত্মক বিভ্রান্তি লক্ষ্য করা যায়। তারা সুফিবাদে বিশ্বাসি এবং সুফিদের আকিদায় যে সকল ভ্রান্তি লক্ষ্য করা যায়, তার সবগুলি ভ্রান্তিতে তারা জড়িত।

.

.

সুফিদের আকিদা আর 'ব্রেলভী' আকিদা মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ। ব্রেলভীদের মূল আক্বীদার ভিত্তি ও বিশ্বাসের মূল সৌধ নির্মিত হয়েছে শী'আ সম্প্রদায় কেন্দ্রিক। তাদের বিশ্বাসের মূলে কিছু শীয়াদের ভ্রান্ত আক্বীদা ও বিশ্বাসও পরিলক্ষিত হয়। ফলে দেখা যায় তাদের আমল-আক্বীদায় শী'আদের মতবাদের ব্যাপক প্রভাব। অর্থাৎ তাদের আকিদা জগাখিচুরির মত।

.

তারা চারটি উৎস থেকে তাদের আকিদা গ্রহন করছে।

.

ক. দক্ষিণ এশীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নিকট থেকে।

.

যেমন: প্রাচ্য দর্শন ভিত্তিক আকিদা। মৃত্যুর পর মানুষে আত্মা পার্থিব জীবনের ভাল মন্দ পৌছানের ক্ষমতা রাখে।

.

খ. খ্রিস্টানদের নিকট থেকে।

.

যেমন: হুলূল বিশ্বাসি, সাধনার এক পর্যায় আল্লাহ মানুষের দেহে হুলূল করে বা 'মানুষের দেহে আল্লাহর অনুপ্রবেশ' করে। খ্রিস্টানদের বিশ্বাস ঈসা আলাইহিস সালাম স্বয়ং ঈশ্বর। বড় দিনের আদতে ঈদে মিলাদুন নবী পালন করা, ক্যারলের মত গান করা।

.

গ. সুফিদের নিকট থেকে।

.

যেমন: ওয়াহদাতুল উজূদ বা সর্বেশ্বরবাদ যা হুলূল-এর পরবর্তী পরিণতি। আল্লাহর সত্তার মধ্যে বান্দার সত্তা বিলীন হয়ে যাওয়া। তাদের দৃষ্টিতে পৃথিবীতে অস্তিত্ববান সব কিছুই আল্লাহর অংশ। আল্লাহ পৃথক কোন সত্তার নাম নয় (নাঊযুবিল্লাহ)।

কোন সত্তার নাম নয় (নাঊযুবিল্লাহ)।

.

ঘ. শিয়াদের নিকট থেকে।
যেমন: মাজার কেন্দ্রিক বিভিন্ন উৎসব ও ইবাদাত ও আহলে বাইয়াতকে নিয়ে বাড়াবাড়ি।

.

কাদিয়ানি ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা যেমন মির্জা গোলাম আহমেদ কাদিয়ানি ঠিক তেমনি এই 'ব্রেলভী বা রেজভী' মতবাদটি প্রতিষ্ঠা করেন শাহ আহমদ রেজা খাঁন নামের এক ভারতীয়। যেহেতু এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা শাহ আহমদ রেজা খাঁন, সুতরাং তার রেজা নাম থেকে রেজভী শব্দটি উৎপত্তি হয়েছে। আবার তিনি যেহেতু 'ব্রেলভী' শহরে জন্ম গ্রহণ করেন, সুতরাং তার জম্মস্থানের নাম অনুসারে এই মতবাদটিকে 'ব্রেলভী' নামেও নামকরন করা হয়।

.

.

তার অনুসারিরা তাকে 'আলা হযরত' হিসাবে পরিচয় দেন। বেরেলভী মতবাদের অনুসারীদের কাছে এ দলের নাম 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' বা সুন্নী মুসলিম। নিজেদেরকে তারা সুন্নী ইসলামের অনুসারী প্রমাণ করার জন্য এ নাম ব্যবহার করে।

.

.

করার জন্য এ নাম ব্যবহার করে।

.

.

তবে অন্যদের কাছে দলটি “ব্রেলভী” নামেই সমধিক পরিচিত। তাদের ভ্রান্ত আকিদা বিশ্বাস সম্পর্কে জানতে হলে প্রথমে তাদের প্রতিষ্ঠাতা আহমদ রেজা খাঁনের জীবন সম্পর্কে জানতে হবে। তিনি কিভাবে, কখন, কেন এই মতবাদ সৃষ্টি করলেন? উত্তর জানতে পারলেই, এই মতবাদের স্বরূপ উম্মোচন করা সম্ভব হবে বলে আশা করি।

■ শাহ আহমদ রেজা খাঁন।

_____

‘ব্রেলভী বা রেজভী’ মতবাদটি প্রতিষ্ঠা করেন শাহ আহমদ রেজা খাঁন। তিনি ১৮৫৬ সাল মোতাবেক ১২৭২ হিজরীতে ভারতের উত্তর প্রদেশের ব্রেলভী শহরে যাচুলী গ্রামের, সওদাগরা নামক মহল্লায় স্বনামধন্য এক মুসলিম হানাফি পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তার নাম রাখা হয় মুহম্মদ। তার মাতা তার নাম রাখেন আমান মিয়া। পিতা তার নাম রাখেন আহমাদ মিয়া। দাদা তার নাম রাখেন আহমাদ রেজা। তার পিতা নক্বী আলী এবং দাদা রেজা আলীকে হানাফিদের মধ্যে আলেম হিসাবে বিবেচনা করা হত। (তাজকিরাতু উলামায়ে হিন্দ পৃষ্ঠা-৬৪)। তার মাতার নাম ছিল হুসাঈনী খানম।

পৃষ্ঠা-৬৪)। তার মাতার নাম ছিল হুসাঈনী খানম।

.

.

■ শিক্ষা:

_____

.

তারপর প্রাথমিক শিক্ষা ও নাহু, সরফ, উর্দু, ফারসীর জ্ঞান অর্জন করেন, তাঁর পিতার ঘনিষ্ঠ বন্ধু মাওলানা গোলাম কাদের বেগ সাহেবের নিকট। তারপর 'শরহে ছমগীনী' নামক কিতাব পড়েন মাওলানা আব্দুল আলী রামপুরী সাহেবের নিকট। পিতা নকী আলীর কাছে তিনি প্রচলিত দারসে নিযামী ধারার পাঠ গ্রহণ করেন। এরপর মির্জা কাদীয়ানির ছোট ভাই মির্জা কাদের বেগ থেকে দীর্ঘ সাত বৎসর দীনি ইলিম শিক্ষা নেন। তিনি শিক্ষা অর্জনের জন্য কোনো মাদরাসায় ভর্তি হননি। (খায়াবানে রেজা-১৮, ইকবাল আহমাদ কাদেরী)।

.

.

আলা হযরত নিজেই বলেছেন যে, "আমার কোনো উস্তাদ নেই"। (সীরাতে ইমাম আহমাদ রেজা-১২, আব্দুল হাকীম শাহ জাহানপুরী)।

.

.

■ ইসলামি কাজ কর্ম:

■ ইসলামি কাজ কর্ম:

.

১৮৭৭ সালে জনৈক শাহ আলে রাসূলের নিকট কাদেরিয়া তরীক্বার বায়'আত নেন ও খেলাফত লাভ করেন এবং ঐ সালেই পিতার সাথে হজ্জব্রত পালনের জন্য মক্কায় গমন করেন। অতঃপর দেশে ফিরে লেখালেখিতে মনোনিবেশ করেন ।

.

.

১৮৮০ সালের দিকে তিনি তার শির্কী, কুফুরী মতবাদ প্রচার করা শুরু করেন। তিনি নিজেকে অতিশয় রাসূল প্রেমিক প্রমাণের জন্য নামের পূর্বে 'আব্দুল মুছতফা' (মুহাম্মাদ মুছতফার দাস)' উপনাম ব্যবহার করেন। অনুসারীদের কাছে তিনি 'ইমাম' ও 'আ'লা হযরত' নামে পরিচিত হন।

.

.

■ গবেষনা ও লেখাঃ

.

তিনি আরবী, উর্দূ, এবং ফারসী ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ে অনেক বই লিখেছেন। তার লেখার বিষয়বস্তুতে আইন, ধর্ম এবং দর্শনসহ বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি

তিনি আরবী, উর্দূ, এবং ফারসী ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ে অনেক বই লিখেছেন। তার লেখার বিষয়বস্তুতে আইন, ধর্ম এবং দর্শনসহ বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি ছিলেন উর্বর লেখক, তার জীবদ্দশায় তিনি ইসলামী আইন-কানুনের উপর অনেক লিখা লিখেছেন। তার লেখা বইয়ের সংখ্যা নিয়ে নানা বকম তথ্য পাওয়া যায়।

.

.

ব্রেলভীদের কিতার 'মান হুয়া আহমাদ রেজার' ২৫ পৃষ্ঠায় তার লেখা কিতাব হাজারের উপর উল্লেখ করা হইয়াছে। আবার হায়াতে আহমাদ রেজার' ১৩ পৃষ্ঠায় তার লেখা কিতাব ৬০০ উপর বলা হয়েছে। এভাবে কেউ কেউ ৪০০ বা ৪৪০ বা ৩৫০ বা্ ২০০ বা উল্লেখ করেছেন। তবে আল্লামা ইহসান এলাহী যহীর (রহঃ) বলেন, বই হিসাবে গণ্য হয় এমন বইয়ের সংখ্যা ১০–এর অধিক নয়। এবং আল্লামা খালেদ মাহমুদ রহঃ এর কথা মুতাবেক বই হিসাবে গণ্য হয় এমন বইয়ের সংখ্যা ১৫-এর অধিক নয়।

.

.

১৯১২ সালে তার প্রথম অনূদিত কুরআনের উর্দূ তরজমা 'কুনূযুল ঈমান ফি তরজমাতিল কুরআন' প্রকাশিত হয়। এটি ইউরোপ ও দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে ইংরেজী,

তরজমা ‘কুনূযূল ঈমান ফি তরজমাতিল কুরআন’ প্রকাশিত হয়। এটি ইউরোপ ও দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে ইংরেজী, হিন্দি, বাংলা, ডাচ, তুর্কী, সিন্ধি, গুজরাটী এবং পশতু। বাংলা ভাষায় কানযুল ঈমান গ্রন্থটি অনুবাদ করেন এম এ মান্নান। তবে এই “কুনূযূল ঈমান ফি তরজমাতিল কুরআন” প্রকাশিত হওয়ার কিছু দিনের মাথায় কিতাব আরব বিশ্ব প্রত্যাখ্যান করে এবং ২৭ টা আরব দেশে তা ব্যান্ড করে দেওয়া হয়।

.

.

তার প্রধান ও সর্ববৃহৎ রচনা হল ‘ফৎওয়া রিযভিয়াহ’ রেযা ফাউন্ডেশন মারকাজুল আউলিয়া লাহোরের তত্ত্বাবধানে এটি ৩০ খন্ডে প্রকাশিত হয়। যার পৃষ্ঠা সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ২১৬৫৬, প্রশ্ন উত্তর ৬৮৪৭ টি, রিসালা মোট ২০৬ টি। অনেকে মনে করে, তেমন ভালো কিছু এ কিতাবে নেই, তবে ফতওয়াবাজীতে ভরপুর। এছাড়া আনবাউল মুছত্বফা, খালিছুল ই’তিক্বাদ, মারজাউল গায়ব ওয়াল মালফূযাত, মাদায়ে আলা হযরত, হাদায়েকে বখশিস, প্রভৃতি তার শিরক কুফুরী ভরপুর প্রসিদ্ধ রচনা।

.

.

■ চরিত্র:

.

■ চরিত্র:

_____

.

আলা হযরতের মেজাজ ছিল খুবই চড়া। (আনওয়ারে রেজা-৩৫৮)। তিনি ছিলেন চিররোগা, পিঠব্যথার রুগী, অত্যধিক রাগী, সুচতুর ও তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী। তার মেজাজ ছিল চড়া। মুফতী মাজহারুল্লাহ ব্রেলবী তার ফাতওয়ায়ে মাজহারিয়্যাতে লিখেন “চড়া মেজাজী আলা হযরত আহমাদ রেজা খান হয়তো এ অশ্লীল কবিতা বাজারী মহিলাদের ব্যাপারে উদ্ধৃত করেছেন। (ফাতওয়া মাজহারিয়্যাহ-৩৯২)।

.

.

এ কারণেই লোকেরা তার থেকে বিমুখ হতে শুরু করেছিল। অনেক কাছের বন্ধুরাও তার এ স্বভাবের কারণে তার থেকে দূরে চলে যায়। এদের মাঝে মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াসীনও আছেন। যিনি মাদরাসায়ে এশাআতুল উলুমের প্রধান ছিলেন। যাকে আহমাদ রেজা উস্তাদের মর্যাদা দিতেন। তিনিও তার থেকে আলাদা হয়ে যান।

.

.

এছাড়াও মাদরাসায়ে মিসবাহুত তাহযীব যেটা তার পিতা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেটাও তার দুর্ব্যবহার ও

এছাড়াও মাদরাসায়ে মিসবাহুত তাহযীব যেটা তার পিতা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেটাও তার দুর্ব্যবহার ও বদমেজাজী, আত্মগরীমা এবং মুসলমানদের কাফের বলার কারণে তার হাত থেকে ছুটে গিয়েছিল। আর মাদরাসার ষ্টাফরা তার থেকে দূরে সরে তথাকথিতা ওহাবীদের সাথে মিলে। অবস্থা এমন হয়ে যায় যে, বেরেলবীদের মার্কাজে আহমাদ রেজা খার তত্বাবধানে কোনো মাদরাসা বাকি রইল না। (আল্লামা ইহসান এলাহী যহীর, হায়াতে আলা হযরত-২১১)।

.

.

আলা হযরত, মাওলানা আব্দুল হক খায়রাবাদীর কাছে মানতেকী ইলম শিখতে চাইলেন। কিন্তু তিনি তাকে পড়াতে রাজি হলেন না। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেনঃ আহমাদ রেজা বিরুদ্ধবাদীদের ব্যাপারে খুবই কঠোর শব্দ ব্যবহার করতে অভ্যাস্ত। (হায়াতে আলা হযরত-২৩, যফরুদ্দীন, আনওয়ারে রেজা-৩৫৭)।

.

.

■ বৃটিশ শাসকদের সমর্থক:

.

আহমেদ রেজা ব্রেলভী আযাদী আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেওলভীর বিরোধ পক্ষ

■ বৃটিশ শাসকদের সমর্থক:

.

আহমেদ রেজা ব্রেলভী আযাদী আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেওলভীর বিরোধ পক্ষ হিসেবে তিনি আবির্ভূত হন। তৎকালীন মুসলিমগন বৃটিশ শাসিত ভারতকে 'দারুল হারব' ঘোষণা দিলে, তিনি তার ঘোর আপত্তি করেন। তিনি ততৎকালীন বৃটিশ শাসিত ভারতকে দারুল ইসলাম ঘোষণা করেন।

.

.

জিহাদের বিপক্ষ অবস্থান নেন এবং এ দেশে জিহাদ ও হিজরতের বিরোধিতা করে ফতওয়া প্রদান করেন। আল্লামা ইহসান এলাহী যহীর "ব্রেলভী মতবাদ" বই-এ উল্লেখ করেন, বৃটিশদের সমর্থনের উদ্দেশ্যে আহমদ রেজা খাঁন একটি বই লিখেন। যাতে তিনি ফতওয়া প্রদান করেন যে, ভারতের মুসলিমদের জন্য জিহাদ ফরয নয়। আর যে ব্যক্তি এর ফরজিয়াতের উপর ঐক্যমত পোষন করে সে মুসলিমদের বিরোধী এবং তাদের ক্ষতি করতে চায়।

.

.

জিহাদ ও বৃটিশ বরোধিতা হতে মুসলিমদের বিরত রাখার জন্য আহমদ রেজা খাঁন লিখেন, মহান আল্লাহ

রাখার জন্য আহমদ রেজা খাঁন লিখেন, মহান আল্লাহ বলেন,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيۡكُمۡ أَنفُسَكُمۡۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهۡتَدَيۡتُمۡۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرۡجِعُكُمۡ جَمِيعٗا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ (١٠٥)

হে ঈমানদারগণ ! নিজেদের কথা চিন্তা করো, অন্য কারোর গোমরাহীতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই যদি তোমরা নিজেরা সত্য সঠিক পথে থাকো। তোমাদের সবাইকে আল্লাহর দিকে ফিরে যেতে হবে। তখন তোমরা কি করছিলে তা তিনি তোমাদের জানিয়ে দেবেন। (সুরা মায়িদা ৫:১০৫)।

.

.

অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলিমরে ব্যক্তিগতভাবে আত্মসংশোধন করা উচিৎ এবং সম্মিলিত জিহাদের কোনো প্রয়োজন নেই। আর যারা বৃটিশ বিরোধী নেতৃবৃন্দ ও অসহযোগ আন্দোলন সমর্থন করে তাদের সকলের উপর কুফর ফতওয়া জারি করেন। (ব্রেলভী মতবাদ পৃষ্ঠা -৫৭)।

.

.

তিনি ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় একদিকে ভ্রান্ত

তিনি ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় একদিকে ভ্রান্ত আকীদা প্রচার ও নানা প্রকার শরীয়ত বিরোধী কাজ চালু করে শির্ক ও বেদায়াতের পথ উন্মুক্ত করেন এবং অন্যদিকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদরত ওলামায়ে কেরামগণকে ওহাবী বলে প্রচার চালান। সেই সময়ের ৩ শতাধিক মুফাসসির,মুহাদ্দিস,মুজাদ্দিদ, মুজাহিদ এবং সংস্কারক বলে বিবেচিত আলেমদেরকে তিনি কাফির বলে ফতোয়া দেন।

.

.

■ তার বিরোধী কারা:

_____

.

.

তার ভাষায়, দেওবন্দী ও ওহাবীরা রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যথাযথ সম্মান না দেয়ায়, তিনি তাদের তীব্র সমালোচনা ও তিরস্কার করেছেন। কাফের মুশরিক হওয়ার অসংখ্য ফতওয়াও প্রদান করেন। তার সাথে কিছু কিতাবও রচনা করে। কবর মাজার বা বিদাতে বিরুদ্ধে কিছু বললেই, তার অনুসারিদের প্রায়ই দেওবন্দী ও ওহাবী বলে গাল মন্দ করতে দেখা যায়।

.

.

করতে দেখা যায়।

.

.

অন্যদিকে তিনি অবশ্য ক্বাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণার দাবীতে তৎপরতা চালান। তবে অনেকে মনে করেন, তা ছিল লোক দেখানোর জন্য। কারণ ভিতরগতভাবে তার সুসম্পর্ক ছিল কাদিয়ানী পরিবারের সাথে। (আল্লাহু আলাম)। তা যাহোক তিনি কাদিয়ানি বিরোধী ছিলেন এটা প্রমানিত।

.

.

আহমাদ রেজা খাঁ বেরেলভী ১৩২৩ হি: হজ্বের উদ্দেশ্যে সফর করেন। হজ্ব শেষে তিনি মক্কা শরীফে একটি পুস্তক রচনা করলেন। দেওবন্দ অনুসারি আলেমদের দাবি অনুসারে, এই পুস্তকে তিনি বেশ কয়েকজন বরেণ্য উলামায়ে দেওবন্দের বক্তব্যকে শাব্দিক ও অর্থগতভাবে বিকৃত করে উপস্থাপন করেন এবং দেওবন্দের উলামায়ে কেরামের ব্যাপারে কিছু অপবাদ আরোপ করে। এ পুস্তকে সে দেওবন্দের বড় বড় আলেমকে কাযযাবী দল, শয়তানী দল হিসাব উল্লেখ করেছেন এবং সে দেওবন্দী আলেম মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহ.), মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী (রহ.), হযরত মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী (রহ.) ও আশরাফ আলী থানবী (রহ.) এর বক্তব্যকে বিভিন্নভাবে

হযরত মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী (রহ.) ও আশরাফ আলী থানবী (রহ.) এর বক্তব্যকে বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করে তাদের সবাইকে সুনিশ্চিত কাফের ফতোয়া দিয়েছে এবং এও লিখেছে যে, যারা তাদেরকে কাফের মনে করবে না, তারাও কাফের।

.

.

আহম্মদ রেজা খান দেওবন্দী কিছু আমেদের লেখা বই উপস্থাপন করে। তাদের বিভিন্ন বইয়ের উদ্ধৃতিও উপস্থাপন করেন। বিভিন্ন পদ্ধতিতে তিনি মক্কা-মদীনার আলেমগণের সাক্ষ্য গ্রহণের চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু মক্কা-মদীনার উলামায়ে কেরামের নিকট উলামায়ে দেওবন্দের আক্বিদা-বিশ্বাস ও তাদের লিখনী সম্পর্কে পরিচিত না থাকায়, অনেকেই সেখানে ফতোয়া দেয়ার সময় বলেন যে, যদি বাস্তবেই তাদের আক্বিদা এমন হয়ে থাকে, তবে তারা কাফের হবে। হজ্জ থেকে ফিরে কিছুদিন চুপ-চাপ থেকে ১৩২৫ হি: আহমাদ রেজা খাঁ উক্ত পুস্তিকাটি 'হুসামুল হারামাইন' নামে প্রকাশ করে এবং প্রচার করে যে, মক্কা-মদীনার উলামায়ে কেরামের নিকট উলামায়ে দেওবন্দ কাফির।

.

.

■ বিরোধী চোখে:

_____

■ বিরোধী চোখে:

_____

.

.

তার বিরোধীরা মনে করেন, তিনি শিয়া ছিলেন এবং ‘তাকিয়া’ করতেন। এবং তার পুরা জীবনে এ সত্য প্রকাশ করেনি যাতে সে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাত এর মাঝে বসবাস করতে পারে এবং শিয়া আকিদা প্রাচার করতে পারে। প্রমান হিসাবে তার বিরোধীরা বলে,

ক. তিনি শিয়াদের মত পাক পাঞ্জাতন বিশ্বাস করতেন, তিনি তার ফতয়ায়ে রিজভিয়্যার ৬ষ্ঠ খন্ডের ১৮৭ পৃষ্ঠায় লিখেন, এমন পাঁচজন ব্যক্তি আছে যাদের বরকতে সকল দুঃখ কষ্ট দুর করে দেয়। (তারা হলেন) মুহম্মদ, আলী, হাসান, হোসেন ও ফাতিমা। (অথচ শিয়াদের এই পাঞ্জাতন সম্পর্কে যা কিছু বলা হয় সবই জাল: হাদিসের নামে জালিয়াতি; ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গির)।

.

.

খ. তার বাবা দাদা ও পূর্ব পুরুষদের নামের সাথে শিয়াদের মাঝে পাওয়া নামের সাথে মিলে যায়। যেমন তার পূর্ণ নাম হল: আহম্মদ রেজা বিন নকী আলী বিন

Write a comment... GIF

খ. তার বাবা দাদা ও পূর্ব পুরুষদের নামের সাথে শিয়াদের মাঝে পাওয়া নামের সাথে মিলে যায়। যেমন তার পূর্ণ নাম হল: আহম্মদ রেজা বিন নকী আলী বিন রেজা আলি বিন কাজিম আলী।

.

.

গ. তার অনেক হাদিসে এমন শিয়া বর্ণনাকারী আছে যার সাথে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের কোনো সম্পর্ক নেই (শিয়া বর্ণনাকারি)। যেমন: আলী কিয়ামতের দিবসে জাহান্নাম বিতরন করবেন। (আলমান ওয়াল আলী, আহমদ রেজ ব্রেলভী)।

.

.

ঘ. শিয়াদের একটা বিপদ দুর করার দোয়া প্রসিদ্ধ, যার নাম হল “সাইফি দোয়া”। যেখানে আলীকে বিপদ দুরকারি বলে ঘোষনা করা হয়েছে। আহমদ রেজা খান বলেন, যে “সাইফি দোয়া” দ্বারা দোয়া করবে তার বিপদ দূর হয়ে যাবে।

.

.

ঙ. আহমদ রেজা খান তার “খতমে নবুয়াত” এর ৯৭ পৃষ্ঠায় লিখেন, ফাতিমা (রাদি:) এর নাম রাখা হয়েছিল কারন আল্লাহ তাকে এবং তার বংশধরদের আগুন হতে রক্ষা করছেন।

রক্ষা করছেন।

.

.

এভাবে অনেক লেখায় তার শিয়াদের প্রতি দুর্বলতা খুজে পাওয়া যায়, তাই অনেকে তাকে শিয়া বলতে দ্বিধা করেন নি। (আল্লাহতায়ালাই ভাল জানেন, হে আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন)।

.

.

চ. তার অনুসারিরা শী'আদের মত মনে করে যে, ওলীরা মা'ছূম। তাদের কোনো পাপ নেই। তাই শী'আদের ইমামদের মত তারাও তাদের আওলিয়াদের মাযার তৈরী করে। মাযারে মোমবাতি বা আলোকসজ্জা করে, কবরের উপর ফুল, নকশাদার চাদর ইত্যাদি চড়ায়। তাদের কবরকে ঘিরে তাওয়াফ করে।

.

.

তারা মনে করে, আওলিয়াদের নযর-নেয়ায দেওয়া এবং তাদের কাছে প্রার্থনা করা জায়েয। এমনিভাবে জানাযার ছালাতের পর হাত তুলে দো'আ করা, ফাতেহা পাঠ করা, তাজিয়া, চল্লিশা ও বার্ষিক ঈছালে ছাওয়াবের অনুষ্ঠান ও উৎকৃষ্ট ভোজের ব্যবস্থা করত: কুরআন খতম করা, কবরের পার্শ্বে আযান দেওয়া, মৃতের কাফনের উপরে কালেমা তাইয়েবা লেখা, শায়খ

মৃতের কাফনের উপরে কালেমা তাইয়েবা লেখা, শায়খ আব্দুল কাদির জিলানীর স্মরণে ফাতিহা-ইয়াযদাহমের অনুষ্ঠান করা এবং আওলিয়াদের নামে পশু পালন ইত্যাদি শির্কী-বিদ'আতী কাজকে তারা পরম ছওয়াবের কাজ মনে করে।

.

.

ছ. তারা মনে করে, আলী (রাঃ) এর মধ্যে আল্লাহর বৈশিষ্ট্য ছিল।

.

মাওলানা আহমদ রেযা খান লিখেছেন, বে সক আলি কা নাম নামে আল্লাহ বাতেঁ আপকি কালামুল্লাহ । অর্থাৎ আলীর নামটাই হল আল্লাহর নাম এবং তাঁর কথা হল কালামুল্লাহ বা আল্লাহর কালাম । (নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। (নাতে মাকবুলে খোদা, পৃষ্ঠা-৮২)

.

.

■ শেষ মুহুর্ত:

———————

.

তাঁর মৃত্যুর ২ ঘন্টা ১৭ মিনিট পুর্বে তিনি একটি অসিয়ত লিখে যান । তাতে তিনি নির্দেশ দেন, "রেযা হুসাইন হাসনাইন আউর তুম মুহাম্মাদ ও

“রেযা হুসাইন হাসনাইন আউর তুম মুহাম্মাদ ও ইত্তেফাক সে রহো আউর হাত্তাল ইমকান ইত্তিবায়ে শরীয়াত না ছোড়ো, আউর মেরে দীন ও মাযহাব জো মেরে কুতুব সে জাহির হ্যায় উস পর মযবুতি সে কায়েম রহনা হর ফরয সে আহম ফরয হ্যায় ।” (অসায়া শরীফ, পৃষ্ঠা-১০, অসিয়ত নং ১৪)

.

বহু আলোচিত সমালোচিত গ্রন্থ রচনাকারী আহমদ রেজা খান ২৫ সফর ১৩৪০ হিজরি মোতাবেক ২৮ অক্টোবর ১৯২১ খ্রি. জুমারদিন ধরাধাম ত্যাগ করেন।

.

ব্রেলভীদের আকিদা বিশ্বাস

.

■ শির্কি বিশ্বাস সমূহ।

.

০১। আল্লাহ তায়ালাকে সর্বত্র বিরাজমান মনে করা।

০২। আল্লাহ তায়ালাকে গুণশূণ্য মনে করা।

০৩। তাদের মতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহতায়ালার মতই অদৃশ্যর জ্ঞান রাখেন।

০৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহতায়ালার মতই সবকিছু দেখেন।

০৫। একটা পর্যায় দুনিয়াতে বসেই আল্লাহকে দেখা সম্ভব বলে বিশ্বাস করে।

০৬। অহদাতুল অজুদে বা সর্বেশ্বরবাদে বিশ্বাসি, করে। {তাদের দৃষ্টিতে পৃথিবীতে অস্তিত্ববান সব কিছুই আল্লাহর অংশ। আল্লাহ পৃথক কোনো সত্তার নাম নয়। (নাঊযুবিল্লাহ)।

০৭। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নুরের তৈরি।

০৮। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মতই কবরে জীবিত আছেন।

০৯। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহতায়ালার মত মানুষের ভাল মন্দ করার ক্ষমতা রাখেন।

১০। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহতায়ালার সাথে তুলনা করে ও কোনো কোন ক্ষেত্রে আল্লাহর সমান জ্ঞান করে।

Write a comment... GIF

১১। গাউস, কুতুব, আবদাল, নকিব ইত্যাদিতে বিশ্বাসি। (এদের নিজেস্ব ক্ষমতা আছে বিশ্বাস করে)।

১২। বিপদে পীর বা অলি আওলিয়াদের আহবান করে এবং তাদের কবরের নিকট গিয়ে কোন কিছু চাওয়া, এবং তারা বিপদ হতে উদ্ধার করতে পারেন।

১৪। অলি আওলিয়ারা কবর থেকে ফরিয়াদ শুনতে পান।

১৫। কবরে সিজদাহ করে।

১৬। মিলাদ মাহফিল চলা কালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনে বিশ্বাস করা। (এ উপলক্ষে মিলাদ মাহফিলের মাঝে কিয়াম করে বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের কামনায় চেয়ারের ব্যবস্থা করে)।

১৭। মাধ্যম ছাড়া আল্লাহ পর্যন্ত পৌছানো যায় না বলে বিশ্বাস করে।

১৮। অলিদের কাশফকে তাদের নিজস্ব ক্ষমতা মনে করে।

১৯। অলি আওলিয়াদের কেরামত তাদের ইচ্ছাধীন মনে করে।

২০। তাবিজ কবজে বিশ্বাস করে।

■ বিদআতি বিশ্বাস সমূহ।

.

০১। কবর জিয়ারত ওয়াজিব মনে করা।

০২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপনের মতই জীবিত অবস্থায় দেখা যায়,

০৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না হলে পৃথিবী সৃষ্টি হত না,

০৪। অলি আওলিয়াদের স্মৃতি বিজড়িত স্থান থেকে বরকত লাভ করা যায় বলে বিশ্বাস করা।

০৫। তাক্বলিদে শাখসিতে বিশ্বাসি বা যে কোনো এক মাজহাব মানা ওয়াজিব বলে বিশ্বাস করা।

০৬। পীর বা অলীদের কলবের তাওয়াজ্জু দানে বা নেক নজরে বিশ্বাসি।

০৭। এলম সিনা থেকে সিনার মধ্যমে চলে আসছে বিশ্বাস করা।

০৮। সংশোধনের জন্য পীর ধরা ওয়াজিব মনে করা।

০৯। পীর ও অলি আওলিয়াদের ছাড়া ইসলাহ বা সংশোধন হয় না মনে করা।

১০। বিভিন্ন দিবসে মৃত্যু ব্যক্তি ফিরে আসে এই বিশ্বাস রেখে ঐ দিনে হালুয়া রুটি রেখে দেওয়া।

■ বিদআতি আমলসমূহ।

.

০১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কল্পিত জন্ম দিনকে সব ঈদের শ্রেষ্ঠ ঈদ (ঈদে মিলাদুন নবী) হিসবে পালন করা।

০২। ইবাদাত মনে করে কবরের নিকট মিলাদ পড়ে, ফাতিহা আদায় করে ও ওরস পালন করে।

০৩। কবর পাকা করে, কবরের উপর গম্বুজ নির্মান করে।

করে।

০৪। কবর চাদর চড়ায়, মোমবাতি ও আগর বাতি জ্বালায়।

০৫। মাজারে মান্নত করে, টাকা পয়সা দান করন, শিন্নি দেয়, তরিতরকারি দান করে, ফলমুল দান করে ইত্যাদি।

০৬। মাজারে গরু, মহিষ, উট, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদি জবেহ করে।

০৭। মৃত্যুকে কেন্দ্র করে কুলখানি, চল্লিশা আদায় করা।

০৮। বিভিন্ন বৃদ্ধাঙ্গুলী চুম্বন করে খতম আদায় করে।

০৯। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম শুনলে বৃদ্ধাঙ্গুলী চুম্বন করে।

১০। অলি আওলিয়াদের কবরের নিকট বরকতের জন্য দোয়া করা।

১১। দোয়ায় মৃত নবী, পীর ও অলি আওলিয়াদের অছিলা দিয়ে দোয়া করে।

১২। স্বল্পকে শরিয়তের দলিল মনে না করলেও প্রমান হিসাবে ব্যবহার করে।

১৩। পীর বা শায়েখের ধ্যান করে।

১৪। ইসলাহ বা সংশোধনের জন্য যে কোনো একটা তরিকা গ্রহণ করতেই হবে মনে করে।

.

.

তাদের এ ভ্রান্ত ও শির্কি আকিদাগুলি প্রমানের জন্য তাদের কোন বইয়ের রেফারেন্স দেওয়ার দরকার নেই।

.

কারণ তারা এই আকিদাগুলি স্বীকার করে ও প্রচার করে। এই ভ্রান্তি আকিদা প্রমানের জন্য বিভিন্ন ওয়েব সাইড থেকে ঢালাও ভাবে প্রচার চালাচ্ছে। শত শত কিতাব রচনা করছে। তার পরেও যদি কোনো সত্য সন্ধানী ভাই সত্যতা যাচাই করতে চান তবে শায়খ ইহসান ইলাহী যহীর (রহ) এর লেখা " বেরেলভী মতবাদ:আকিদা-বিশ্বাস ও ইতিহাস" গন্থখানা পড়লেই সব রেফারেন্স এক সাথে পেয়ে যাবেন।

.

দেখবেন এরাই প্রথম কুরআন হাদিসের অপব্যাখ্যা করে প্রমান করতে চেষ্টা করে যে, মৃত আওলীয়াদের নিকট সাহায্য চাওয়া জায়েয।

দেখবেন এরাই প্রথম কুরআন হাদিসের অপব্যাখ্যা করে প্রমান করতে চেষ্টা করে যে, মৃত আওলীয়াদের নিকট সাহায্য চাওয়া জায়েয।

____

____

লেখক:- শাইখ আবু বকর মুহাম্মদ জাকারিয়া মাদানি। হাফিয্বাহুল্লাহ
আইডি লিংক
-https://www.facebook.com/abubakar.m.zakaria

____

পোষ্টার ডিজাইনার:- রাজভির হোসেন।

____

#জান্নাহ্: সফলতার পথে আহবান।

Write a comment... GIF

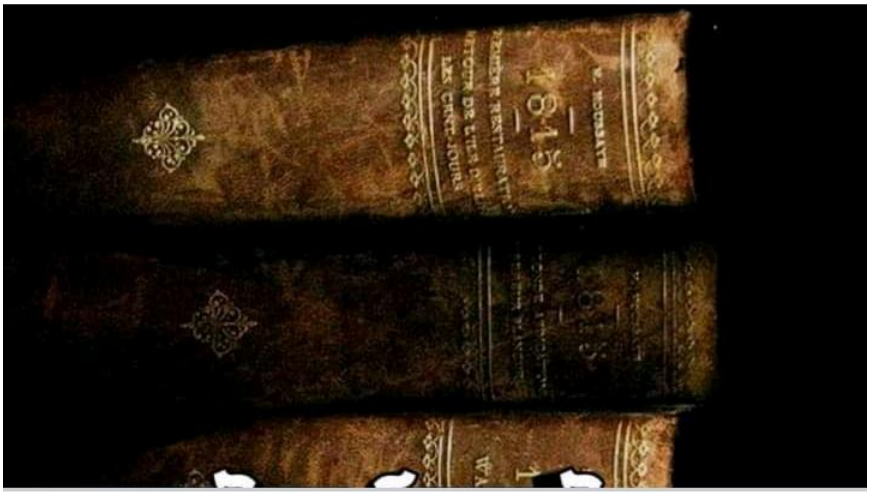

.

.

তাদের এ ভ্রান্ত ও শির্কি আকিদাগুলি প্রমানের জন্য তাদের কোন বইয়ের রেফারেন্স দেওয়ার দরকার নেই।

.

কারণ তারা এই আকিদাগুলি স্বীকার করে ও প্রচার করে। এই ভ্রান্তি আকিদা প্রমানের জন্য বিভিন্ন ওয়েব সাইড থেকে ঢালাও ভাবে প্রচার চালাচ্ছে। শত শত কিতাব রচনা করছে। তার পরেও যদি কোনো সত্য সন্ধানী ভাই সত্যতা যাচাই করতে চান তবে শায়খ ইহসান ইলাহী যহীর (রহ) এর লেখা " বেরেলভী মতবাদ:আকিদা-বিশ্বাস ও ইতিহাস" গন্থখানা পড়লেই সব রেফারেন্স এক সাথে পেয়ে যাবেন।

.

দেখবেন এরাই প্রথম কুরআন হাদিসের অপব্যাখ্যা করে প্রমান করতে চেষ্টা করে যে, মৃত আওলীয়াদের নিকট সাহায্য চাওয়া জায়েয।

—————————————

—————————————————————

লেখক:- শাইখ আবু বকর মুহাম্মদ জাকারিয়া মাদানি । হাফিয্বাহুল্লাহ
আইডি লিংক -
https://www.facebook.com/abubakar.m.zakaria

——————————

পোষ্টার ডিজাইনার:- রাজভির হোসেন।

——————————

#জান্নাহ্: সফলতার পথে আহবান।

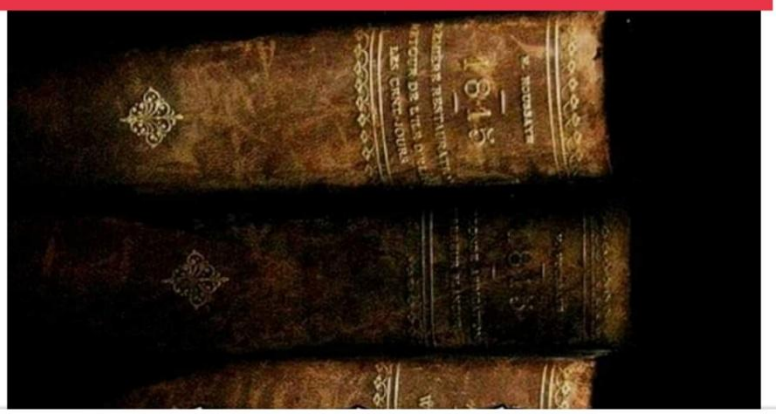

আর্টিকেলটি বহু আগেই লিখা। অন্য আরেকটি লিংক তার সাক্ষী: (http://noorbd.com/article/194)।

এখানে আমরা শায়খের বক্তব্যগুলো লাল হরফে উল্লেখ করেছি এবং আলাদা আলাদা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছি। আল্লাহর নবী ﷺ বলেছেন-

لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ

– আমার উম্মতের একটি দল সর্বদাই হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তাদের সঙ্গ ত্যাগ করে কেউ তাদের কোনো ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। এমনকি এভাবে আল্লাহর আদেশ অর্থাৎ, কিয়ামত এসে পড়বে আর তারা যেমনটি ছিলো তেমনটিই থাকবে। [সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ, باب قَوْلِهِ ﷺ: لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ, হাদিস নং- ১৯২০]

এই হাদিসটির আলোকেই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা মূলত: উদ্দেশ্য। আল্লাহ আমাদেরকে হক্ব জানার এবং বুঝার তাওফিক দিন, আমিন!

****

আ'লা হযরত ইমাম আহমাদ রেযা খাঁন মুহাদ্দিসে বেরেলভী (রফি'আল্লাহু দারাজাতিহী) এঁর ব্যাপারে আনীত অভিযোগের স্বরূপ বিশ্লেষণ ও খন্ডন

- শায়খ যাকারিয়া বলেন: **কাদিয়ানিদের পর উপমহাদেশে বৃটিশ আমলে দ্বিতীয় যে ভ্রান্ত মতবাদ প্রতিষ্ঠা হয় তা হল "ব্রেলভী বা রেজভী মতবাদ"।**

অথচ ইমাম আ'লা হযরত আহমাদ রেযা খাঁন মুহাদ্দিসে বেরেলভী (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) এঁর নিজস্ব কোনো মতবাদই নেই। উইকিপিডিয়াতে ইংলিশে তাঁর নাম লিখে সার্চ দিলে oxfordreference.com এর রেফারেন্সে উল্লেখ আছে- was an Islamic scholar, jurist, theologian, ascetic, Sufi, Urdu poet, and reformer in British India ..... He became the leader of Ahle Sunnat Movement in south Asia and influenced millions of people.

মানে হলো- "ইমাম আহমাদ রেযা হলেন একজন ইসলামী স্কলার, বিচারক (কাযী), ধর্মতত্ত্ববিদ, জ্ঞানতাপস, সূফী এবং তৎকালীন ব্রিটিশ শাসিত ভারতের একজন মুজাদ্দিদ বা যুগসংস্কারক....তিনি দক্ষিণ এশিয়ার আহলে সুন্নাত (ওয়াল জামা'আত) আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব হিসেবে লক্ষ লক্ষ মানুষের মাঝে ইসলামী প্রভাব বিস্তারে অগ্রগামী হন।"

ইমাম আ'লা হযরত কাদিয়ানি মতবাদকে কুফরী মতবাদ বলে ঘোষণা করেন এবং নবীজী ﷺ এঁর সুন্নাত প্রচার প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। আমরা উইকিপিডিয়ার রেফারেন্স এজন্যই প্রথমে টেনেছি, কারণ কূপমন্ডুক শায়খের বক্তব্য পড়ে অনেকেই ইমাম আহমাদ রেযার পরিচয় জানার জন্যে গুগলেই ঢু মারবেন। আর বিধর্মীদের জার্নাল পর্যন্ত সেখানে তথ্য দিচ্ছে, ইমাম আহমাদ রেযা ছিলেন একজন মুসলিম স্কলার। অথচ কাদিয়ানিরা কাফের। আর একজন মুসলিমকে কাফেরের সাথে তুলনা দিয়ে নিজেদের মূর্খতাগুলোকে এভাবেই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তারা।

তাঁর নিজস্ব কোনো মতবাদ নেই- এটির সবচাইতে বড় প্রমাণ হলো বহির্বিশ্ব তাঁকে ইমাম আহমাদ রেযা মুহাদ্দিসে বেরেলভী আল ক্বাদেরী (তাঁর তাসাউফের ত্বরীকা) আল মাতুরিদী (তাঁর আক্বিদা) আল হানাফী (তাঁর মাযহাব) নামেই চেনেন। আর কাদিয়ানি ভন্ডদের আক্বিদা-মাযহাব সব তাঁর অপেক্ষা ভিন্ন, তাই মতবাদের নাম দিয়ে ইমাম আহমাদ রেযাকে কটাক্ষ করাটা চরম মূর্খতা।

Note: শায়খ যাকারিয়া মাজারের সাথে সংশ্লিষ্ট অযাচিত কর্মকান্ডের সাথে ইমাম আহমাদ রেযা (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি)-কে যুক্ত করে যথেষ্ট মিথ্যাচার করেছেন, যেগুলোর জবাব ইনশাআল্লাহ সামনে দেওয়া হবে।

- শায়খ যাকারিয়া বলেন- **সুফিদের আকিদা আর 'ব্রেলভী' আকিদা মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ। ব্রেলভীদের মূল আক্বীদার ভিত্তি ও বিশ্বাসের মূল সৌধ নির্মিত হয়েছে শী'আ সম্প্রদায় কেন্দ্রিক। তাদের বিশ্বাসের**

মূলে কিছু শীয়াদের ভ্রান্ত আক্বীদা ও বিশ্বাস পরিলক্ষিত হয়। ফলে দেখা যায় তাদের আমল-আক্বীদায় শী'আদের মতবাদের ব্যাপক প্রভাব। অর্থাৎ তাদের আকিদা জগাখিচুরির মত।

ইমাম আ'লা হযরত (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) এঁর আক্বিদা সম্পর্কে জানতে হলে আল্লামা শায়খ আবদুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলভী আল বুখারী {১০৫২ হি.} এঁর "তাকমীলুল ঈমান" নামক কিতাবে ইমাম আ'লা হযরতের টীকাসমূহ লক্ষ্য করুন। ইমাম আ'লা হযরত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ইমাম আবুল মানসুর আল মাতুরিদী আল হানাফী {৩৩৩ হি.} এঁর আক্বিদার লোক ছিলেন।

বিশ্ববিখ্যাত হানাফী ফক্বীহ ইমাম ইবনে আবিদীন শামী {১২৫২ হি.} বলেন-

(عَنْ مُعْتَقَدِنَا) اَیْ عَمَّا نَعْتَقِدُهُ مِنْ غَيْرِ الْمَسَائِلِ الْفَرْعِيَّةِ مِمَّا يَجِبُ اِعْتِقَادُهُ عَلَه كُلِّ مُكَلَّفٍ بِلَا تَقْلِيْدٍ لِاَحْدٍ وَّ هُوَ مَا عَلَيْهِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَ هُمْ ٱلْاَشَاعِرَةُ وَالمَاتُرِيْدِيَّةُ

– শরঈ আনুষঙ্গিক মাসআলাসমূহ ব্যতীত যে সব বিষয়ে আমরা বিশ্বাস রাখি এবং কারো অনুসরণ ছাড়াই যে সমস্ত বিষয়ে বিশ্বাস রাখাটা প্রত্যেক মুকাল্লাফ (বালিগ ও বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি) এর জন্য ওয়াজিব, সেগুলো হলো- আক্বাঈদের সহিত সম্পৃক্ত বিষয়, যার ধারক ও বাহক হচ্ছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত। তাঁরা হলেন- ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী {৩২৪ হি.} এবং ইমাম মাতুরীদি {৩৩৩ হি.}।[১]

আরেক হানাফী ফক্বীহ আল্লামা আহমাদ ত্বাহত্বাভী {১২৩১ হি.} বলেন-

والمراد بالعلماء هم أهل السنة والجماعة وهم أتباع أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي رضي الله عنهما

– উলামায়ে আহলে সুন্নাত বলতে উদ্দেশ্য তাঁরা, যাঁরা ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী এবং তাঁর সহযোগী ইমাম আবুল মনসুর আল মাতুরিদী (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আনহুম আজমাঈন) এঁর আক্বিদার উপর রয়েছেন।[২]

এরকম অজস্র ইমামের বাণী দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মাতুরিদী আক্বিদা অনুসারীরা আহলে হক্ব এবং আহলে সুন্নাতের অনুসারী। আর শিয়াদের সাথে আহলে সুন্নাতের আক্বিদায় যথেষ্ট মতানৈক্য রয়েছে। সুতরাং শিয়াদের আক্বিদার নাম দিয়ে যদি ইমাম আহমাদ রেযা (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) এঁর দিকে আঙ্গুল তোলা হয়, তবে তা হবে মূলত মাতুরিদী আক্বিদার দিকেই আঙ্গুল তোলা। তবে শায়খ যাকারিয়ার মতো লোকেরা এই অপবাদমূলক কাজ অনায়াসেই করতে পারবেন। কারণ তাদের আক্বিদা ৭শত বছর আগের হাফেয ইবনে তাইমিয়ার ভ্রান্ত আক্বিদা হতে উৎসরিত, তাই তারা এরকম অপবাদ প্রদানেও সিদ্ধহস্ত।

ইমাম আ'লা হযরত রচিত "আহকামে শরীয়ত" এর ১৭১ পৃষ্ঠায় (বাংলা অনুবাদ, ২০১০ সালে মুদ্রিত) উল্লেখিত রয়েছে, ইমাম আ'লা হযরত নিজেই রাফেযিদের ব্যাপারে বলেন- "রাফেযীরা সাধারণভাবে মুরতাদ। যেমনিভাবে

---

[১] রাদ্দুল মুহতার কৃত ইমাম ইবনে আবিদীন শামী, বাহাসিত তাক্বলীদ: ১/৩৬ পৃষ্ঠা

[২] হাশিয়াতুত ত্বাহত্বাভী আলাল মারাক্বিল ফালাহ কৃত আল্লামা আহমাদ ত্বাহত্বাভী, ১/৯ পৃষ্ঠা, দারুল আলামুল কিতাব, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ: ১৪১৮ হি.

উল্লেখ করেছি ‘রাদ্দুর রাফযাহ’ গ্রন্থে। তাদের সাথে কোনো মু’আমেলা মুসলমানদের জন্য হালাল হবে না। তাদের সাথে মেলামেশা, সালাম-কালাম সব হারাম।”

এবার পার্থক্য করুন, শায়খ যাকারিয়ার অপবাদ এবং ইমাম আ’লা হযরত (রাহমাতুল্লাহি তা’আলা আলাইহি) এঁর বাস্তবতা। এই অধম “রাদ্দুর রাফযাহ” রিসালাটির বাংলা অনুবাদে হাত দিয়েছি। ইনশাআল্লাহ সেটি শীঘ্রই পুস্তিকাকারে জনসমক্ষে আসবে।

- শায়খ যাকারিয়া স্বীয় মিথ্যাচারকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন এবং এরপর কোনো রেফারেন্স ব্যতীত বলেন-

  তারা চারটি উৎস থেকে তাদের আকিদা গ্রহন করছে।
  ক. দক্ষিণ এশীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নিকট থেকে। যেমনঃ প্রাচ্য দর্শন ভিত্তিক আকিদা। মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা পার্থিব জীবনের ভাল মন্দ পৌছানোর ক্ষমতা রাখে।

শায়খ যাকারিয়ার সমগ্র পোস্টে রেফারেন্সের পরিমাণ অত্যন্ত স্বল্প, যার দ্বারা বোঝাই যায়- তিনি এগুলো শয়তানি প্ররোচনায় লিখেছেন। উপরোক্ত বিষয়টিকে তিনি ইমাম আ’লা হযরতের ভ্রান্ত আক্বিদা বলেন, অথচ বিশুদ্ধ হাদিসে আছে- মু’মিনের রূহকে আল্লাহ ফিরিয়ে দেন। তারপর তাঁরা যেখানে ইচ্ছা সেখানে ভ্রমণ করতে পারেন। যেমন আহলে হাদিসের মান্যবর ক্বাযী শাওক্বানী {১২৫০ হি.} বলেন-

وَأخرج الْبَزَّار من حَدِيث ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا أَن رَسُول ﷺ قَالَ إِن لله مَلَائِكَة فِي الأَرْض سوى الْحفظَة يَكْتُبُونَ مَا سقط من ورق الشّجر فَإِذا أصَاب أحدكُم شَيْء بِأَرْض فلاة فليناد أعينوني يَا عباد الله قَالَ فِي مجمع الزَّوَائِد رِجَاله ثِقَات

– ইমাম বাযযার {২৯২ হি.} হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু) এঁর সূত্রে বর্ণনা করেন: নবীজি ﷺ হতে বর্ণিত আছে যে, পৃথিবীতে এমন কতগুলো ফেরেশতা আছেন, যাঁরা কোন একটি গাছের পাতাও ঝড়ে পড়লে তা লেখেন। সুতরাং, তোমাদের কেউ যখন কোনো জঙ্গলে বিপদে পড়বে, তখন সে যেনো বলে: হে আল্লাহর বান্দা, আমাকে সাহায্য করুন! (ইমাম হাইসামী’র) “মাজমাউয যাওয়ায়েদ” এর মধ্যে রয়েছে, এই হাদিসের সমস্ত রাবী বিশ্বস্ত।

খোদ ক্বাযী শাওক্বানী {১২৫০ হি.} এই হাদিসের ব্যাপারে বলেন-

وَفِي الحَدِيث دَلِيل عَلى جَوَاز الِاسْتِعَانَة بِمن لَا يراهم الْإِنْسَان من عباد الله من الْمَلَائِكَة وصالحي الْجِنّ وَلَيْس فِي ذَلِك بَأْس كَمَا يجوز للْإِنْسَان أَن يَسْتَعِين ببني آدم إِذا عثرت دَابَّته أَو انفلتت

– এই হাদিসের মধ্যে বৈধতা আছে যে, অদৃশ্য ব্যক্তি তথা ফেরেশতা এবং নেককার জ্বিনদের কাছে সাহায্য চাওয়া বৈধ। যেমনিভাবে মানুষের কোনো জন্তু হারিয়ে গেলে বনী আদম থেকেও সাহায্য প্রার্থনা করা বৈধ।[৩]

[৩] তুহফাতুয যাকেরীন কৃত ক্বাযী শাওকানী, ২০২ পৃষ্ঠা

এখানে শাওকানীর মতে, সমগ্র বনী আদমকে বলা হয়েছে। মৃত বা জীবিত কোনো পার্থক্য করা হয়নি।

প্রাচ্যের বুখারীখ্যাত শায়খ আবদুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলভী {১০৫২ হি.}, যিনি ভারতবর্ষের ভূমিতে হাদিসের বীজ বপন করেছেন; তিনি বলেন-

قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: قبر موسى الكاظم ترياق مجرب لإجابة الدعاء ، وقال حجة الإسلا محمد الغزالي: كل من يستمد به في حياته يستمد به بعد وفاته

– ইমাম শাফেয়ী {২০৪ হি.} বলেন, ইমাম মুসা আল কাযিম (আলাইহিস সালাম) এঁর পবিত্র মাযার দোয়া কবুলের কষ্টিপাথর হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। আর হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মাদ গাজ্জালী {৫০৫ হি.} বলেন: যে হায়াতে থাকাকালে (জীবিত) সাহায্য করতে পারে, সে ইন্তেকালের পরেও সাহায্য করতে পারে।[৪]

আরও বিস্তারিত দেখতে ইসলামী বিশ্বকোষে আমার এই আর্টিকেলটি দেখুন- (https://www.sunni-encyclopedia.com/2021/03/blog-post_36.html?m=1)

তাহলে আমি বলবো, শায়খ যাকারিয়া যদি এটা ঘোষণা করেন যে শাওকানী, ইমাম গাজ্জালী, শায়খ মুহাদ্দিসে দেহলভী প্রমুখের আক্বিদাও বিধর্মীদের সাথে মিল রেখে নেয়া (নাউযুবিল্লাহ), তাহলে তিনি অবশ্যই ইমাম আহমাদ রেযাকে ভ্রান্ত আক্বিদা মনে করতেই পারেন! কিন্তু সত্যান্বেষীরা ঠিকই বুঝে নিবেন, কে হক্বের উপর, আর কে নাহক্ব এর উপর।

- শায়খ যাকারিয়া বলেন-

  খ. খ্রিস্টানদের নিকট থেকে।

  যেমন: হুলূল বিশ্বাসি, সাধনার এক পর্যায় আল্লাহ মানুষের দেহে হুলূল করে বা 'মানুষের দেহে আল্লাহর অনুপ্রবেশ' করে। খ্রিস্টানদের বিশ্বাস ঈসা আলাইহিস সালাম স্বয়ং ঈশ্বর। বড় দিনের আদতে ঈদে মিলাদুন নবী পালন করা, ক্যারলের মত গান করা।

মা'আযাল্লাহ! মানবদেহে আল্লাহর প্রবেশ সম্পর্কিত কোনো কথা ইমাম আ'লা হযরত (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) কস্মিনকালেও বলেন নি। এগুলো সম্পূর্ণ বানোয়াট এবং ভিত্তিহীন কথা। খ্রিষ্টানরা হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম)-কে আল্লাহর পুত্র মনে করে, কিন্তু ইমাম আ'লা হযরত (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) হলেন শরীয়তে মুহাম্মদীর একজন পাকাপোক্ত লোক। উনার কোনো বক্তব্য দ্বারা শিরকের গন্ধও পাওয়া যায় না, আর না এমন কোনো লেখনী তাঁর রয়েছে। তবে হ্যাঁ, মাওলানা রূমী, ইমাম ইবনে আরাবী, ইমাম বায়েযীদ বুস্তামী, ইমাম মনসুর হাল্লাজ (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আনহুম আজমাঈন)-কে অনেক সম্মান করতেন ইমাম আ'লা হযরত। অপরদিকে শায়খ যাকারিয়া তাঁদেরকে কাফের-মুশরিক মনে করেন। হয়তো-বা একারণে বানিয়ে বানিয়ে শিরকের আখ্যা প্রদান করতে চাচ্ছেন।

[৪] লুম'আতুত তানক্বীহ শরহে মিশকাতুল মাসাবিহ কৃত শায়খ মুহাদ্দিসে দেহলভী, বাবু যিয়ারাতিল ক্বুবুর, ৪/২১৫ পৃষ্ঠা

বড়দিনের আদলে মিলাদ পালন করার কোনো ফতোয়া ইমাম আ'লা হযরত দেননি। বড়দিনে কেক কাটা, মোমবাতি জ্বালানো, স্যান্টাক্লজ বের হওয়া ইত্যাদির সাথে পবিত্র মিলাদুন্নবী ﷺ এর কোনো সম্পর্ক নেই। বরং ইমামগণ স্ব-স্ব কিতাবে উল্লেখ করেছেন-

وقد استخرج له الحافظ ابن حجر أصلا من السنة، وكذا الحافظ السيوطي

– মিলাদের ব্যাপারে হাফিযুল হাদিস ইমাম ইবনে হাজর আসক্বালানী {৮৫২ হি.} এবং হাফিযুল হাদিস ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী {৯১১ হি.} সুন্নাহ হতে আসল বা ভিত্তি বের করেছেন।[৫]

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী {৯১১ হি.} আরো বলেন-

عندي أن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي ﷺ وما وقع في مؤلده من الآيات، ثم يمد لهم سماط يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك هو من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبي ﷺ

– আমার নিকট মিলাদ মাহফিলের বিষয়টি হচ্ছে, লোকদেরকে এক স্থানে একত্রিত করা। আর সে অনুষ্ঠানে কুরআন থেকে যথাসম্ভব কিছু আয়াত বা সূরা তেলাওয়াত করা। আর নবী করীম ﷺ এর জন্মদিনের অলৌকিক ঘটনাবলী ও নিদর্শনসমূহ আলোচনা করা। অত:পর অনুষ্ঠানে লোকদেরকে যথাসম্ভব পানাহার করানো। আর যদি কোনো বাড়াবাড়ি না করা হয়, তবে তা বিদআতে হাসানাহ হবে (অর্থাৎ জায়েজ), যার ফলে মিলাদ পাঠকারীদের জন্যে সাওয়াব রয়েছে। কেননা, এর মধ্যে নবী পাক ﷺ এঁর প্রতি তা'যীম ও সম্মান প্রদর্শন রয়েছে।[৬]

ইমাম ইবনে হাজর হায়তামী মাক্কী শাফেয়ী {৯৭৩ হি.} বলেন-

الموالد والأذكار التي تفعل عندنا أكثرها مشتمل على خير، كصدقة، وذكر، وصلاة وسلام على رسول ﷺ ومدحه

– আমাদের কাছে অধিক পরিমাণে মিলাদ মাহফিল, যিকির-আযকার যা কিছু করা হচ্ছে, তা অবশ্যই ভাল কাজের অন্তর্ভূক্ত। যেমন সদকা করা, যিকির করা, নবীজীর উপর সালাম পাঠ করা এবং এর জন্য আনন্দিত হওয়া।[৭]

এভাবে আরো প্রমাণাদি দেয়া যাবে, যদ্বারা মিলাদুন্নবী ﷺ পালন করা জায়েয সাব্যস্ত হয়। ইমাম আহমাদ রেযা (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) পূর্বোক্ত ইমামদের দ্বারা সাব্যস্ত পন্থার বিপরীতে একটি বাক্যও অধিক ফতোয়া দেননি। তাঁদের অনুসরণে তিনি মিলাদের পক্ষে বলেছেন। শায়খ যাকারিয়ার প্রতি অনুরোধ, ১৪শ শতাব্দীর মুজাদ্দিদের ব্যাপারে অপবাদ দেয়ার পূর্বে অন্তত তবে এটা স্বীকার করুন যে, ইমাম সুয়ূতী, ইমাম হায়তামী, শায়খ

---

[৫] *তাফসীরে রূহুল বায়ান কৃত আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী, ৯/৬৪ পৃষ্ঠা *সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ কৃত ইমাম ইবনে সালেহ শামী, ১/৩৬৯ পৃষ্ঠা

[৬] আল হাভী লিল ফাতাওয়া কৃত ইমাম সুয়ূতী, ১/২২১ পৃষ্ঠা

[৭] ফাতাওয়া আল হাদীছিয়্যাহ কৃত ইমাম ইবনে হাজর হায়তামী, ১/১৪৬ পৃষ্ঠা

মুহাদ্দিসে দেহলভী (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আনহুম আজমাঈন) প্রমুখের আক্বিদাও গোমরাহীর উপর ছিলো। মা'আযাল্লাহ!

এছাড়া ইমাম আ'লা হযরত (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) সাধারণ বাদ্যযন্ত্র বাজানো হারামের পক্ষে ফতোয়া দিয়েছেন। (আহকামে শরীয়ত, ১৪৮ পৃষ্ঠা) আর শায়খ যাকারিয়া প্রতারকের ন্যায় বলেছেন, তিনি নাকি ক্যারলের মত গান করার আক্বিদা নিয়েছেন। মা'আযাল্লাহ! একটি কথাই এখানে প্রযোজ্য- অনুমানকারীদের ফয়সালা আল্লাহর হাতে। [সূরা আয যারিয়াত: আয়াত ১০]

- শায়খ যাকারিয়া 'ওয়াহদাতুল ওজুদ' এর মাধ্যমে বিভ্রান্তির আশ্রয় নিয়ে উল্লেখ করেন যে ইমাম আহমাদ রেযা (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) বা মাসলাকে বেরেলভীর অনুসারীদের আক্বিদা নাকি- **"তাদের দৃষ্টিতে পৃথিবীতে অস্তিত্ববান সব কিছুই আল্লাহর অংশ। আল্লাহ পৃথক কোন সত্তার নাম নয়।"**

আস্তাগফিরুল্লাহাল আযীম! অথচ ইমাম আ'লা হযরত (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন- কারো সাহায্য ছাড়া মৌলিক ও সত্তাগত বিদ্যমান থাকা আল্লাহ ﷻ এঁর জন্য অনন্য বৈশিষ্ট্য। তিনি ব্যতীত যত সৃষ্টি আছে সব তাঁরই রহমতের উপর নির্ভর করেই অস্তিত্বশীল। প্রকৃতপক্ষে (অবিনশ্বর) অস্তিত্ব একটিই হলো (আর তা হলো আল্লাহর যাত)।[৮]

মানে রাব্বুল আলামিন নিজে নিজেই সত্ত্বাগতভাবে ওজুদ বা অস্তিত্বশীল। অন্য সবকিছুর অস্তিত্ব উনার দয়ায় সৃষ্ট হয়েছে, আর একসময় তা নি:শেষ হবে। তাহলে অবিনশ্বর কোনো কিছু থাকলে তা হলো কেবল এবং কেবল আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্ত্বা, আর কোনো কিছুই সত্যিকার অবিনশ্বরভাবে অস্তিত্বশীল নয়। এই কথাকে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে 'সৃষ্ট জীবের মধ্যে রবের অস্তিত্ব' খোঁজার নাম দিয়ে শায়খ জাকারিয়া শব্দখেলার দ্বারা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন। তথাপি, ওয়াহদাতুল ওজুদ বা শায়খুল আকবর মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী {৬৩৮ হি.} এঁর দর্শন নিয়ে যথেষ্ট ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। এর দিফা/ডিফেন্স করতে অনেকেই কিতাব লিখেছেন। তাঁকে ডিফেন্ড করে-

➤আল্লামা মাজিদ উদ্দিন ফাইরুযাবাদী {৮১৭ হি.} লিখেছেন "আর রাদ্দি আলাল মু'তারিদ্বীন আলাশ শায়খ মুহিউদ্দীন" (الرد على المعترضين على الشيخ محيي الدين)

➤ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী {৯১১ হি.} লিখেছেন "তাম্বীহুল গাবী বি তাবরিআতি ইবনে আরাবী" (تنبيه الغبي بتبرئة ابن عربي)

➤আল্লামা আবদুল গণী ইবনে ইসমাঈল আন নাবলুসী {১১৪৩ হি.} লিখেছেন "আর রাদ্দুল মাতীন আলা মুনতাক্বসিল আরিফ মুহিউদ্দীন" (الرد المتين على منتقص العارف محيى الدين)

এছাড়া দেওবন্দী আলিম আশরাফ আলী থানভী লিখেছেন "আরমাগানে ইবনে আরাবী" (ارمگان ابن عربي)।

[৮] মালফুযাতে আ'লা হযরত, ৪৬ পৃষ্ঠা, ২০১৩ সালে প্রকাশিত, আল মাদীনা প্রকাশনী, চট্টগ্রাম। ভাষান্তর: মাওলানা মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান নেজামী

আমার প্রস্তাবনা হবে যাঁরাই ওয়াহদাতুল ওজুদের পক্ষে লিখেছেন, প্রথমে একে একে তাঁদের আক্বিদাগুলো ভ্রান্ত এই মর্মে স্বীকারোক্তি দিন! তারপর না হয় ইমাম আ'লা হযরত (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) এঁর আক্বিদাকে প্রশ্নবিদ্ধ করবেন। অথচ ইমাম আ'লা হযরতের ওয়াহদাতুল ওজুদের বক্তব্য ইমাম মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী {৬৩৮ হি.}-কে পর্যন্ত অতিক্রম করেনি, অর্থাৎ সীমায় থেকেছে। আর এটা থেকেই বোঝা গেলো ওয়াহদাতুল ওজুদের ব্যাপারে এবং ইমাম আ'লা হযরতকে নিয়ে শায়খ যাকারিয়া যথেচ্ছ মিথ্যাচার করেছেন।

ইমাম আ'লা হযরত এঁর শিক্ষাজীবন

- শায়খ যাকারিয়া উল্লেখ করেন- **আলা হযরত নিজেই বলেছেন যে, "আমার কোনো উস্তাদ নেই"। (সীরাতে ইমাম আহমাদ রেজা-১২, আব্দুল হাকীম শাহ জাহানপুরী)**

অথচ এখানে আগের লাইনটা যদি কারচুপি না করতেন, তাহলে এই বাক্যের দ্বারা মানুষ বিভ্রান্ত হতো না। উল্লেখিত কিতাবেই এক লাইন আগে উল্লেখ আছে, গণিতের একটি সমস্যায় ভারতের আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার ড. যিয়াউদ্দীন আহমাদ যখন ইমাম আ'লা হযরতের সাথে দেখা করতে যান, ইমাম আ'লা হযরত তখন তা সমাধান করে বুঝিয়ে দেন। তখন স্যার যিয়াউদ্দীন জিজ্ঞেস করেন: "মেহেরবানি ফারমা কার ইয়ে বাতাইয়ে কি ইস ফান্ন মে আপ কা উস্তাদ কওন হ্যায়?" অর্থাৎ, দয়া করে এটি বলুন যে এই বিষয়ে (গণিত) আপনার শিক্ষক কে?" তখন ইমাম আ'লা হযরত বলেন: "আমার কোনো (গণিতের) শিক্ষক নেই।" এর কারণ, এই বিষয়টি তিনি তাঁর পিতার কাছ থেকেই শিখেছেন।

সুতরাং এটিই ইমাম আ'লা হযরত (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) এঁর অসাধারণ মেধার প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট। এখন ইমাম আ'লা হযরত এঁর শিক্ষকমহোদয়ের সংক্ষিপ্ত তালিকাটি তুলে ধরছি-

(১) শ্রদ্ধেয় পিতা আল্লামা মুফতী নক্বী আলী খাঁন (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি), জন্ম: ১২৪৬ হি. ইন্তেকাল: ১২৯৭ হি.।

তাঁর ব্যাপারে খোদ শায়খ যাকারিয়া-ই উল্লেখ করেছেন- "তাঁর পিতা নক্বী আলী এবং দাদা রেজা আলীকে হানাফিদের মধ্যে আলেম হিসাবে বিবেচনা করা হত।" (তাজকিরাতু উলামায়ে হিন্দ, পৃষ্ঠা-৬৪)

(২) বাহরুল উলূম আল্লামা আবদুল আলী রামপুরী (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি), ইন্তেকাল: ১৩০৩ হি./১৮৮৫ খ্রি.।

(৩) মাওলানা হাকিম মীর্জা গোলাম কাদির বেগ (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি), জন্ম: ১২৪৩ হি./১৮২৭ খ্রি. ইন্তেকাল: ১৩৩৬ হি./১৯১৭ খ্রি.।

(৪) আল্লামা সাইয়্যিদ শাহ আলে রাসুল মারেহারভী (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি), ইন্তেকাল: ১২৯৬ হি./১৮৭৮ খ্রি.।

(৫) আল্লামা সাইয়্যিদ শাহ আবুল হুসাইন আন নূরী মিয়াঁ মারেহারভী (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি), ইন্তেকাল: ১৩২৪ হি./১৯০৬ খ্রি.।[৯]

(৬) আল্লামা শায়খ সাইয়্যিদ হুসাইন ইবনে সালিহ জামালুল লায়ল আল ফাতিমী আল হুসাইনী আল মাক্কী আশ-শাফেঈ (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি), ইন্তেকাল: ১৩০৫ হি.

তিনি মাসজিদুল হারামের খতিব ও ইমাম ছিলেন, একইসাথে ছিলেন শাইখুল খুত্বাবা ওয়াল আইম্মাহ তথা ইমাম ও খতিবগণের শায়খ।

(৭) আল্লামা শায়খ আবদুর রাহমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সিরাজ আল মাক্কী আল হানাফী (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি), ইন্তেকাল: ১৩১৪ হি.

তাঁর কাছ থেকে ইমাম আ'লা হযরতের প্রাপ্ত দুটি সনদের উল্লেখ পাওয়া যায়- ১মটি উল্লেখিত রয়েছে ফাতাওয়া রযভিয়্যাহ'র ১ম খন্ডের শুরুতে (১/৯৭-১০১ পৃ.) এবং ২য়টি রয়েছে ফাতাওয়া রযভিয়্যাহ'র ৩য় খন্ডে (৩/৫১৩-৫১৫ পৃ.)

(৮) শায়খুল ইসলাম আল্লামা সাইয়্যিদ আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনে যায়নী দাহলান আল মাক্কী আশ শাফেঈ (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি)[১০], ইন্তেকাল: ১৩০৪ হি.

ইমামের ইলম নিয়ে কোনো সন্দেহ সে যুগে কোনো জ্ঞানী করেননি। তাঁর মর্যাদা বুঝানোর জন্য একটা ইবারত যথেষ্ঠ বলে মনে করছি। মুহাদ্দিসে মাগরীব ইমাম শায়খ আব্দুল হাই ইবনে আব্দুল কাবীর আল কাত্তানী {১৩৩২ হি.} স্বীয় "ফাহরাসুল ফাহারিস ওয়াল আছবাত ওয়া মু'জামুল মা'আজীম ওয়াল মাশায়খাত ওয়াল মুসালসালাত" কিতাবের ১/৮৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন-

الفقيه المسند الصوفي الشهاب أحمد رضا علي خان البريلوي الهندي

– আল ফক্বীহ (বিজ্ঞতম), আল মুসনিদ (যিনি সনদ সহ হাদিস বর্ণনা করেন), আস সূফী, আশ শিহাব (জ্ঞানের নক্ষত্র), আহমাদ রেযা আলী খাঁন বেরেলভী আল হিন্দী।

সুতরাং বুঝা গেলো, সালাফী শায়খ অনেকটা কুয়োর ব্যাঙ হয়ে সমুদ্রের প্রতি অপবাদ দেয়ার ধৃষ্টতা করেছেন।

- অতঃপর শায়খ যাকারিয়া দাবী করেন- **ইমাম আহমদ রেযা (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) নাকি কুফরী-শিরকী আক্বিদা প্রচার করতে শুরু করেন, যার উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলেন- তিনি (ইমাম)**

[৯] এই ৫ জনের নাম উল্লেখিত আছে নিম্নোক্ত কিতাবে-
*ইমামুল উলুম ওয়াল ফুনুন আ'লা হযরত মুহাদ্দিসে বেরেলভী কৃত মুহাম্মদ নাহিদুল আমিন, ৩ পৃষ্ঠা, চট্টগ্রাম হতে ২০২০ সালে প্রকাশিত *আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান ফাযেলে ব্রেলভী'র জীবন ও কারামত কৃত মুহাম্মদ শামসুল আলম নঈমী, চট্টগ্রাম হতে ২০১২ সালে প্রকাশিত।

[১০] মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব নজদীর অপকর্মগুলোর রদে যিনি প্রথম কলম ধরেছিলেন।

নিজেকে অতিশয় রাসূল প্রেমিক প্রমাণের জন্য নামের পূর্বে 'আব্দুল মুছতফা' (মুহাম্মাদ মুছতফার দাস)' উপনাম ব্যবহার করেন। অনুসারীদের কাছে তিনি 'ইমাম' ও 'আ'লা হযরত' নামে পরিচিত হন।

ইমাম আ'লা হযরতের নিজেকে "আবদুল মুস্তফা" বলাটা কতটুকু যৌক্তিক, তা খতিয়ে দেখা যাক-

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুরআন পাকে বলেন-

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ

– বলুন (হে প্রিয় রসুল ﷺ)! আমার ওই সমস্ত বান্দারা যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছো, আল্লাহর রহমত থেকে নৈরাশ হয়ো না! [সূরা আয যুমার: আয়াত ৫৩]

মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর পীর হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) এই আয়াতে কারিমা সামনে রেখে বলেন- কেননা হুযুর ﷺ হলেন আল্লাহর সাথে বান্দার সংযোগস্থাপনকারী, সেজন্য 'ইবাদুল্লাহ'-কে "ঈবাদুর রাসূল" বলা যায়। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ এই আয়াতে মুতাকালিম জমিরটির (যার বান্দা বলা উদ্দেশ্য) মারজা বা উদ্দেশ্য হল রাসূলে কারীম ﷺ।[১১]

ইসলামের ২য় খলীফা হযরত ঊমার ফারূক (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-ও নিজেকে আবদুল মুস্তফা বলেছেন, যেমন রেওয়ায়েতে এসেছে-

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ، خَطَبَ النَّاسَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ: إِنِّي وَاللَّهِ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تُؤْنِسُونَ مِنِّي شِدَّةً وَغِلَظًا، وَذَلِكَ أَنِّي كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَكُنْتُ عَبْدَهُ وَخَادِمَهُ

– বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) বলেন: হযরত উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যখন খলিফা নিযুক্ত হলেন, তখন তিনি রাসূলে আরাবী ﷺ এঁর মিম্বরে আরোহণ করে মানুষের সম্মুখে খুত্ববা প্রদান করলেন, তখন আল্লাহর প্রশংসা করার পর বলেন: হে লোক সকল! আমি জেনেছি যে, আপনারা আমাকে খুব বেশি ভালবাসতেন। এটা এ জন্য যে আমি রাসূল ﷺ এঁর সাথে ছিলাম। আমি তাঁর বান্দা (আবদুহু) এবং তার খাদিম (খাদিমুহু)।[১২]

---

[১১] ইমদাদুল মুশতাক, ৯৩ পৃষ্ঠা

[১২] *আল মুসতাদরাক কৃত ইমাম হাকিম নিশাপুরী, ১/১২৬ পৃষ্ঠা *কানযুল উম্মাল কৃত আল্লামা মুত্তাক্বী হিন্দী, হাদিস নং- ১৪১৮৪ *তারিখে দামেষ্ক কৃত ইমাম ইবনে আসাকির, ৪৪/২৫৬, ২৬৪ পৃষ্ঠা *লিসানুল আরব কৃত ইমাম ইবনে মানযুর আফ্রিকী, ৫/৩২২ পৃষ্ঠা *কিতাবুল এতেক্বাদ কৃত ইমাম বায়হাক্বী, ৫০৭ পৃষ্ঠা *মাহদ্বুস সাওয়াব ফি ফাযায়েলে আমিরিল মু'মিনীন ঊমার ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কৃত আল্লামা ইবনে মিবরাদ হাম্বলী, ১/৩৮৪ পৃষ্ঠা *হায়াতুস সাহাবা কৃত শায়খ ইউসুফ কান্ধলভী, ২/২৬৪ পৃষ্ঠা

হাদিসটির ব্যাপারে ইমাম হাকিম নিশাপুরী {৪০৫ হি.} বলেন- هذا حديث صحيح الإسناد তথা হাদিসটির সনদ বিশুদ্ধ।

সুতরাং বুঝা গেলো শায়খ যাকারিয়া সাহেব নিজস্ব নফসের প্রবৃত্তি অনুসরণ করে ডান-বাম যাচাইপূর্বক ইমাম আ'লা হযরত (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি)-কে অপবাদ দিয়েছেন।

ইমাম আ'লা হযরত এঁর লেখনী প্রসঙ্গে সন্দেহের অপনোদন

- শায়খ যাকারিয়া ইবারত নক্বল করেছেন- **তবে ইহসান এলাহী যহীর বলেন, বই হিসাবে গণ্য হয় এমন বইয়ের সংখ্যা ১০ এর অধিক নয়। এবং খালেদ মাহমুদ এর কথা মুতাবেক বই হিসাবে গণ্য হয় এমন বইয়ের সংখ্যা ১৫-এর অধিক নয়।**

এবার আমি দেখাচ্ছি তাদেরই পক্ষীয় আলেম কি লিখেছেন। আল্লামা আবদুল হাই হুসাইনী লাখনৌভী {১৩০৪ হি.} এঁর কিতাব "নুযহাতুল খাওয়াতির ওয়া বাহজাতুল মাসামি' ওয়ান নাওয়াযির" এর পরিপূর্ণতা প্রদানকালে মৌং সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী উল্লেখ করেন-

كان عالماً متبحراً، كثير المطالعة واسع الإطلاع، له قلم سيال وفكر حافل في التأليف، تبلغ مؤلفاته ورسائله على رواية بعض مترجميه إلى خمس مئة مؤلف، أكبرها الفتاوى الرضوية في مجلدات كثيرة ضخمة، كان قوي الجدل،

– তিনি ছিলেন (ভারতের একজন) সুপন্ডিত এবং বিদগ্ধ আলেম। তিনি প্রচুর কিতাবাদি সম্পর্কে সুগভীর ধারণা রাখতেন। তাঁর লেখনী অত্যন্ত গতিময় এবং চিন্তাচেতনা খুবই উচুঁ পর্যায়ের। তিনি কিতাব রচনা ও প্রণয়নে বিস্তৃত চিন্তাধারার অধিকারী ছিলেন। তাঁর লেখনী ও পুস্তকাদির সংখ্যা কোনো কোনো জীবনী লেখকের বর্ণনানুসারে ৫০০। এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় কিতাব হচ্ছে- ফাতাওয়া রযভিয়্যাহ, যা কয়েকটি বিরাট খন্ডে (৩৩ খন্ডে) সুবিন্যস্থ।[১৩]

তিনি আরো লিখেন-

يندر نظيره في عصره في الإطلاع على الفقه الحنفي وجزئياته، يشهد بذلك مجموع فتاواه وكتابه كفل الفقيه الفاهم في أحكام قرطاس الدراهم الذي ألفه في مكة سنة ثلاث وعشرين وثلاث مئة وألف، وكان راسخاً طويل الباع في العلوم الرياضية والهيئة والنجوم والتوقيت، ملماً بالرمل والجفر، مشاركاً في أكثر العلوم، قليل البضاعة في الحديث والتفسير، يغلو كثير من الناس في شأنه فيعتقدون أنه كان مجدداً للمئة الرابعة عشر.

[১৩] নুযহাতুল খাওয়াত্বির ওয়া বাহজাতুল মাসামি' ওয়ান নাওয়াযির কৃত আবদুল হাই লাখনৌভী, ৮/১১৮২ পৃষ্ঠা, দারু ইবনে হাযম, বয়রুত, লেবানন।

– হানাফী ফিক্বহ ও এর শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে জ্ঞানানুসারে এ যুগে তাঁর সমকক্ষ পাওয়া যায়না। তাঁর ফতোয়ার কিতাব এবং "আল কিফলুল ফক্বীহিল ফাহিম ফী আহকামি ক্বিরতাসিদ দারাহিম" (রচনাকাল: ১৩২৪ হি. মক্কাতুল মুকাররমা) এর পক্ষে যথার্থ সাক্ষী। ইলমে রিয়াযী (গণিতশাস্ত্র), হাইআত (জ্যোতিষবিদ্যা), নুজূম (জ্যোতিষ শাস্ত্র), তাওক্বীত (বর্ষপঞ্জি), রমল এবং জুফর শাস্ত্রে তাঁর পূর্ণদক্ষতা ছিল। তিনি অধিকাংশ বিষয়ের জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।[১৪]

সুতরাং বুঝা গেলো, ইমাম আ'লা হযরত (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) এঁর ব্যাপারে শায়খ যাকারিয়া যথেষ্ট অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন এবং যে সকল রেফারেন্স তিনি টেনেছেন, সেগুলোর মধ্যেও যথেষ্ট ইলমি অপূর্ণতা রয়েছে।

ইমাম আ'লা হযরত এঁর ইলমের এক ঝলক

ইলম সম্পর্কে এখন যা আলোচনা করবো তা আমার প্রিয়তম অনুজ মুহাম্মদ নাহিদুল আমিন তার কোয়ারেন্টাইনকালীন গবেষণার ফসল "ইমামুল উলুম ওয়াল ফুনুন আ'লা হযরত মুহাদ্দিসে বেরেলভী" নামক ৫০৪ পৃষ্ঠার বড় গ্রন্থে আলোচনা করেছে। ইমাম আ'লা হযরত (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) এঁর ইলমের পরিধি এবং তার জ্ঞানের ঝর্ণাধারার পরিব্যাপ্তি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে গ্রন্থটি খুবই উপকারী।

ইমাম আ'লা হযরত তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা আল্লামা নক্বী আলী খাঁন (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) হতে মোট ২১ প্রকার ইলম অর্জন করেন। এছাড়া আরও দশ প্রকারের ইলম, যেগুলো হলো- (১) ইলমে ক্বিরাআত, (২) ইলমে তাজবীদ, (৩) ইলমে তাসাউফ, (৪) ইলমে সুলুক, (৫) ইলমে আখলাক্ব, (৬) ইলমে আসমাউর রিজাল, (৭) ইলমে সিয়ার, (৮) ইলমে তারীখ, (৯) ইলমে লুগাত এবং (১০) ইলমে আদাব মা'আ জুমলাহিল ফুনুন। এসব ইলমের ব্যাপারে ইমাম আ'লা হযরত বলেন যে, উক্ত দশ প্রকারের ইলম তিনি কোনো উস্তাদের নিকট থেকে শিখেননি। এতদসত্ত্বেও এসবের ব্যাপারে তাঁর নিকট দক্ষ আলিম হতে সনদ-ইজাযাত (অনুমতিপত্র) রয়েছে।

এভাবে ইমামের মোট ইলমি দক্ষতার বিষয়সমূহের মধ্যে ভারতের মাওলানা তারিক্ব আনোয়ার মিসবাহী তাঁর "ইমাম আহমাদ রেযা ক্বাদেরী কে ৫৬২ উলুম ওয়া ফুনুন" নামের কিতাবে ৫৬২টি স্বতন্ত্র বিষয়ে ইমামের দখল থাকার কথা বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আ'লা হযরত (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) কর্তৃক ছোট-বড় মোট লিখিত স্বতন্ত্র গ্রন্থের সংখ্যা ৬৪৭টি, এবং তাঁর লিখিত হাশিয়া বা প্রান্তস্থিত টীকা সম্বলিত গ্রন্থসংখ্যা ১৯২টি। যেসবের বিস্তারিত বর্ণনা মুহাম্মদ নাহিদুল আমিন (বারাকাল্লাহু ফি হায়াতিহী) তার "ইমামুল উলুম ওয়াল ফুনুন আ'লা হযরত মুহাদ্দিসে বেরেলভী" কিতাবে আলোচনা করেছে।

[১৪] নুযহাতুল খাওয়াত্বির ওয়া বাহজাতুল মাসামি' ওয়ান নাওয়াযির কৃত আবদুল হাই লাখনৌভী, ৮/১১৮২ পৃ. দারু ইবনে হাযম, বয়রুত, লেবানন

ইমাম আ'লা হযরত (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) এঁর লিখনীর ব্যাপারে পাকিস্তানের নামকরা আ'লা হযরত গবেষক প্রফেসর ড. মাসঊদ আহমাদ (প্রিন্সিপ্যাল, গভ. ডিগ্রি সায়েন্স কলেজ, ঠাঠ্টা, সিন্ধ) তাঁর "ইমাম আ'লা হযরত আওর আলমে ইসলাম" গ্রন্থের ৭৩ পৃষ্ঠায় বলেন- "ইমাম আহমাদ রেযা (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) এঁর ওফাতের পর গবেষণালব্ধ ফলাফল এই যে, তাঁর মোট রচনার সংখ্যা ১০০০ এর অধিক।" এই পর্যন্ত "ইমামুল উলুম ওয়াল ফুনুন আ'লা হযরত মুহাদ্দিসে বেরেলভী" হতে উৎসরিত অংশ সমাপ্ত হল।

'কানযুল ঈমান ফি তারজুমাতিল কুরআন' প্রসঙ্গ

"কানযুল ঈমান ফি তারজুমাতিল কুরআন" হলো কুরআনুল কারীমের উপর যুগশ্রেষ্ঠ উর্দূ তরজমা, এটি নিয়ে লিখলে আলাদা কিতাবের প্রয়োজন। এ পর্যন্ত কানযুল ঈমান আমার জানামতে মোট ১১টি ভাষায় ভাষান্তর হয়েছে, সেগুলো হল-

(১) ইংরেজী অনুবাদ (প্রফেসর মুহাম্মাদ হানিফ আখতার ফাতেমী, কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয়)

(২) সিন্ধি অনুবাদ (মুফতি মুহাম্মদ রহিম সিকান্দারী এবং মাওলানা আব্দুল ওয়াহিদ সেরহিন্দী)

(৩) হিন্দি অনুবাদ (মাওলানা নূর উদ্দীন নিজামী)

(৪) ক্রেওল (Creole) অনুবাদ (মরিশাসের অধিবাসী মাওলানা নাজীব এবং মাওলানা মানসুর)

(৫) গুজরাটী অনুবাদ (মাওলানা হাসান আলম গুজরাটী)

(৬) বাংলা অনুবাদ (মাওলানা আবদুল মান্নান)

(৭) পশতু অনুবাদ (ক্বারী নূরুল হুদা নঈমী এবং মাওলানা যাকির উল্লাহ নাক্বশবন্দী)

(৮) ডাচ অনুবাদ (মাওলানা গোলাম রাসূল ইলাহে দীন)

(৯) তুর্কি অনুবাদ (মাওলানা ইসমাইল হাক্কী ইযমিরিলী)

(১০) চিত্রালী অনুবাদ (মাওলানা পেয়ার মুহাম্মদ চিশতী)

(১১) সারায়িকী অনুবাদ (মাওলানা রিয়ায উদ্দীন শাহ)

[তথ্যসূত্র: Wikipedia]

কানযুল ঈমান এবং এর উপর আপত্তির খন্ডন বিষয়ক কিতাবাদি:

(১) মাহাসিনে কানযুল ঈমান (আল্লামা হাফেয খাজা সুলতান মাহমুদ এবং আল্লামা খাজা গোলাম হামিদুদ্দীন সিয়ালভী)

(২) আনওয়ারে কানযুল ঈমান (মুহাম্মাদ ওয়ারীস জামাল আল বাসতাভী)

(৩) আনওয়ারে কানযুল ঈমান (ড. আমজাদ রেযা এবং মালিক মাহবুবুর রাসুল ক্বাদেরী)

(৪) তাসকীনুল জিনান ফি মাহাসিনে কানযুল ঈমান (মাওলানা আবদুর রাযযাক বাথরালভী)

(৫) দিফা-ই-কানযুল ইমান (তাজুশশারী'আহ আল্লামা আখতার রেযা খান আযহারী মিয়াঁ ক্বাদ্দাসাসিররুহুল আযীয)

(৬) যিয়ায়ে কানযুল ঈমান (আল্লামা গোলাম রসুল সাঈদী)

(৭) কানযুল ঈমান কি ফান্নি হায়সিয়্যাত (ড. ত্বাহিরুল ক্বাদেরী)

[তথ্যসূত্র: ইমামুল উলুম ওয়াল ফুনুন আ'লা হযরত মুহাদ্দিসে বেরেলভী কৃত মুহাম্মদ নাহিদুল আমিন]

শায়খ যাকারিয়া কর্তৃক ইমাম আ'লা হযরত এঁর উপর অযাচিত আক্রমণ

- শায়খ যাকারিয়া বলেন- **আলা হযরতের মেজাজ ছিল খুবই চড়া। (আনওয়ারে রেজা-৩৫৮)। তিনি ছিলেন চিররোগা, পিঠব্যথার রুগী, অত্যধিক রাগী, সুচতুর ও তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী। তার মেজাজ ছিল চডড়া। মুফতী মাজহারুল্লাহ ব্রেলবী তার ফাতওয়ায়ে মাজহারিয়্যাতে লিখেন- "চড়া মেজাজী আলা হযরত আহমাদ রেজা খান হয়তো এ অশ্লীল কবিতা বাজারী মহিলাদের ব্যাপারে উদ্ধৃত করেছেন। (ফাতওয়া মাজহারিয়্যাহ-৩৯২)**

আমি খুবই আশ্চর্য হয়েছিলাম শায়খ যাকারিয়ার আপত্তি চয়ন দেখে। একজন মানুষের সাথে ইলমের দিক দিয়ে না পেরে তার শারীরিক, মানসিক এবং পারিবারিক বিষয়াদি তুলে এনে মানুষের মনে বক্রতা সৃষ্টি করতে চাইছেন। অথচ তার উচিত ছিলো কেবল ইলম নিয়ে আলোচনা করা, যদিও তার আর্টিকেলের ৯৫% কথা ভিত্তিহীন। তিনি সেখানে ব্যক্তিসত্ত্বাকে লক্ষ্য করে বাজে মন্তব্য করার পথটুকু বেছে নিলেন।

১ম মিথ্যাচার, আনওয়ারে রেযা'র ৩৫৮ পৃষ্ঠায় এরকম কোনো কথা নেই। যা আছে, তা হলো কিছু কিতাবের তালিকা। ২য় মিথ্যাচার, ফাতাওয়া মাযহারিয়্যাহ'র ৩৯২ পৃষ্ঠায় লিখা হয়েছে-

اور ہو سکتا ہے کہ فاضل موصوف کی چلبلی طبیعت سے ان عورتوں کے حق میں یہ کلام صادر ہوا ہو-

এখানে বলা হয়েছে অস্থির স্বভাব; চড়া মেজাজ বলা হয়নি। অস্থির স্বভাবের মানুষ অহরহ আছে আমাদের সমাজে, এটি অস্বাভাবিক কিছু না। আর বাতিলদের কাজকর্ম দেখে একজন হক্বপন্থীর অস্থির হওয়াটাও অস্বাভাবিক না। সে জায়গায় তিনি তো একজন মুজাদ্দিদ, তাঁর অস্থির হওয়াটা স্বাভাবিক বিষয়। ৯ম হিজরী শতাব্দীর মুজাদ্দিদ, জালালুল ইলম, হাফিযুল হাদিস, ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী {৯১১ হি.} অত্যন্ত রাগী মানুষ ছিলেন এবং একা থাকা পছন্দ করতেন। এমনকি নীল নদীর তীরে আলাদা ঘর তৈরী করে একাকীই থাকতেন।

কিন্তু এগুলোর দ্বারা কি আমরা ৯ম হিজরী শতাব্দীর মুজাদ্দিদের প্রতি ত্রুটি আরোপ এবং বিশোদগার করবো? নাহ, কারণ এটি মু'মিনের লক্ষণ নয়।

মিথ্যাবাদী পেঁচক এহসান ইলাহী যহির তার "বেরেলভিয়্যাত" গ্রন্থে ইমাম আ'লা হযরত এঁর নামে যেসকল মিথ্যাচার করেছে, তার লিংক হিসেবে এক নন-বেরেলভীয়ান (ইঞ্জিনিয়ার আলী মির্জা) এর একটি ভিডিওর লিংক দেয়া হল- (https://youtu.be/v54bZA_cphI)

- শায়খ যাকারিয়া উল্লেখ করেছেন- **এদের মাঝে মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াসীনও আছেন। যিনি মাদরাসায়ে এশাআতুল উলুমের প্রধান ছিলেন। যাকে আহমাদ রেজা উস্তাদের মর্যাদা দিতেন। তিনিও তার থেকে আলাদা হয়ে যান।**

দেখা যাক এটির সত্যতা কি- মাদরাসায়ে এশায়াতুল উলুমের প্রধান মৌলভী মুহাম্মদ ইয়াছিন সাহেব, যিনি আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খাঁন বেরেলভী (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি)-কে উস্তাদের মতো সম্মান করতেন। কেননা তার উস্তাদ হযরত মাওলানা আহমদ হাসান কানপুরী, ইমাম আ'লা হযরত (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি)-কে সীমাহীন ইজ্জত ও তাঁকে অধিক মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখতেন। মৌলভী ইয়াছিন সাহেব ইমাম আ'লা হযরত (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) এঁর খেদমতে প্রায় আসা-যাওয়া করতেন। ইমাম আ'লা হযরতের সাথে তার সম্পর্ক খুবই ভালো ছিলো। ভারতের দেওবন্দ মাদরাসা প্রতিষ্ঠার প্রথমাবস্থায় ঐ মাদরাসার শিক্ষকদের কাছে শিক্ষা সমাপনকারী ছাত্রদের একত্রে দস্তারে ফজিলত তথা পাগড়ী দিতো। মৌলভী ইয়াছিন সাহেবও দেওবন্দে গিয়ে কিছুদিন যাবত দাওরায়ে হাদিস পড়ে পাগড়ী নিয়ে আসেন। ঐ সময় থেকে তার মেলামেশা দেওবন্দী ওয়াহাবীদের সাথে বেড়ে যায় এবং আ'লা হযরতের খেদমতে আসা যাওয়া হ্রাস পায়। পরিশেষে লোকটি পূর্ণরূপে ওয়াহাবী হয়ে যায়।[১৫]

ইমাম আ'লা হযরত (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) তার সাথে রূঢ় ব্যবহার এবং তাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করার কারণে সে ওয়াহাবী হয়ে গেছে বলে যে অপবাদ দেয়া হয়েছে, সেটার কোনো প্রমাণ ইমাম আ'লা হযরতের জীবন চরিতের উপর লিখিত কোনো কিতাবে নেই। এটি সম্পূর্ণ শায়খ যাকারিয়া সাহেবের পূর্বসুরীদের বানানো কাহিনী, যা তারা যুগের পর যুগ ধরে তোতা পাখির মতে রটে আসছেন।

- শায়খ যাকারিয়া বলেন- **আলা হযরত, মাওলানা আব্দুল হক খায়রাবাদীর কাছে মানতেকী ইলম শিখতে চাইলেন। কিন্তু তিনি তাকে পড়াতে রাজি হলেন না। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেনঃ আহমাদ রেজা বিরুদ্ধবাদীদের ব্যাপারে খুবই কঠোর শব্দ ব্যবহার করতে অভ্যাস্ত। (হায়াতে আলা হযরত-২৩, যফরুদ্দীন, আনওয়ারে রেজা-৩৫৭)**

প্রথমত: যে দুটো রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে, এগুলো মিথ্যা রেফারেন্স।

[১৫] বিস্তারিত জানতে দেখুন- হায়াতে আ'লা হযরত কৃত মাওলানা জুফরুদ্দীন বিহারী, ২১১ পৃষ্ঠা, ক্বাদেরী কিতাব ঘর, বেরেলী, ভারত

দ্বিতীয়ত: "এর কারণ হিসেবে তিনি বলেনঃ আহমাদ রেজা বিরুদ্ধবাদীদের ব্যাপারে খুবই কঠোর শব্দ ব্যবহার করতে অভ্যাস্ত"- এই অংশ পুরোটিই মিথ্যা। বিষয়টি এমন নয় যে মাওলানা আবদুল হক্ব খায়রাবাদী পড়াতে চাননি, বরং খোদ ইমাম আ'লা হযরতই পড়তে চাননি। শায়খ যাকারিয়া চুরি করে পুরো ঘটনাই উল্লেখ করেননি এখানে। ঘটনা হলো এই-

রামপুরে অনেকটা হঠাৎ করে ইমাম আ'লা হযরতের সাথে মাওলানা আবদুল হক্ব খায়রাবাদী'র দেখা হয়। তখন তিনি ইমাম আ'লা হযরতকে জিজ্ঞেস করেন- "মানত্বিকের কিতাব কতদূর পড়েছেন?" ইমাম আ'লা হযরত জওয়াব দেন- "ক্বাযী মুবারক।" এটা শুনে মাওলানা খায়রাবাদী প্রশ্ন করেন- "তাহযীব পড়ে ফেলেছেন?" ইমাম আ'লা হযরত পাল্টা প্রশ্ন করেন- "আপনার এখানে ক্বাযী মুবারকের পরে তাহযীব পড়ানো হয়?" কথা হতেই বুঝা যাচ্ছে, ইমামের এখানে আগে তাহযীব, তারপর ক্বাযী মুবারক পড়ানো হতো; অথচ মাওলানার ওখানে ঘটে উলটো। তখন ইমামের পাল্টা প্রশ্ন দেখে মাওলানা প্রসঙ্গ বদলান, তিনি জিজ্ঞেস করেন- "বেরেলীতে আপনি কি করেন?"

ইমাম- "তাদরীস (দরস প্রদান), ইফতা (ফতোয়া প্রণয়ন), তাসনীফ (লিখন)।"

মাওলানা- "কি বিষয়ে লিখালিখি করেন?"

ইমাম- "যেসমস্ত দ্বীনি মাসআলায় প্রয়োজনীয়তা দেখি এবং ওয়াহাবীদের খন্ডন।"

মাওলানা- "আপনিও ওয়াহাবীদের খন্ডনে লিখেন? এক আমাদের ঐ বাদায়ূনী খাবত্বী (আহমক/বেকুব/ভ্রমের শিকার) রয়েছে, যে সারাক্ষণ এই ভ্রমে লিপ্ত থাকে।"

এখানে বাদায়ূনী বলতে তাজুল ফুহুল আল্লামা শায়খ শাহ আবদুল ক্বাদির উসমানী ক্বাদেরী বাদায়ূনী {১৩১৯ হি.} এঁর কথা বুঝানো হয়েছে। এমন একজন বড় আলিমের নাম এভাবে নেওয়াটা কি মাওলানা খায়রাবাদীর শোভা পায়? মূলত: মাওলানা খায়রাবাদী ছিলেন সুন্নী, তবে তিনি সুন্নী তৈরী করা বা দ্বীনের হিমায়াত করার কোনো ইচ্ছা অন্তরে পোষণ করতেন না।

এছাড়া তাজুল ফুহুল ও মাওলানা খায়রাবাদীর মধ্যে কোনো ঝগড়া বা এরকম মনোমালিন্যের কারণেও তিনি এই কথা বলতে পারেন। তাজুল ফুহুল আল্লামা আবদুল ক্বাদির বাদায়ূনী (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) ছিলেন আল্লামা ফযলে হক্ব খায়রাবাদী (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) এঁর প্রিয় একজন ছাত্র এবং মাওলানা আবদুল হক্ব খায়রাবাদীর বন্ধুও বটে।

কিন্তু ইমাম আ'লা হযরত দ্বীনের হিমায়াত এবং বাতিলের খন্ডনের কারণে তাজুল ফুহুলের অত্যন্ত সম্মান করতেন। এই কারণে তাঁর ব্যাপারে মাওলানা খায়রাবাদীর শব্দচয়ন শুনে ইমামের মন খারাপ হয় এবং তিনি মাওলানার কথার জবাবে বলেন- "জনাব! সবার প্রথম ওয়াহাবীদের খন্ডন হযরত মাওলানা ফযলে হক্ব সাহেব (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি), আপনার পিতাই করেছিলেন। মৌলভী ইসমাঈল দেহলভীকে জনসমাগমের মাঝে মুনাযারায় চুপ করিয়ে দিয়েছিলেন এবং "তাহক্বীকুল ফাতওয়া ফি ইবত্বালিত তুগওয়া" পূর্ণাঙ্গ কিতাব মৌং ইসমাঈলের খন্ডনে রচনা করেছিলেন।"

এভাবে মুখের উপর হক্ব জওয়াব শুনে মাওলানা খায়রাবাদী বললেন- "যদি এমন হাযির জওয়াবী আমার মোকাবেলায় থাকে, তাহলে আমার দ্বারা পড়ানো সম্ভব নয়।"

ইমাম আ'লা হযরতও জবাব দিলেন- "আপনার কথা শুনে আমি প্রথমেই ফয়সালা করে নিয়েছি যে, এমন ব্যক্তির কাছে মানত্বিক পড়া মানে উলামায়ে মিল্লাত, হামিয়ানে সুন্নাতের সাথে বেয়াদবী এবং এতে তাঁদের অসম্মানী হবে। ঐ সময়ই পড়ার খেয়াল অন্তর হতে বিলকুল দূর করে দিয়েছি।"

এই ঘটনা রেফারেন্স হিসেবে শায়খ যাকারিয়ারই উল্লেখিত হায়াতে আ'লা হযরতের ১ম খন্ডের ২৪৯ পৃষ্ঠাতে রয়েছে (কাশ্মীর ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স, লাহোর)। কিন্তু যাকারিয়া সাহেব উল্লেখ করেননি, কারণ এতে তার কারচুপি প্রকাশিত হয়ে যাবে। আল্লাহ সবাইকে যথাযথ প্রতিদান দিবেন, ইনশাআল্লাহ।

প্রসঙ্গ 'ফিতনায়ে দেওবন্দ'

ইমাম আ'লা হযরত (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) তাঁর "হুসসামুল হারামাইন আলা মানহারিল কুফরী ওয়াল মায়ন" এর মধ্যে উভয় হারাম শরীফের ৩৩ জন মুফতির সম্মতিতে উপমহাদেশের ৫ ব্যক্তির প্রতি কুফরীর ফতোয়া আরোপ করেন। সেই কিতাবের খন্ডন স্বরূপ "আল মুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদ" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন মৌলভী খলিল আহমাদ সাহারানপুরী, যেখানে ইমাম আ'লা হযরত কর্তৃক আনীত সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। আল্লাহর ফযল-করমে এবং বাতিলদের একগুঁয়েমিতার কারণে তাদের গ্রন্থগুলো এখনো অক্ষত অবস্থায় আছে এবং কোনো ব্যক্তি যদি "হুসসামুল হারামাইন" এর আপত্তি গুলো উক্ত গ্রন্থাবলীর সাথে মিলিয়ে "আল মুহান্নাদ" পড়ে, তখন বুঝা যাবে আসলে হাক্বীকত ইমাম আ'লা হযরতেরই পক্ষে!

ইমাম আ'লা হযরত (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) এঁর ফতোয়ার ব্যাপারে মৌলভী ইদ্রিস কান্ধলভী বলেন: মৌলভী সাহেব! মাওলানা আহমাদ রেযা খাঁনের মাগফিরাত তো ঐসব ফতোয়ার কারণেই হয়ে যাবে! আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন- আহমাদ রেযা খাঁন! তোমার মধ্যে আমার রাসূল ﷺ-এঁর প্রতি এতো মুহাব্বত ছিলো যে, এতো বড় বড় আলেমদেরকেও তুমি ক্ষমা করোনি। তুমি মনে করেছো যে, তারা রাসূল ﷺ এঁর মানহানি করেছে। সুতরাং তুমি তাদের প্রতিও কুফরের ফতোয়া আরোপ করেছো। যাও! এই এক আমলের উপর আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।[১৬]

পাকিস্তানের মুফতি শফি দেওবন্দী (করাচী) বলেন: মাওলানা আহমাদ রেযা খাঁন আমাদের উপর কুফরের ফতোয়া এজন্য আরোপ করেছেন যে, তিনি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করতেন, আমরা রাসূল ﷺ এঁর মানহানি করেছি। যদি তিনি ইয়াক্বীন বা নিশ্চিত বিশ্বাস রাখা সত্ত্বেও আমাদের উপর 'কাফির' ফতোয়া আরোপ না করতেন, তাহলে তিনি নিজেই কাফির হয়ে যেতেন।[১৭]

---

[১৬] ইমাম আহমাদ রেযা এক হামাযিহাত শাখসিয়াত কৃত কাওসার নিয়াযী, ১৮ পৃষ্ঠা, ১৯৯১ সালে করাচি হতে মুদ্রিত

[১৭] ইমাম আহমাদ রেযা এক হামাযিহাত শাখসিয়াত কৃত কাওসার নিয়াযী, ১৮-১৯ পৃষ্ঠা, ১৯৯১ সালে করাচি হতে মুদ্রিত

মৌলভী শাব্বির আহমাদ ওসমানী বলেন: মাওলানা আহমাদ রেযা খাঁনকে 'তিনি কাফির ফতোয়া দেন' মর্মে অপবাদ দিয়ে মন্দ বলা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। কেননা, তিনি খুব বড় আলেমে দ্বীন, উচ্চ পর্যায়ের মুহাক্কিক্ব (সুক্ষ্ণ গবেষক) ছিলেন। মাওলানা আহমাদ রেযা খাঁনের ইন্তেকাল ইসলামী বিশ্বের জন্য এমন এক অতি বেদনাদায়ক ঘটনা, যাকে উপেক্ষা করা যায়না।[১৮]

মৌলভী ফখরুদ্দীন মুরাদাবাদী বলেন: মাওলানা আহমাদ রেযা খাঁনের সাথে আমাদের বিরোধিতা আপন জায়গায় ছিলো। কিন্তু তাঁর খেদমত নিয়ে আমরা অত্যন্ত গৌরব করি। অমুসলমানদের সম্মুখে আমরা আজ অবধি অত্যন্ত গর্ব করে বলতে পেরেছি যে, দুনিয়া ভর্তি জ্ঞান যদি কোন এক সত্ত্বার মধ্যে একত্রিত হতে পারে তাহলে তা মুসলমানদের সত্তাই হতে পারে। দেখে নাও, মুসলমানদেরই মধ্যে মৌলভী আহমাদ রেযা খাঁনের মতো ব্যক্তিত্ব আজও মওজুদ রয়েছে। যিনি গোটা দুনিয়ার জ্ঞানসমূহে সমানভাবে দক্ষতা রাখেন। হায় আফসোস! আজ তাঁর শেষ নিঃশ্বাসের সাথে সাথে আমাদের এ গৌরবও বিদায় নিয়েছে।[১৯]

শিয়াবাদ এবং ইমাম আহমাদ রেযা

কেবল এতটুকু বলবো, ইমাম আহমাদ রেযা (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) শিয়াদের খন্ডনে "রাদ্দুর রাফযাহ" নামক স্বতন্ত্র রিসালা লিখে দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, শিয়ারা পথভ্রষ্ট, গোমরাহ এবং এদের অধিকাংশই অমুসলিম-কাফের। তথাপি কিছু বক্তব্যের ব্যাপারে কথা বলছি-

- শায়খ যাকারিয়ার দাবি- **অথচ শিয়াদের এই পাঞ্জাতন সম্পর্কে যা কিছু বলা হয় সবই জাল।**

আর কুরআন বলে- নিশ্চয়ই আল্লাহ এটা চান যে তোমার ﷺ আহলে বায়তকে পবিত্র করে দিতে যেমন তাদের শোভা দেয়। [সূরা আহযাব: আয়াত ৩৩]

আর এ আয়াত নাযিল হলে নবীজী ﷺ পাক পাঞ্জাতন (আলাইহিমুসসালাম)-দের পবিত্র চাদরে ঢেকে ঘোষণা করেন- এরা আমার আহলে বায়ত।[২০]

হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কিয়ামতের দিবসে জাহান্নাম বিতরন করবেন:

এটাকে শিয়া আক্বিদা বলছেন শায়খ যাকারিয়া। চলুন অগ্রসর হই, অনেকগুলো সনদে হাদিসটি বর্ণিত আছে, কেবল একটা দেখালাম-

أخبرنا الشيخ شرف الدين أحمد بن هبة الله بن أحمد بن محمد بن الحسن بن عساكر ساعاً ٢٥٣ عليه،قال:أخبرتنا زينب بنت أبي القاسم عبد الرحمان الشعري الجرجاني إجازة عن الشيخ أبي القاسم زاهر بن طاهر الشحامي إجازة قال:أنبأنا أبو علي الحسن بن أحمد السكاكي قال : أنبأنا أبو القاسم الحسن بن محمد

[১৮] রিসালাহ্-ই-হাদী, দেওবন্দ ২০ পৃষ্ঠা, প্রকাশ: ২০শে যিলহজ্ব, ১৩২৯ হি.
[১৯] সফেদ ওয়া সিয়াহ কৃত মাওলানা কাওকাব নুরানী ওকাড়ভী, ৭৫ পৃষ্ঠা, ১৯৮৯ সালে লাহোর হতে মুদ্রিত
[২০] সহীহ মুসলিম, হাদিস নং- ২৪২৪

بن حبيب،حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد حافد العباس بن حمزة سنة وثلاثين وثلاث مأة ، قال : أنبأنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي حدثنا أبي بن عامر بن سلمان رحمهم الله تعالى،حدثنا أبو الحسن علي بن موسى الرضا،حدثني موسى بن جعفر ، حدثني أبي جعفر بن محمد،حدثني أبي محمد بن علي حدثني أبي علي بن الحسين،حدثني أبي الحسين بن علي بن أبي طالب،حدثني ابن أبي طالب عليهم السلام قال: أحمد أبي ابى على قال النبي ﷺ:يا علي! إنك قسيم النار وإنك تقرع باب الجنة فتدخلها بلا حساب

– (আহলে বায়তের সূত্রে বর্ণিত) হযরত আলী (কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুল কারীম) বলেন, নবীজী ﷺ আমাকে বলেছেন: হে আলী! তুমিই জাহান্নামের বন্টনকারী। তুমি বেহেশতের দরজার কড়া নাড়বে এবং বিনা হিসাবে প্রবেশ করবে।[২১]

এই মুহাদ্দিসে কাবীর আল্লামা ইবরাহীম জুয়াইনী {৭৩০ হি.} হলেন ইমাম যাহাবী {৭৪৮ হি.} এঁর উস্তাদ। ইমাম যাহাবী তদীয় "তাযকিরাতুল হুফফায" কিতাবে স্বীয় শায়খদের তালিকায় ২৪নং বর্ণনায় উল্লেখ করেন-

وسمعت من الإمام المحدث الأوحد الأكمل فخر الإسلام صدر الدين إبراهيم بن محمد بن المؤيد بن حمويه الخراساني الجويني شيخ الصوفية،

– (ইমাম যাহাবী বলেন) আমি (হাদিস) শুনেছি যুগের কামিল (পরিপূর্ণ মু'মিন) ব্যক্তিত্ব, ইমাম, মুহাদ্দিস, ফখরুল ইসলাম (ইসলামের গর্ব), সদরউদ্দীন ইবরাহীম বিন মুহাম্মদ বিন মুওয়াইয়াদ বিন হামাভিয়্যাহ আল খুরাসানী আল জুয়াইনী (শাফেয়ী)। তিনি সূফীগণের শায়খ ছিলেন।

উল্লেখ্য যে, "তাযকিরাতুল হুফফায" কিতাবটিতে ইমাম যাহাবী 'হাফিযুল হাদিস' তথা যাঁরা ন্যূনতম একলক্ষ হাদিস জানেন, তাঁদের স্থান দিয়েছেন। উপরোক্ত হাদিসটি একক সূত্রে দূর্বল এবং মুহাদ্দিসীনে কেরামগণের সিদ্ধান্ত হলো- একাধিক সনদ সবকিছু মিলিয়ে হাদিসটি ন্যূনতম হাসান এবং সর্বোচ্চ সহীহ।

"ত্বাবক্বাতুল হানাবিলাহ" কিতাবের ২/৩৫৮ পৃষ্ঠায় (১৯৯৯ সালে সৌদী আরব হতে প্রকাশিত) উল্লেখ আছে-

قال:وسمعت محمد بن منصور يقول : كنا عند أحمد بن حنبل فقال له رجل : يا أبا عبد الله، ما تقول في هذا الحديث الذي يروى : أنّ عليا قال : أنا قسيم النّار؟ فقال : وما تنكرون من ذا؟ أليس روينا أنّ النّبي ﷺ قال لعلي: لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق قلنا : بلى، قال : فأين المؤمن؟ قلنا : في الجنّة، قال : وأين المنافق؟ قلنا : في النّار، قال : فعلي قسيم النّار

– মুহাম্মাদ বিন মানসুর আত তুসী বলেন, আমি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) এঁর মজলিসে বসা ছিলাম। এক ব্যক্তি তাঁকে বলে উঠলো, হে আবু আবদুল্লাহ! আপনি ঐ হাদিসের ব্যাপারে কি বলেন যেখানে হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন: আমি জান্নাত-জাহান্নামের বন্টনকারী? তখন ইমাম আহমাদ বললেন: তোমাকে হাদিসটা কিসে অস্বীকার করাচ্ছে? তুমি কি এটা জানোনা যে, নবীজী ﷺ বলেছেন:

[২১] ফারাইদুস সিমত্বাইন ফি ফাদ্বাইলুল মুরতাদ্বা ওয়াল বাতুল ওয়াস সিবত্বাইন কৃত মুহাদ্দিসে কাবীর আল্লামা ইবরাহীম জুয়াইনী খুরাসানী, হাদিস নং- ২৫৩

আলী! তোমাকে মুমিন ব্যতীত কেউ ভালোবাসবে না এবং মুনাফিক ব্যতীত কেউ ঘৃণা করবেনা? ঐ লোক বললো: জি হ্যাঁ, অবশ্যই! তখন ইমাম আহমাদ বললেন: তারপর বলো, মুমিনরা কোথায় যাবে? লোকটি বললো: জান্নাতে! তিনি বললেন: মুনাফিকরা কোথায় যাবে? সে বললো: জাহান্নামে! ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) বললেন: অতএব আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুল কারীম হলেন জান্নাত-জাহান্নামের বন্টনকারী।

আল্লামা সাইয়্যিদ মাহমুদ আলুসী বাগদাদী কুর্দি হানাফী {১২৭০ হি.} স্বীয় "তাফসীরে রূহুল মা'আনী" কিতাবে সূরা গাশিয়াহ'র "ছুম্মা ইন্না আলাইনা হিসাবাহুম" আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করেন-

قوله كرم الله تعالى وجهه أنا قسيم الجنة والنار ان صح

– হযরত আলী (কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুল কারীম) বলেন: আমি জান্নাত এবং জাহান্নামের বন্টনকারী। হাদিসটি সহিহ।

সুতরাং এ আলোচনার দ্বারা অনুরোধ থাকবে, স্বীয় নফসের প্রবৃত্তির অনুগত না হয়ে হক্ব এবং নাহক্ব বলার দক্ষতা সকলেরই অর্জন করা উচিত।

- শায়খ যাকারিয়া আপত্তি তুলেছেন- **আহমদ রেজা খান তার "খতমে নবুয়াত" এর ৯৭ পৃষ্ঠায় লিখেন, ফাতিমা (রাদিঃ) এর নাম রাখা হয়েছিল কারন আল্লাহ তাকে এবং তার বংশধরদের আগুন হতে রক্ষা করছেন।**

বাস্তবতা দেখুন, "মাজমাউয যাওয়ায়েদ ওয়া মাম্বাউল ফাওয়ায়েদ" কিতাবে ইমাম নূরুদ্দীন হায়সামী {৮০৭ হি.} উল্লেখ করেন-

وعن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ لفاطمة رضي الله عنها ان الله غير معذبك ولا ولدك

– হযরত ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, নবীজী ﷺ হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা)-কে বললেন: আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমার সন্তানদেরকে (জাহান্নামের) আযাব দিবেন না।

হাদিসটি বর্ণনা করে ইমাম হায়সামী {৮০৭ হি.} বলেন- رواه الطبراني ورجاله ثقات তথা হাদিসটি ইমাম ত্বাবরানী {৩৬০ হি.} বর্ণনা করেছেন, এবং এর বর্ণনাকারীগণ সকলেই বিশ্বস্ত।[২২]

সুতরাং বুঝা গেলো, ইমাম আহমাদ রেযা এই হাদিসের অনুসরণ করেছেন মাত্র।

- শায়খ যাকারিয়া বলেন- **মাওলানা আহমদ রেযা খান লিখেছেন, বে সক আলি কা নাম নামে আল্লাহ বাতেঁ আপকি কালামুল্লাহ। অর্থাৎ আলীর নামটাই হল আল্লাহর নাম এবং তাঁর কথা হল কালামুল্লাহ বা আল্লাহর কালাম। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। (নাতে মাকবুলে খোদা, পৃষ্ঠা-৮২)**

[২২] মাজমাউয যাওয়ায়েদ ওয়া মাম্বাউল ফাওয়ায়েদ কৃত ইমাম হায়সামী, ৯/২০২ পৃষ্ঠা

নিঃসন্দেহে এ কালাম ইমাম আ'লা হযরতের নয় এবং এই নামে তাঁর কোনো কিতাবই নেই। তাঁর বিখ্যাত কিছু নাশিদের কিতাব হলো- হাদায়েক্বে বাখশিশ, ক্বাসীদাতান রা'ঈয়াতান, চিরাগে উনস ইত্যাদি।

শায়খ যাকারিয়ার আবিষ্কৃত শিরকি ও বিদআতি আমল

শায়খ যাকারিয়া মোট ২০ প্রকারের শিরকি (!) এবং ১৪ প্রকারের বিদআতি (!) আমল পেয়েছেন, চলুন দেখা যাক বাস্তবতা কি বলে। এই পর্বে খুবই সংক্ষেপে কিছু বিষয়ের জবাব দেয়া হবে। এসব বিষয়ে ইমাম আ'লা হযরত (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) এঁর বিস্তারিত জবাবস্বরূপ কিতাবাদি রয়েছে, যেগুলো তিনি কুরআন, হাদিস এবং পূর্বোক্ত আকাবিরীনে কিরামদের আক্বিদা এবং আমল হতে উৎসারিত করেছেন।

- শায়খ যাকারিয়া ১ম শিরকি আক্বিদা বলেন- **০১। আল্লাহ তায়ালাকে সর্বত্র বিরাজমান মনে করা।**

আল্লামা শায়খ আবদুল হক্ব আল বুখারী মুহাদ্দিসে দেহলভী {১০৫২ হি.} এঁর "তাকমীলুল ঈমান" নামক একখানা আক্বিদার কিতাবের উপর টীকা সংযোজন করেছিলেন ইমাম আ'লা হযরত (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি)। সেখানে শায়খ মুহাদ্দিসে দেহলভীর সাথে একাত্মতা পোষণ করে ইমাম আ'লা হযরত উল্লেখ করেন-

وليس مجسّم ولا جوهر ولا عرض ولا مصور ومركب ولا معدود ولا تخدود ولا في جهة ولا في المكان ولا في الزمان

– তিনি আকৃতি বিশিষ্ট নন। বস্তু বিশেষ নন, আবার বস্তুহীনও নন। চিত্রিত ও যৌগিক নন। হিসাব বা পরিসংখ্যান করার মত নন। সসীম নন। কোনো দিকের নন, কোন স্থানে সীমিত নন এবং কোন কালের সাথে নির্দিষ্ট নন।

এই ইবারত হতে স্পষ্ট বুঝা যায় ইমাম আ'লা হযরতের আক্বিদা ইমাম মাতুরিদী, ইমাম আশআরী (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আনহুম আজমাঈন) এঁর আক্বিদারই অনুরূপ ছিলো। অন্য কথায়, তাঁদের আক্বিদার অনুসারী ছিলেন ইমাম আ'লা হযরত। আল্লাহ সর্বত্র বিদ্যমান- এই কথা দিয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আলিমগণ বুঝিয়ে থাকেন যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ﷻ স্বীয় ইলম এবং কুদরত সহকারে সকল মাকান বা স্থানের উপর কর্তৃত্ববান, তিনিই সর্বেসর্বা।

তথাপি শায়খ যাকারিয়া ও তার অনুসারীবৃন্দ তো হাফেয ইবনে তাইমিয়ার ভ্রান্ত আক্বিদার অনুসরণ করেন, তার মতো আল্লাহকে আরশে আযীমেই সমাসীন মনে করেন। এসব নিয়ে বিস্তারিত বহু দলিলাদি এবং আক্বিদা বিষয়ক কথাবার্তা মওজুদ আছে।

- শায়খ যাকারিয়া ২য় শিরকি আক্বিদা বলেন- **০২। আল্লাহ তায়ালাকে গুণশূণ্য মনে করা।**

নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক! অথচ "তাকমীলুল ঈমান" কিতাবে উল্লেখ আছে- "এই পৃথিবী নশ্বর, আদি/ক্বদীম নয়। আয যাত আল হক্ব (বা আল্লাহ তা'আলার যাত/সত্ত্বা) এবং তাঁর ﷻ এর গুণাবলি ছাড়া সব কিছুই নশ্বর।"

ইমাম আ'লা হযরতের অনন্য কীর্তি ফাতাওয়া রযভিয়্যাহ'র সারসংক্ষেপখ্যাত "বাহারে শরীয়ত" নামক কিতাবের ১ম খন্ডের ১ম পৃষ্ঠাতেই সদরুশ শরীয়াহ আল্লামা মুফতি আমজাদ আলী আ'যমী {১৩৬৭ হি.} উল্লেখ করেন-

"১নং আক্বিদা: আল্লাহ এক। তাঁর যাত (সত্ত্বা), সিফাত (গুণাবলী), কার্যাবলী, হুকুমাদি ও নামসমূহের মধ্যে কোন শরীক নেই। (কুরআন করীম, উসূলে বায়যাবী ২৮ পৃষ্ঠা, আল মুসামিরা ৪৪ পৃষ্ঠা ও সাইরাতুল মু'তামিদ ৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

৪নং আক্বিদা: আল্লাহর সিফাত তাঁর যাতের অন্তর্ভূক্ত নয়, আবার বহির্ভূতও নয়। অর্থাৎ, সিফাত তাঁর যাতের বা সত্ত্বার নাম নয়, তবে তাঁর যাতের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। (আল নিবরাস, ১৯১ পৃষ্ঠা, শরহে আক্বাইদ, ৩৪ ও ৩৫ পৃষ্ঠা, আল মু'তামিদ, ৫১ পৃষ্ঠা)

৫নং আক্বিদা: আল্লাহর যাত বা সত্ত্বার ন্যায় তাঁর সিফাত বা গুণাবলী অনাদি, অনন্ত ও চিরস্থায়ী। (শরহে আক্বাইদ, ৩৩ ও ৩৫ পৃষ্ঠা)

৬নং আক্বিদা: তাঁর সিফাত মাখলুক বা সৃষ্ট নয় এবং কুদরতের পর্যায়ভুক্তও নয়। (নিবরাস, ১৯১ পৃষ্ঠা)

৭নং আক্বিদা: আল্লাহর যাত ও সিফাত ব্যতীত বাকী সব হাদেছ (সৃষ্ট)। অর্থাৎ, আগে ছিলো না, পরে হয়েছে। (শরহে আক্বাইদ, ৩৩ ও ৩৫ পৃষ্ঠা)

৮নং আক্বিদা: আল্লাহর সিফাত বা গুণাবলীকে যে সৃষ্ট বা অস্থায়ী বলবে, সে গোমরাহ ও ধর্মদ্রোহী।"

অতএব বুঝা গেলো, শায়খ যাকারিয়ার বক্তব্য ভ্রান্ত এবং মিথ্যা!

- শায়খ যাকারিয়া ৩য় শিরকি আক্বিদা বলেন- **০৩। তাদের মতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহতায়ালার মতই অদৃশ্যর জ্ঞান রাখেন।**

যে ব্যক্তি এটা বলবে যে, নবী করীম ﷺ এর অদৃশ্যজ্ঞান আল্লাহর অদৃশ্যজ্ঞানের সমতুল্য, সে শিরক করবে। ইমাম আ'লা হযরত (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) স্বীয় "আদ দাওলাতুল মাক্কিয়্যাহ বিল মাদ্দাতিল গায়বিয়্যাহ" কিতাবে বিস্তারিত ভাবে এসব তুলে ধরেছেন। হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমাদ ইয়ার খাঁন নঈমী বাদায়ূনী (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) স্বীয় "জাআল হক্ব" কিতাবের ১ম খন্ডে 'অদৃশ্যজ্ঞান এর বর্ণনা' অধ্যায়ের ৩য় পরিচ্ছদে ইমাম আ'লা হযরতের "খালিসুল ইতেক্বাদ" কিতাবের ৫ম পৃষ্ঠার রেফারেন্সে উল্লেখ করেন- ইলমে গায়ব তিন ধরনের রয়েছে এবং এদের পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রথম প্রকারের উদাহরণ হল-

➤মহান আল্লাহ তা'আলা সত্ত্বাগত ভাবেই জ্ঞানী। তিনি অবগত না করালে কেউ একটি অক্ষরও জানতে পারে না।

➤আল্লাহ তা'আলা হুযূর ﷺ ও অন্যান্য আম্বিয়া কেরাম (আলাইহিমুস সালাম)-কে তাঁর আংশিক অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞান দান করেছেন।

➤নবীজী ﷺ এঁর জ্ঞান সমস্ত সৃষ্টিকুল থেকে বেশী। হযরত আদম আলাইহিসসালাম ও হযরত ইবরাহীম আলাইহিসসালাম, মৃত্যুর ফিরিশতা এবং শয়তানও সৃষ্টিকুলের অন্তর্ভূক্ত।

এ তিনটি বিষয় ধর্মের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়াদির অন্তর্ভূক্ত বিধায় এগুলো অস্বীকার করা কুফর।

ইমাম আ'লা হযরত স্বীয় "আদ দাওলাতুল মাক্কিয়্যাহ বিল মাদ্দাতিল গায়বিয়্যাহ" কিতাবের ২৭ পৃষ্ঠায় (ভাষান্তর: ড. আবু সাঈদ মুহাম্মদ ইউসুফ জিলানী) বলেন- প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ তা'আলার সকল জ্ঞান পরিপূর্ণ বিস্তারিতভাবে কোন সৃষ্টির পক্ষে পরিবেষ্টন করার দাবী যুক্তি ও শরীয়ত উভয় দৃষ্টিতে অসম্ভব। বরং সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সকল জ্ঞান যদি একত্রিত করা হয়, তাহলে জ্ঞানসমূহের সমষ্টির সাথে আল্লাহর জ্ঞানের প্রকৃতপক্ষে কোন সম্পর্কই/তুলনাই হবে না।

সহীহুল বুখারীতে উল্লেখ আছে-

عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ حِينَ زَاغَتْ الشَّمْسُ فَصَلَّى الظُّهْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ السَّاعَةَ وَذَكَرَ أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا أُمُورًا عِظَامًا ثُمَّ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْأَلْ عَنْهُ فَوَاللهِ لاَ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلاَّ أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا قَالَ أَنَسٌ فَأَكْثَرَ النَّاسُ الْبُكَاءَ وَأَكْثَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي فَقَالَ أَنَسٌ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ أَيْنَ مَدْخَلِي يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ النَّارُ فَقَامَ عَبْدُ اللهِ بْنُ حُذَافَةَ فَقَالَ مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ أَبُوكَ حُذَافَةُ قَالَ ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي سَلُونِي فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ رَسُولاً قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ ﷺ

– হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, দুপুরের পর নবীজী ﷺ বেরিয়ে আসলেন এবং যুহরের সালাত পড়লেন। সালাম ফিরানোর পর তিনি মিম্বরে দাঁড়ালেন এবং ক্বিয়ামাত (কিয়ামত) সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তিনি উল্লেখ করলেন যে, কিয়ামতের আগে অনেক বড় বড় ঘটনা ঘটবে। তারপর তিনি বললেন: কেউ যদি আমাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করা পছন্দ করে, তাহলে সে তা করতে পারে। আল্লাহর শপথ! আমি এখানে অবস্থান করা পর্যন্ত তোমরা আমাকে যে বিষয়েই প্রশ্ন করবে, আমি তা তোমাদেরকে জানাব। হযরত আনাস (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: এতে লোকেরা খুব বেশি কাঁদল। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বেশি বেশি বলতে থাকলেন তোমরা আমার কাছে প্রশ্ন কর।

হযরত আনাস (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, তখন এক লোক দাঁড়িয়ে বলল: হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমার আশ্রয়ের জায়গা কোথায়? তিনি বললেন: জাহান্নাম। তারপর হযরত আবদুল্লাহ ইবনু হুযাফা (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) দাঁড়িয়ে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা কে? তিনি বললেন: তোমার পিতা হুযাফা। হযরত আনাস (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, তারপর তিনি বার বার বলতে লাগলেন: তোমরা আমার কাছে প্রশ্ন কর, আমার কাছে প্রশ্ন কর। এতে হযরত ঊমার (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হাঁটু গেড়ে বসে গেলেন এবং বললেন: আমরা আল্লাহকে রব হিসাবে মেনে, ইসলামকে দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করে এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে রাসূল হিসাবে বিশ্বাস করে সন্তুষ্ট আছি। হযরত আনাস (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা

আনহু) বলেন, হযরত উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যখন এই কথা বললেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ শান্ত হলেন।[২৩]

এসকল আলোচনা এটা স্পষ্ট করে যে, ইমাম আ'লা হযরত (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) এঁর আক্বিদা হলো- নবীজী ﷺ-কে আল্লাহ যতটুকু চেয়েছেন, ততটুকু ইলম দান করেছেন। তবে যা দান করেছেন, তা আল্লাহর অসীম অনন্ত পবিত্র ইলমের সাথে কখনোই তুলনীয় নয়।

- শায়খ যাকারিয়া ৪র্থ শিরকি আক্বিদা বলেন- **০৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহতায়ালার মতই সবকিছু দেখেন।**

নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক! আল্লাহর সাথে রাসূল ﷺ-কে শরীক করাটাই হলো শিরকের অন্তর্গত। নবীজী ﷺ ততটুকুই দেখেন, যতটুকু আল্লাহ তাঁকে দেখার ক্ষমতা দিয়েছেন। যার উপমা অনেকটা এরকম-

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي أَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ وَأَسْمَعُ مَا لاَ تَسْمَعُونَ

– হযরত আবু যর (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আমি (অদৃশ্য জগতের) যা দেখি তোমরা তা দেখ না, আর আমি যা শুনতে পাই তোমরা তা শুনতে পাও না।[২৪]

হযরত উক্ববা ইবনে আমের (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, নবীজী ﷺ বলেন-

وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيْدٌ وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ وَإِنِّيْ لَأَنْظُرُ إِلَيْهِ مِنْ مَقَامِيْ هَذَا

– আমিই তোমাদের সাক্ষীদাতা। এরপর (কাউসার) হাউযের ধারে তোমাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটবে। আমার এ স্থান থেকেই আমি হাউয দেখতে পাচ্ছি।[২৫]

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী {৯১১ হি.} উল্লেখ করেন-

النَّظَرِ فِي أَعْمَالِ أُمَّتِهِ وَالِاسْتِغْفَارِ لَهُمْ مِنَ السَّيِّئَاتِ، وَالدُّعَاءِ بِكَشْفِ الْبَلَاءِ وَالتَّرَدُّدِ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ لِحُلُولِ الْبَرَكَةِ فِيهَا، وَحُضُورِ جِنَازَةِ مَنْ مَاتَ مِنْ صَالِحِ أُمَّتِهِ، فَإِنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ مِنْ جُمْلَةِ أَشْغَالِهِ فِي الْبَرْزَخِ كَمَا وَرَدَتْ بِذَلِكَ الْأَحَادِيثُ وَالْآثَارُ

– উম্মতের বিবিধ কর্মকান্ডের প্রতি দৃষ্টি রাখা, তাদের পাপরাশি ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাদেরকে বালা-মুসিবত থেকে রক্ষা করার জন্য দু'আ করা, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে আনাগোনা করা ও বরকত দান করা এবং নিজ

---

[২৩] সহীহুল বুখারী, হাদিস নং- ৭২৯৪

[২৪] এ অনুবাদটি শায়খ যাকারিয়াদেরই 'বাংলা হাদীস এপ' হতে নেয়া; সুনান তিরমিযী, হাদিস নং- ২৩১২

[২৫] সহীহুল বুখারী, হাদিস নং- ৪০৪২

উম্মতের কোন নেক বান্দার ওফাত হলে তাঁর জানাযাতে অংশগ্রহণ- এগুলোই হচ্ছে হুযূর ﷺ এঁর শখের কাজ। কোন কোন হাদিস থেকেও এসব কথার সমর্থন পাওয়া যায়।[২৬]

ইমাম আ'লা হযরত (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) এঁর কিতাবসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায়, তিনি কখনোই নবীজীকে আল্লাহর সমান দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন বলেন নি, বরং কুরআন-হাদিস এবং মুজতাহিদ ইমামদের ইজমায় যা উল্লিখিত আছে, তা কেবল মুসলিম উম্মাহর সামনে তুলে ধরেছেন। অতএব প্রমাণিত হলো, শায়খ যাকারিয়ার আপত্তি সম্পূর্ণ মনগড়া।

- শায়খ যাকারিয়া ৫ম শিরকি আক্বিদা বলেন- **০৫। একটা পর্যায় দুনিয়াতে বসেই আল্লাহকে দেখা সম্ভব বলে বিশ্বাস করে।**

কুরআনুল কারীমে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, আল্লাহকে কোনো দৃষ্টি অধিগত করতে পারেনা। তাই কেউ যদি পৃথিবীতে বসে আল্লাহকে নিজ চোখ দ্বারা দেখার দাবি করে, সে কাফের হয়ে যাবে। কেননা সে কুরআনের আয়াতটি অস্বীকার করলো।

বরং "তাকমীলুল ঈমান" কিতাবে ইমাম আ'লা হযরত এই মর্মে মত পোষণ করেছেন যে, আমাদের আক্বিদা-বিশ্বাস এই যে, বিচার দিবসে ঈমানদারগণ আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভে ধন্য হবেন। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে- إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر অর্থাৎ, তোমরা শীঘ্রই তোমাদের রবকে বিচার দিবসে এরূপ দেখতে পাবে, যেভাবে চৌদ্দ তারিখের চাঁদকে দেখতে পাও।[২৭]

এ হাদিসের মধ্যে উপমা শুধু দেখার ক্ষেত্রে, চাঁদ এবং আল্লাহ তা'আলার মধ্যে তুলনা করা হয়েছে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার দীদারে মুখোমুখি, সামনা-সামনি এবং কাছে ও দূরে থাকবে না। চোখকে দেখার শক্তি দান করা হবে। যে ব্যক্তি দীদারে এলাহীকে অন্তরের চোখ দিয়ে দেখবে, সে কিয়ামতের দিন চর্ম চোখ দিয়েও দেখতে পাবে। পারলৌকিক জগত হাকীকত প্রকাশ হওয়ার স্থান। যা আজ গোপন, কাল তা প্রকাশ হবে। যা আজ অস্পষ্ট, তা কাল স্পষ্ট হবে। রাসূল ﷺ যা কিছু বলেছেন, তার প্রতি ঈমান রাখা কর্তব্য। হ্যাঁ, এর ধরণ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো জানা নেই।

তবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন চাইলে কাউকে স্বপ্নে দীদার দিতে পারেন, এমনটা শায়খ যাকারিয়াও নিজের সম্পাদিত বই "আল্লাহ দর্শন" এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন। সে বইয়ের ২য় পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে- "আব্দুল আযীয ইবন আব্দুল্লাহ ইবন বায বলেন, হাফেয ইবন তাইমিয়াহ রহ. ও অন্যান্য আলেমগণ বলেছেন, মানুষ স্বপ্নে আল্লাহকে দেখতে পারে। তবে সে যে আকৃতিতে আল্লাহকে দেখেছে তা আল্লাহর হাকীকী বা আসল আকৃতি নয়। কেননা আল্লাহ তায়ালার সদৃশ কিছুই নেই।"

---

[২৬] আল হাভী লিল ফাতাওয়া কৃত ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী, ২/১৮৪-১৮৫ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন

[২৭] সুনান তিরমিযী, হাদিস নং- ২৪৭৭

যদিও তারা আকার-আকৃতি বিষয়ে যা বলেন, তা আহলে সুন্নাতের বিরোধী। বরং আল্লাহর সুরত/আকার সম্পর্কে যা কিছুই হাদিসে এসেছে তা তা'ভীলযোগ্য, যেমনটা ইমাম বায়হাক্বী {৪৫৮ হি.}, ইমাম ইবনে হাজর আসক্বালানী {৮৫২ হি.} প্রমুখ উল্লেখ করেছেন। তবুও শায়খ যাকারিয়ারা অন্তত মত প্রকাশ করেছেন যে, স্বপ্নে দীদারে এলাহি সম্ভব এবং এটাই মাসলাক-এ-আ'লা হযরত এর আক্বিদা।

- শায়খ যাকারিয়া ৬ষ্ঠ শিরকি আক্বিদা বলেন- **০৬। অহদাতুল অজুদে বা সর্বেশ্বরবাদে বিশ্বাসি, করে। {তাদের দৃষ্টিতে পৃথিবীতে অস্তিত্ববান সব কিছুই আল্লাহর অংশ। আল্লাহ্ পৃথক কোনো সত্তার নাম নয়।(নাউযুবিল্লাহ)।**

এ ব্যাপারে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

- শায়খ যাকারিয়া ৭ম শিরকি আক্বিদা বলেন- **০৭। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নুরের তৈরি।**

➤দেওবন্দী আলিম মৌলভী আশরাফ আলী থানভী তদীয় "নশরুত ত্বীব" গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়েই ৮টি হাদিস দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, নূরে মুহাম্মাদী ﷺ প্রথম সৃষ্টি।

➤উপমহাদেশের খ্যাতনামা মুহাদ্দিস আল্লামা আবদুল হাই লাখনৌভী {১৩০৪ হি.}, "রাসূল ﷺ নুরের সৃষ্টি" সে সম্পর্কে তাঁর লিখিত "আসরারুল মারফূ'আহ" কিতাবের ৪২ পৃষ্ঠায় (মাকতাবাতুল শারকুল জাদীদ, বাগদাদ, ইরাক হতে প্রকাশিত, যা এখন মাকতাবায়ে শামেলাতেও পাওয়া যায়) দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তিনি খুবই সুন্দর করে ইমাম আবদুর রাযযাক্ব {২১১ হি.} এঁর সূত্রে এভাবে সংকলন করেছেন-

هُوَ ظَاهِرُ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفَةٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَخْبِرْنِي عَنْ أَوَلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللَّهُ قَبْلَ الأَشْيَاءِ، فَقَالَ: يَا جَابِرُ! إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ قَبْلَ الأَشْيَاءِ نُورَ نَبِيِّكَ مِنْ نُورِهِ،.....

-"এটা প্রকাশ্য বর্ণনা ইমাম আবদুর রাযযাক্ব তাঁর 'মুসান্নাফ' গ্রন্থে হাদিসটি হযরত জাবের (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে সংকলন করেছেন যে, আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মাতা পিতা আপনার প্রতি উৎসর্গিত! আমাকে বলুন, আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর পূর্বে কি সৃষ্টি করেছেন? হুযুর ﷺ বললেন: হে জাবের! নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর পূর্বে তোমার নবীর নূরকে সৃষ্টি করেছেন।

এরপর তিনি উল্লেখ করেন- قد ثَبت من رِوَايَة عبد الرَّزَّاق أولية النُّور المحمدي অর্থাৎ, "ইমাম আবদুর রাযযাক্ব এঁর বর্ণনা দ্বারা নিশ্চয়ই প্রমাণিত হয় নূরে মুহাম্মদী ﷺ সর্বপ্রথম সৃষ্টি।" এখানে জেনে রাখা দরকার, উসূলে হাদিসের নিয়মানুসারে যখন মুহাদ্দিসগণ ছাবাতা/প্রমাণিত দ্বারা হাদিসের বিশুদ্ধতাই বুঝিয়ে থাকেন।

আহলে হাদিসদের অন্যতম মান্যবর আলিম কাযী সুলায়মান মানসুরপুরী বলেন-

شان محمدی سے اند ہے ہیں اہل ظلمت وہ نور حق ہے جس سے دار الاسلام چمکا

– হুযূর মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ এর শানমান সম্পর্কে অন্ধকারাচ্ছন্ন লোকেরাই অন্ধ হয়ে আছে। বস্তুত: তিনি হলেন আল্লাহর (সৃষ্টির সর্বপ্রথম সৃষ্টি হিসেবে) নূর, যা দ্বারা বেহেশত পর্যন্ত চমকিত হয়েছে।[২৮]

তাই আমার অনুরোধ থাকবে, এরকম অসংখ্য দলিলাদি দিয়ে ইমাম আহমাদ রেযা মুহাদ্দিসে বেরেলভী (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) "সালাতুস সাফা বি নূরীল মুস্তফা" নামক রিসালা প্রণয়ন করেছেন, তা অধ্যয়ন করুন এবং তাঁকে শিরকি আক্বিদার ধারক বলার পূর্বে অন্যদের কথাও বিবেচনা করুন। উল্লেখ্য, এরকম অসংখ্য দলিলাদি মওজুদ আছে।

- শায়খ যাকারিয়া ৮ম শিরকি আক্বিদা বলেন- **০৮। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মতই কবরে জীবিত আছেন।**

প্রকৃতপক্ষে রাসূল ﷺ স্বীয় রওজা মুবারকে আমাদের মতো নয়, বরং আরো উত্তমরূপে সর্বশ্রেষ্ঠ জান্নাতী পরিবেশে সশরীরে জীবিত আছেন। এই বিষয়ে শায়খুল মুহাদ্দিসীন ইমাম বায়হাক্বী {৪৫৮ হি.} "হায়াতুল আম্বিয়ায়ি সালাওয়াতুল্লাহি আলাইহিম বা'দা ওয়াফাতিহীম" নামক স্বতন্ত্র 'জুয' প্রণয়ন করেছেন এবং আপনাদের দাবিকৃত তথাকথিত শিরকি আক্বিদা (!)-কে হক্ব আক্বিদা হিসেবে প্রমাণ করেছেন। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী {৯১১ হি.} এঁরও "আল হাভী লিল ফাতাওয়া" কিতাবে "ইম্বাহুল আযকিয়া ফি হায়াতিল আম্বিয়া" নামক স্বতন্ত্র রিসালা রয়েছে। দেখি, আগে এগুলোকে শিরক ঘোষণা করুন, এরপর না হয় ইমাম আহমাদ রেযা (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) এঁর দিকে আঙ্গুল তুলবেন।

- শায়খ যাকারিয়া ৯ম ও ১০ম শিরকি আক্বিদা বলেন- **০৯। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহতায়ালার মত মানুষের ভাল মন্দ করার ক্ষমতা রাখেন।**
  ১০। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহতায়ালার সাথে তুলনা করে ও কোনো কোন ক্ষেত্রে আল্লাহর সমান জ্ঞান করে।

এ দুটোর একটাই জবাব, যে ব্যক্তি মনে করবে আল্লাহ তা'আলার মতো কেউ কিছু করে বা সমতুল্য, সে শিরক করলো এবং কুফরী করে কাফের হলো। কেননা, আল্লাহর সদৃশ কিছুই নেই। আর ইমাম আহমাদ রেযার কোনো আক্বিদা, কোনো লেখনী দ্বারা এটা প্রমাণ হয়নি যে তিনি শিরক করেছেন। মিথ্যাবাদীদের ব্যাপারে আল্লাহই ফায়সালা করবেন!

- শায়খ যাকারিয়া ১১তম শিরকি আক্বিদা বলেন- **১১। গাউস, কুতুব, আবদাল, নকিব ইত্যাদিতে বিশ্বাসি। (এদের নিজেস্ব ক্ষমতা আছে বিশ্বাস করে)।**

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী {৯১১ হি.} এঁর "আল হাভী লিল ফাতাওয়া" কিতাবে এই বিষয়ে স্বতন্ত্র রিসালা রচনা করেছেন, যা আলাদা পুস্তক আকারেও পাওয়া যায়। এটির নাম "আল খাবারুদ দাল আলা ওয়াজূদিল কুতুবি ওয়াল আওতাদ ওয়ান নুজাবা ওয়াল আবদাল।" বিশ্ববিখ্যাত ফাতাওয়া শামী'র রচয়িতা ইমাম ইবনে আবিদীন

[২৮] সাইয়্যেদুল বাশার, ৫ পৃষ্ঠা

শামী {১২৫২ হি.} একটি রিসালা প্রণয়ন করেছেন, যার নাম "আল ইজাবাতুল গাউস বি বায়ানি হালিন নুক্বাবা ওয়ান নুজাবা ওয়াল আবদাল ওয়াল আওতাদি ওয়াল গাউস।"

আমার আহ্বান, আগে সুয়ূতী-শামীকে মুশরিক বলা হোক, তারপর না হয় ইমাম আহমাদ রেযার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে!

- শায়খ যাকারিয়া ১২তম শিরকি আক্বিদা বলেন- **১২। বিপদে পীর বা অলি আওলিয়াদের আহবান করে এবং তাদের কবরের নিকট গিয়ে কোন কিছু চাওয়া, এবং তারা বিপদ হতে উদ্ধার করতে পারেন।**

মাসালায়ে ইস্তিগাসা বা সাহায্য প্রার্থনার বিষয়ে শায়খ যাকারিয়ার দৃষ্টিগোচর করাতে চাই একটি আয়াতে কারীমা দিয়ে, আল্লাহ তা'আলা বলেন- فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَىٰهُ وَجِبْرِيلُ وَصَٰلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তার সাহায্যকারী এবং জিবরীল ও সৎকর্মশীল মুমিনরাও। [সূরা তাহরীম: আয়াত ৪]

এই আয়াতের আলোকে হাফেয ইবনে তাইমিয়া {৭২৮ হি.} বলেন-

وصالح المؤمنين.وهم المؤمنون المتقون أولياء الله

– সৎকর্মশীল মু'মিন বলতে বুঝানো হয়েছে তাঁদেরকে, যাঁরা মুত্তাকী এবং আউলিয়া আল্লাহ।[২৯]

এর আগে আমরা ক্বাযী শাওকানীর বক্তব্য উল্লেখ করেছি, এগুলো জুড়ে দিলে বোঝা যায়, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে রব মেনে এবং তাঁর দেয়া ক্ষমতায় ক্ষমতাবান ভেবে আউলিয়ায়ে কেরাম সাহায্য করতে পারেন- এমন আক্বিদা অবশ্যই সঠিক। যেমন দেওবন্দী আলিম মৌলভী আশরাফ আলী থানভী বলেন- যে ইস্তি'আনাত ও ইস্তিমদাদ (সাহায্য প্রার্থনা) ইলম ও কুদরত এর আক্বিদায় স্বতন্ত্র হয়, তা শিরক। আর ইলম ও কুদরতের আক্বিদায় যা পরাধীন হয় এবং সেই ইলম ও কুদরত কোন দলীল দিয়ে প্রমাণিত হয়ে যায়, তখন তা বৈধ। চাই যার কাছে সাহায্য চাওয়া হোক, সে জীবিত হোক কিংবা বেসালপ্রাপ্ত হোক।[৩০]

আল্লামা ক্বাযী সানাউল্লাহ মাযহারী পানিপথী {১১৬৫ হি.}, যাঁর ব্যাপারে আল্লামা শায়খ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী {১২৩৯ হি.} বলেন যে, তিনি যুগের 'ইমাম বায়হাক্বী' ছিলেন। সেই আল্লামা মাযহারী স্বীয় "তাফসীরে মাযহারী"-তে সুরা বাকারার ১৫৪নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-

وقد تواتر عن كثير من الأولياء أنهم ينصرون أولياءهم ويدمرون أعداءهم ويهدون إلى الله تعالى من يشاء الله تعالى،

[২৯] আল ফুরক্বান বাইনাল আউলিয়া-ইর রাহমানি ওয়াশ শাইত্বান, ১৪ পৃষ্ঠা

[৩০] *এমদাদুল ফাতাওয়া, কিতাবুল আকায়েদ, ৪/৯৯ পৃষ্ঠা *ওসীলার বৈধতা কৃত ড. তাহিরুল কাদেরী, ১৬৪ পৃষ্ঠা, ২০১১ সালে প্রথম অনুবাদ প্রকাশ, সনজরী পাবলিকেশন্স, ঢাকা

– শতসহস্র নির্ভরযোগ্য ঘটনাপঞ্জীর মাধ্যমে এটা মুতাওয়াতির বা প্রসিদ্ধ পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, আল্লাহর আউলিয়াগণ তাঁদের বন্ধুদেরকে সাহায্য করেন এবং শত্রুদেরকে নিপাত করেন। তাঁরা আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী পথপ্রদর্শনও করেন।

ইমাম আ'লা হযরত (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) স্বীয় "আহকামে শরীয়ত" কিতাবের (বাংলা) ১৯ পৃষ্ঠায় আউলিয়া কিরামকে সাহায্যের জন্য সম্বোধন করে ডাকা জায়েয কিনা এই ব্যাপারে বলেন- "জায়েয! যদি তাঁদেরকে আল্লাহর বান্দা ও খোদার দরবারে উসীলা মনে করা হয়। তাঁরা আল্লাহর অনুমতিক্রমে সাহায্য করেন। এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহর হুকুম ছাড়া অণু পর্যন্ত নড়তে পারে না। আল্লাহর দান ব্যতিত কেউ শস্য দানাও দিতে পারে না, এক অক্ষর শুনতে পায় না, পারে না চোখের পলক নাড়তে। মুসলমানদের বিশ্বাস এরূপই হয়। ভিন্ন রূপ মনে করা শুধু ধারণা। খারাপ ধারণা করা হারাম। এরূপ বিশুদ্ধ বিশ্বাস রেখে আহবান করা নি:সন্দেহে জায়েয।"

এসব দলিলাদি প্রমাণিত হয়, আকাবিরীনে কেরাম আল্লাহর বন্ধুগণের নিকট সাহায্য চাওয়ার ব্যাপারে সম্মতি প্রদান করেছেন, যা কখনোই শিরক নয়।

Note: শায়খ যাকারিয়ার মতে ১৩তম শিরকি আক্বিদা বাদ পড়েছে পোস্টে, তাই আমরা ব্যাখ্যা করিনি।

- শায়খ যাকারিয়া ১৪তম শিরকি আক্বিদা বলেন- **১৪। অলি আওলিয়ারা কবর থেকে ফরিয়াদ শুনতে পান।**

এই আক্বিদাকে শিরক বলার দরুন তিনি চরম মূর্খতার পরিচয় দিলেন। বাস্তবিকতা কি, তা আগের অভিযোগের সর্বশেষ ইবারতে স্পষ্ট আছে। তথাপি সহীহুল বুখারীতে আছে-

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِه وَتَوَلّى عَنْهُ أَصْحَابُه وَإِنَّه لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ

– রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: বান্দাকে যখন কবরে রেখে তার সঙ্গীগণ সেখান থেকে চলে আসে, আর তখনও সে তাদের জুতার শব্দ শুনতে পায়।[৩১]

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়্যিম জাওযিয়্যাহ {৭৫১ হি.} হাদিস উল্লেখ করেছেন, নবীজী ﷺ বলেন:

ما من مسلم يمر بقبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فَيُسَلم عليه، إلا رد الله عليه روحه، حتى يرد عليه السلام

– যখন কোনো মুসলিম ব্যক্তি দুনিয়াতে পরিচিত তার কোনো মৃত ভাইয়ের কবরের পাশ দিয়ে গমন করে এবং তাকে সালাম দেয়, তখন তার সালামের উত্তর দেওয়ার জন্য আল্লাহ তার রূহকে ফেরত দেন।[৩২]

---

[৩১] সহীহুল বুখারী, হাদিস নং- ১৩৭৪

[৩২] *আল ইসতিযকার কৃত ইমাম ইবনে আবদিল বার, ১/১৮৫ পৃষ্ঠা *আর রূহ ফিল কালাম আলা আরওয়াহিল আমওয়াতি ওয়াল আহইয়াই বিদ দালায়িলি মিনাল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ কৃত ইবনুল কাইয়্যিম, ৫ পৃষ্ঠা

এছাড়া মুমিন বান্দারা কবরে জীবিত হওয়া, সালাত আদায় করা, কুরআন তিলাওয়াত করা মর্মে অনেক হাদিস, আছার এবং ঘটনা প্রমাণিত আছে।

- শায়খ যাকারিয়া ১৫তম শিরকি আক্বিদা বলেন- **১৫। কবরে সিজদাহ করে।**

একজন মানুষের যখন আমি সমালোচনা করবো, অন্তত সমালোচনার আগে সেই মানুষের ব্যাপারে কিছুটা পড়ালেখা করা উচিত তার জীবনী, কর্ম ইত্যাদির উপর। শায়খ যাকারিয়ার এই কথাটি সীমাতিরিক্ত মিথ্যা কথাগুলোর একটি। ইমামে আহলে সুন্নাত আ'লা হযরত আল্লামা শাহ আহমাদ রেযা খাঁন ফাযেলে বেরেলভী (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) সিজদায়ে তা'যিমী বা সম্মানার্থে সিজদাকে সম্পূর্ণরূপে হারাম বলেছেন। বরং এই বিষয়ে "আয যুবদাতুয যাকিয়্যাহ ফি হুরমাতে সাজদাতুত তাহিয়্যাহ" নামক কিতাবও লিখে দিয়েছেন। এতে ৩টি আয়াত, ৪০টি হাদিস এবং ১৫০টি ফিক্বহী দলীল দ্বারা সম্মানার্থে সিজদা করার নিষেধাজ্ঞা প্রমাণ করে দিয়েছেন ইমাম আ'লা হযরত। আল্লাহ শায়খ যাকারিয়াকে অনন্ত মিথ্যাচারের জন্য ক্ষমা করুন।

- শায়খ যাকারিয়া ১৬তম শিরকি আক্বিদা বলেন- **১৬। মিলাদ মাহফিল চলা কালে রাসূলুল্লাহ ﷺ আগমনে বিশ্বাস করা। (এ উপলক্ষে মিলাদ মাহফিলের মাঝে কিয়াম করে বা রাসূলুল্লাহ ﷺ আগমনের কামনায় চেয়ারের ব্যবস্থা করে)।**

আমাদের দাবী, নবীজী ﷺ নিজ ইচ্ছানুযায়ী যে কোনো স্থানে যে কোনো সময় উপস্থিত হতে পারেন। বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী {১০১৪ হি.} স্বীয় কিতাবে উল্লেখ করেন-

وَلَا تَبَاعُدَ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ حَيْثُ طُوِيَتْ لَهُمُ الْأَرْضُ، وَحَصَلَ لَهُمْ أَبْدَانٌ مُكْتَسَبَةٌ مُتَعَدِّدَةٌ، وَجَدُوهَا فِي أَمَاكِنَ مُخْتَلِفَةٍ فِي آنٍ وَاحِدٍ

– আউলিয়াগণ একই মুহূর্তে কয়েক জায়গায় বিচরণ করতে পারে। একই সময়ে তাঁরা একাধিক শরীরের অধিকারীও হতে পারেন।[৩৩]

ইমাম ক্বাযী আয়ায আল মালেকী {৫৪৫ হি.} তদীয় "আশ শিফা" কিতাবে উল্লেখ করেন-

إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ فَقُلْ السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

– যে ঘরে কেউ থাকে না, সে ঘরে (প্রবেশ করার সময়) বলবেন: হে নবী ﷺ! আপনার প্রতি সালাম! আপনার উপর আল্লাহর অশেষ রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক![৩৪]

এই উক্তির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা মোল্লা আলী কারী {১০১৪ হি.} তদীয় "শরহুশ শিফা" কিতাবে বলেছেন- لِاَنَّ رُوْحَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَاضِرُ فِيْ بُيُوْتِ اَهْلِ الاِسْلَامِ অর্থাৎ, কেননা নবী (আলাইহিস সালাম) এঁর পবিত্র রূহ মুসলমানদের ঘরে ঘরে বিদ্যমান আছেন।[৩৫]

---

[৩৩] মিরক্বাতুল মাফাতীহ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ কৃত আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী, ৪/১১৫ পৃষ্ঠা
[৩৪] আশ শিফা বি তা'রীফে হুক্বূক্বিল মুস্তফা কৃত ইমাম ক্বাযী আয়ায, ২/৪৩ পৃষ্ঠা

আল্লামা সাইয়্যিদ মাহমুদ আলুসী বাগদাদী {১২৭০ হি.} উল্লেখ করেন-

فحصل من مجموع هذه النقول والأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حي بجسده وروحه، وأنه يتصرف ويسير حيث شاء في أقطار الأرض

– বহু হাদিস ও নক্বলী দলিলাদি একত্রিত করে ইহা হাসিল হয় যে, নিশ্চয় আল্লাহর নবী ﷺ দেহ ও রূহ সহকারে জীবিত এবং তাঁর তাসাররূফ করার ক্ষমতা আছে। এমনকি তিনি যমীনের আনাচে-কানাচে যেখানে খুশি সেখানে ভ্রমণ করতে পারেন।[৩৬]

ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমাদ রেযা মুহাদ্দিসে বেরেলভী (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) এঁর আক্বিদাও উপরোল্লিখিত আক্বিদার অনুরূপ। নবীজী ﷺ নিজের ইচ্ছা হলে হাজির হতে পারেন। তবে হাজির অবশ্যই হন- এই কথাটি তিনি তাঁর কোনো কিতাবে বলেননি। আর চেয়ার খালি রাখা হয়, এই কথাগুলোও মাসলাক-এ-আ'লা হযরত এর প্রতি একটি মিথ্যা অপবাদ, এগুলো ভিত্তিহীন। এমন কোনো আমল না তিনি নিজে অনুসরণ করেছেন, আর না করতে বলেছেন।

- শায়খ যাকারিয়া ১৭তম শিরকি আক্বিদা বলেন- **১৭।মাধ্যম ছাড়া আল্লাহ পর্যন্ত পৌছানো যায় না বলে বিশ্বাস করে।**

নি:সন্দেহে মাধ্যম ব্যতীত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ﷻ পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ابْتَغُوْۤا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ তথা, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন কর এবং তাঁরই দিকে মাধ্যম তালাশ করো। [সূরা আল মায়েদা: আয়াত ৩৫]

অর্থাৎ, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আদেশ দিচ্ছেন, তাঁর নৈকট্য লাভের জন্য আমরা যাতে আমাদের সৎকর্ম, তাক্বওয়া, নবী-রাসূলগণ এবং নেক বান্দাদের উসীলার দ্বারা চেষ্টিত হই। আল্লাহ তা'আলা বলছেন-

وَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ اِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ

– কোন মানুষের এ মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ তার সাথে (সরাসরি) কথা বলবেন ওহীর মাধ্যম বা পর্দার আড়াল বা কোন দূত প্রেরণ ছাড়া। অতঃপর আল্লাহর অনুমতিক্রমে সে (মনোনীত মানুষের কাছে) ওহী করে যা তিনি (আল্লাহ) চান। তিনি সুমহান ও মহাবিজ্ঞানী। (তাইসিরুল) [সূরা শুআরা: আয়াত ৫১]

অতএব বুঝা গেলো, ১৭তম আক্বিদাকে শিরকি বিবেচনা করে শায়খ যাকারিয়া চরম ভুলের মধ্যে নিপতিত হয়েছেন।

---

[৩৫] শরহুশ শিফা কৃত আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী, ৩/৪৬৪ পৃষ্ঠা

[৩৬] তাফসীরে রূহুল মা'আনী কৃত আল্লামা মাহমুদ আলুসী, ২১/২৮৬ পৃষ্ঠা

- শায়খ যাকারিয়া ১৮ ও ১৯তম শিরকি আক্বিদা বলেন- **১৮ ।অলিদের কাশফকে তাদের নিজস্ব ক্ষমতা মনে করে।**

  ১৯। অলি আওলিয়াদের কেরামত তাদের ইচ্ছাধীন মনে করে।

আউলিয়ায়ে কেরামকে আল্লাহ তা'আলা কেমন ক্ষমতা দিয়েছেন, তা হাদিসে কুদসির দিকে তাকালে বোঝা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لأُعْطِيَنَّهُ

– হযরত আবু হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা বলেন- যে ব্যক্তি আমার কোন ওলীর সঙ্গে দুশমনি রাখবে, আমি তার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করব। আমি যা কিছু আমার বান্দার উপর ফরয করেছি, তা দ্বারাই কেউ আমার নৈকট্য লাভ করবে না। আমার বান্দা সর্বদা নফল ইবাদাত দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকবে। এমন কি অবশেষে আমি তাঁকে আমার এমন প্রিয় পাত্র বানিয়ে নিই যে, আমিই তাঁর কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনে। আমিই তাঁর চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে। আর আমিই তাঁর হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে। আমিই তাঁর পা হয়ে যাই, যা দ্বারা সে চলে। সে যদি আমার কাছে কোন কিছু চায়, তবে আমি নিশ্চয়ই তাঁকে তা দান করি।[৩৭]

আউলিয়ায়ে কেরামের কাশফ হলো আল্লাহর দান, এটিই বিশুদ্ধ আক্বিদা। এর বাইরে কোনো আক্বিদা ইমাম আ'লা হযরত (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) এঁর আক্বিদা বলে প্রমাণিত নয়। আউলিয়ায়ে কেরামের কারামত আল্লাহর ইচ্ছাধীন। কোনো আউলিয়া যখন কারামত সংগঠিত করাতে চান, তখন তিনি আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারেই নিজে ইচ্ছা পোষণ করেন এবং আল্লাহ তা বাস্তবায়ন করেন। কেননা হাদিসে স্পষ্ট উল্লেখ আছে- সে যদি আমার কাছে কোন কিছু চায়, তবে আমি নিশ্চয়ই তাঁকে তা দান করি। তাই তাঁদের ইচ্ছাটাও আল্লাহর কাছে একপ্রকারের চাওয়া। সুতরাং, আল্লাহ তা'আলা তাঁদের নিরাশ করেন না। এমনটাই মাসলাক-এ-আ'লা হযরত এর আক্বিদা।

এছাড়া হাদিস শরীফে কাশফ সম্পর্কে উল্লেখ আছে, নবীজী ﷺ বলেন-

اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ ﷻ

– রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তোমরা মুমিনের দূরদৃষ্টি সম্পর্কে সজাগ থাক। কারণ সে আল্লাহ্ ﷻ নূরের সাহায্যে দেখে।[৩৮]

---

[৩৭] সহীহুল বুখারী, হাদিস নং- ৬৫০২

[৩৮] সুনান তিরমিযী, হাদিস নং- ৩১২৭। তিরমিযীর বর্ণিত হাদিসটির সনদ দুর্বল। কিন্তু এর ৬টির অধিক সনদ রয়েছে, যার কারণে অনেক উলামায়ে কেরাম এই হাদিসকে সহীহ বলেছেন।

সুতরাং বুঝা গেলো, মুমিনের কাশফ তাঁর নিজস্ব শক্তিতে নয়, বরং আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয় এবং এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বিদা।

- শায়খ যাকারিয়া ২০তম শিরকি আক্বিদা বলেন- **২০। তাবিজ কবজে বিশ্বাস করে।**

তাবিজ বিষয়ে বিস্তারিত বলা আবশ্যক নয়। কেননা এ ব্যাপারে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো, কুরআনের আয়াত ব্যবহার করে তাবিজ ব্যবহার করা জায়েজ।

শায়খ যাকারিয়ার মতে বিদআতি আমল গুলোর আলোচনা

- **০১। কবর জিয়ারত ওয়াজিব মনে করা।**

এর জবাব একটু ভিন্ন ভাবে দিতে চাই। "ইরফানে শরীয়ত" কিতাবে ইমাম আ'লা হযরতকে প্রশ্ন করা হয় যে, মহিলাদের কবর জিয়ারত জায়েয আছে কিনা! এর জবাবে তিনি বলেন- "নবীজী ﷺ হাদিসে বলেন: পূর্বে আমি তোমাদেরকে কবর জিয়ারত থেকে বারণ করতাম। এখন থেকে তোমরা কবর জিয়ারত করতে থাকো। (মিশকাত)

শেষোক্ত এ হাদিস সম্পর্কে মুহাদ্দিসীনে কেরাম বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। তার মধ্যে বিশুদ্ধতম ব্যাখ্যা হলো- নারী পুরুষ সবার জন্যই কবর জিয়ারতের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। (বাহরুর রায়েক্ব শরহে কানযুদ দাক্বায়েক্ব)

কিন্তু যুবতী মহিলাদের বেলায় নিষিদ্ধ রয়ে গেছে- যেভাবে যুবতীদের বেলায় মসজিদে গিয়ে জামাতে নামায পড়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মহিলাদের আত্মীয়স্বজন মারা গেলে কবর জিয়ারত করতে গিয়ে মহিলারা যদি শোকে কাতর হয়ে পড়ে, এমতাবস্থায় সম্পূর্ণ হারাম। আউলিয়ায়ে কেরামের মাযার জিয়ারতে গিয়ে যদি আদবের খেলাফ করা হয় কিংবা শরিয়তের সীমা লংঘন করা হয়, তাহলেও সম্পূর্ণ নিষেধ। অর্থাৎ শর্ত সাপেক্ষে মহিলাদের জন্য জায়েয। কিন্তু শর্ত পূরণ হওয়া আজকাল প্রায়ই অসম্ভব হয়ে পড়েছে, এ জন্যই সাধারণভাবে নিষেধ। 'গুনিয়া' নামক কিতাবে এসব কারণে মহিলাদের জন্য জিয়ারতে গমন করাকে মাকরূহ বলা হয়েছে।"

আউলিয়া কেরামের প্রতি বিশ্বস্ত যে মানুষ, ১৪শ হিজরী শতাব্দির অন্যতম শ্রেষ্ঠ আউলিয়া প্রেমিক মানুষটি আবেগে 'জায়েয' না বলে মহিলাদের জন্য ফিতনা এড়ানোর উদ্দেশ্যে 'মাকরূহ' এর ফতোয়া দিয়েছেন, আর তাঁর প্রতি আনা হচ্ছে 'কবর জিয়ারত ওয়াজিব' বলার অভিযোগ! আস্তাগফিরুল্লাহাল আযীম! ইমাম আ'লা হযরত (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) পূর্বের আকাবিরীনের বিরোধীতা কখনোই করেন নি এবং এই মাসআলায়ও তিনি পুরুষদের জন্য কবর জিয়ারতকে সুন্নাত মনে করতেন!

- **০২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপনের মতই জীবিত অবস্থায় দেখা যায়।**

সুবহানাল্লাহ! মূর্খতা সীমা অতিক্রম করলে যা হয়। সহীহুল বুখারীতে উল্লেখ আছে-

حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ وَلاَ يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ إِذَا رَآهُ فِي صُورَتِهِ

– হযরত আবু হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবীজী ﷺ-কে বলতে শুনেছি: যে লোক আমাকে স্বপ্নে দেখে সে শীঘ্রই জাগ্রত অবস্থাতেও আমাকে দেখবে। কেননা, শয়তান আমার আকৃতি ধরতে পারে না।[৩৯]

বাকি সিদ্ধান্ত সত্যান্বেষীদের হাতে!

- **০৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না হলে পৃথিবী সৃষ্টি হত না।**

এখানে কিছু প্রমাণাদি দেয়া আবশ্যক মনে করছি। এই হাদিসটি হল لَوْلاكَ لَمَا خَلَقْتُ الأَفْلاكِ বা, রাসূল ﷺ সৃষ্টি না হলে কিছুই সৃষ্টি হত না। এটির সম্পর্কে নাসিরুদ্দীন আলবানি {মৃ: ১৯৯৯ খ্রি.} বলেন-

موضوع. كما قاله الصغاني في الأحاديث الموضوعة

– হাদিসটি জাল বা বানোয়াট, যেমনটি আল্লামা সাগানী তাঁর মাওদ্বু হাদিসের কিতাবে উল্লেখ করেছেন।[৪০]

এবার পূর্বের মুহাদ্দিসীনে কেরাম কি সমাধান দিয়েছেন তা দেখা যাক-

➤আল্লামা আবদুল হাই লাখনৌভী {১৩০৪ হি.} বলেন-

لَكِن مَعْنَاهُ صَحِيح فقد روى الديلمي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ، قَالَ اللَّهُ يَا مُحَمَّدُ! لَوْلاكَ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَلَوْلاكَ مَا خَلَقْتُ النَّارَ

– তবে এ হাদিসটির মমার্থ সহীহ বা বিশুদ্ধ। কেননা, ইমাম দায়লামী {৫০৯ হি.} হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন: আমার নিকট একদা হযরত জিবরাঈল (আলাইহিসসালাম) আগমন করে বললেন, আপনার মহান রব বলেছেন: হে মুহাম্মদ! আমি যদি আপনাকে সৃজন না করতাম, না বানাতাম জান্নাত, আর না জাহান্নাম।[৪১]

➤১০ম হিজরী শতাব্দীর মুজাদ্দিদ, বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী {১০১৪ হি.} উক্ত হাদিস لَوْلاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلاك সম্পর্কে বলেন-

قَالَ الصَّغَانِيُّ إِنَّهُ مَوْضُوعٌ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ لَكِنَّ مَعْنَاهُ صَحِيحٌ فَقَدْ رَوَى أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ لَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَلَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ النَّارَ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَسَاكِرَ لَوْلَاكَ مَاخلقت الدنيا

---

[৩৯] সহীহুল বুখারী, হাদিস নং- ৬৯৯৩

[৪০] সিলসিলাতুল আহাদিসিদ দ্বঈফাহ কৃত নাসিরুদ্দীন আলবানী, ১/৪৫০ পৃষ্ঠা, হাদিস নং- ২৮২

[৪১] আছারুস সুনান কৃত আল্লামা আবদুল হাই লাখনৌভী, ৪৪ পৃষ্ঠা

– আল্লামা সাগানী বলেন, لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ এই হাদিসটি শব্দগতভাবে مَوْضُوعٌ বা জাল (কিন্তু অর্থের দিক দিয়ে مَوْضُوعٌ নয়)। আমি (মোল্লা আলী ক্বারী) বলি, এর মর্মার্থ বা বিষয়বস্তু সঠিক। কেননা, ইমাম দায়লামী {৫০৯ হি.} হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন: আমার নিকট একদা হযরত জিবরাঈল (আলাইহিসসালাম) আগমন করে বললেন, আপনার মহান রব বলেছেন: হে মুহাম্মদ! আমি যদি আপনাকে সৃজন না করতাম, না বানাতাম জান্নাত, আর না জাহান্নাম। ইমাম ইবনে আসাকির {৫৭১ হি.} এঁর বর্ণনায় (হযরত সালমান ফারসী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত) এসেছে, আপনাকে সৃজন না করলে আমি দুনিয়া সৃষ্টি করতাম না।[৪২]

➤অনুরূপ আল্লামা আজলূনী আশ শাফেয়ী {১১৬২ হি.} বলেন- قال الصغانى موضوع ، واقول لكن معناه صَحِيحٌ তথা, আল্লামা সাগানী বলেন, হাদিসটি শব্দগতভাবে বানোয়াট। তবে আমি বলি উক্ত হাদিসের মর্মার্থ বা বিষয়বস্তু সহীহ বা বিশুদ্ধ।[৪৩]

এবার দেখুন হাদিসটির সমর্থনে হাদিস-

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ..... فَقَالَ اللَّهُ: صَدَقْتَ يَا آدَمُ،.... وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ

– হযরত উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, নবীজী ﷺ বলেন: .....আল্লাহ্ ﷻ ইরশাদ করেন: সত্য বলেছো হে আদম! .....যদি মুহাম্মদ ﷺ না হতেন, আমি তোমাকেও সৃজন করতাম না।[৪৪]

হাদিসটি বর্ণনা করে ইমাম হাকিম নিশাপুরী {৪০৫ হি.} বলেন- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ তথা, হাদিসটির সনদ বিশুদ্ধ।

সুতরাং বুঝা গেলো, নবীজী ﷺ এর সৃষ্টি না হলে কিছুই সৃষ্টি হতো না- এমনটা সাহাবীদেরই আক্বিদা।

- **০৪। অলি আওলিয়াদের স্মৃতি বিজড়িত স্থান থেকে বরকত লাভ করা যায় বলে বিশ্বাস করা।**

নিঃসন্দেহে এই কাজগুলো শরীয়তসম্মত, যেমনটা সুরা হাজ্জ-এ বলা হচ্ছে-

وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ

– কেউ আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে সম্মান করলে এ তো তার হৃদয়ের তাক্বওয়াপ্রসূত। [সূরা হাজ্জ: আয়াত ৩২]

এখন আল্লাহর নিদর্শনাবলী সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে উল্লেখ আছে-

---

[৪২] মাওদ্বুআতুল কাবীর কৃত আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী, ২৯৬ পৃষ্ঠা, হাদিস নং- ৩৮৫

[৪৩] কাশফুল খাফা কৃত আল্লামা আজলূনী, ২/১৬৪ পৃষ্ঠা, হাদিস নং- ২১২৩

[৪৪] আল মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন কৃত ইমাম হাকিম নিশাপুরী, ২/৬৭২ পৃষ্ঠা, হাদিস নং- ৪২২৮
হাদিসটির আরও কিছু হাওয়ালা: *আল মু'জামুল আওসাত কৃত ইমাম ত্বাবরানী, ৬/৩১৩-৩১৪ পৃষ্ঠা, হাদিস নং- ৬৫০২ *দালায়েলুন নবুওয়ত কৃত ইমাম বায়হাক্বী, ৫/৪৮৯ পৃষ্ঠা *মাজমাউয যাওয়ায়েদ ওয়া মাম্বাউল ফাওয়ায়েদ কৃত ইমাম নূরুদ্দীন হায়সামী, ৮/২৫৩ পৃষ্ঠা *মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যাহ কৃত ইমাম ক্বাস্তাল্লানী, ১/৮২ পৃষ্ঠা

اِنَّ الصَّفَا وَ الۡمَرۡوَۃَ مِنۡ شَعَآئِرِ اللّٰہِ ۚ فَمَنۡ حَجَّ الۡبَیۡتَ اَوِ اعۡتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَیۡہِ اَنۡ یَّطَّوَّفَ بِہِمَا ؕ وَ مَنۡ تَطَوَّعَ خَیۡرًا ۙ فَاِنَّ اللّٰہَ شَاکِرٌ عَلِیۡمٌ

– নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভূক্ত। কাজেই যে কেউ (কাবা) ঘরের হজ্ব বা উমরা সম্পন্ন করে, এ দুটির মধ্যে সা'ঈ করলে তার কোন পাপ নেই। আর যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোন সৎকাজ করবে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ উত্তম পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ। [সূরা আল বাক্বারাহ: আয়াত ১৫৮]

কেবলমাত্র একজন আউলিয়া হযরত হাজেরা (আলাইহাসসালাম) এঁর কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিদর্শন হয়ে গেলো সাফা এবং মারওয়া। উনার সা'ঈ বা দৌড়াদৌড়ি করাটা মুসলিমদের জন্য ইবাদতের নিদর্শন হয়ে গেলো। অর্থাৎ কুরআন হতেই বুঝা গেলো, আউলিয়ায়ে কেরামের স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলো আল্লাহর নিদর্শন এবং এখান থেকে বরকত হাসিল করাটা বৈধ।

আরেকটি প্রমাণ দিই, ইমাম ইবনে হিব্বান {৩৫৪ হি.} বলেন-

وما حلت بي شدة في وقت مقامي بطوس فزرت قبر علی بن موسی الرضا رضي الله عنه ودعوت الله إزالتها عنی إلاّ استجيب لي، وزالت عنی تلك الشدة، وهذا شيء جرّبته مراراً، فوجدته كذلك. أماتنا الله علی محبة المصطفی وأهل بيته صلی الله عليه وسلم الله عليه وعليهم أجمعين

– তুস (পারস্য) শহরে অবস্থানকালে যখনই আমার কোন কঠিন অবস্থা পেশ হত এবং হযরত ইমাম আলী ইবনে মুসা আল রেযা (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এঁর মাযার মুবারকে উপস্থিত হয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে সেই মুশকিল দূর করার জন্য দোয়া করতাম। তখন সেই দোয়া অবশ্যই কবুল হতো এবং মুশকিল দূর হয়ে যেতো। এটা এমনই সত্য, যা আমি বহুবার পরীক্ষা করেছি।[৪৫]

- **০৫। তাক্বলিদে শাখসিতে বিশ্বাসি বা যে কোনো এক মাজহাব মানা ওয়াজিব বলে বিশ্বাস করা।**

"জাআল হক্ব" কিতাবে হাকীমুল উম্মত আল্লামা মুফতি আহমাদ ইয়ার খান নঈমী {১৩৯১ হি.} উম্মতে মুহাম্মদীকে ২ ভাগে ভাগ করেছেন- ১. মুজতাহিদ এবং ২. মুজতাহিদ নন এমন। অবশ্যই এটা উম্মতে মুহাম্মদীর আলিমগণের ইজমার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত যে, যে মুজতাহিদ নয় তার জন্য 'তাক্বলীদে শাখসি' ওয়াজিব। শায়খ জাকারিয়াদের মতের মুজাদ্দিদ শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব নজদী {১২০৬ হি.} বলেন-

ونحن أيضاً في الفروع، على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ولا ننكر على من قلد أحد الأئمة الأربعة، دون غيرهم، لعدم ضبط مذاهب الغير؛ الرافضة، والزيدية، والإمامية، ونحوهم؛ ولا نقرهم ظاهراً على شيء من مذاهبهم الفاسدة، بل نجبرهم على تقليد أحد الأئمة الأربعة

– আমরা ফিক্বহী বিষয়ে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল {২৪৫ হি.} এঁর মাযহাবের অনুসারী। যারা চার ইমামের কোনো একজনের তাক্বলীদ করে, আমরা তাদের উপর কোনো আপত্তি করি না। কারণ (চার ইমামের মাযহাব সংকলিতরূপে বিদ্যমান, পক্ষান্তরে) অন্যদের মাযহাব সংকলিত আকারে বিদ্যমান নেই। তবে রাফেযী,

[৪৫] কিতাবুস সিকাত কৃত ইমাম ইবনে হিব্বান, ৮/৪৫৭ পৃষ্ঠা

যাইদিয়্যাহ, ইমামিয়্যাহ ইত্যাদি বাতিল মাযহাব-মতবাদের অনুসরণকে আমরা স্বীকৃতি দিই না। বরং তাদেরকে চার ইমামের কোনো একজনের তাক্বলীদ করতে বাধ্য করি।[৪৬]

শায়খ জাকারিয়ার মান্যবর ইবনে তাইমিয়া {৭২৮ হি.} তার ফতোয়ার কিতাবের (সৌদী আরব হতে ছাপা) ২০/২২০-২২১ পৃষ্ঠায় বলেন- "যে ব্যক্তি কোন বিশেষ মাযহাবকে অনিবার্য করে নিলো, তারপর কোনো শরঈ ওজর অথবা বিনা কোনো প্রাধান্যশালী দলিল ছাড়াই অন্য কোনো মাযহাবের আলিম এর ফতোয়ার উপর আমল করলো, তাহলে সে ব্যক্তি যেনো আপন নফসের অনুসারী এবং একটি হারাম কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করছে।"

অতএব বুঝা গেলো, 'তাক্বলীদে শাখসি' গায়রে মুজতাহিদের জন্য ওয়াজিব। তথাপি সুস্পষ্ট তাক্বলীদ তো হলো হাদিসের ব্যাপারে আলবানীর অন্ধ অনুসরণ। এ ব্যাপারে তো তারা সর্বদাই অগ্রগণ্য।

- **০৬। পীর বা অলীদের কলবের তাওয়াজ্জু দানে বা নেক নজরে বিশ্বাসি।**

এর জবাব শিরকি আক্বিদা (!) ১৮ এবং ১৯-এ আলোচনা করা হয়েছে।

- **০৭। এলম সিনা থেকে সিনার মধ্যমে চলে আসছে বিশ্বাস করা।**

এটি হলো ইলমে লাদুন্নী, যেমনটা কুরআনুল কারীমে উল্লেখ আছে- وَعَلَّمْنَٰهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا অর্থাৎ, আমি ﷻ তাকে (খিদ্বরকে) শিক্ষা দিয়েছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান। [সূরা কাহাফ: আয়াত ৬৫]

এই জ্ঞান একজন ব্যক্তি ততক্ষণ অর্জন করতে পারে না, যতক্ষণ না আল্লাহ ইচ্ছা না করেন। আল্লাহর ইচ্ছাতেই এই জ্ঞান আল্লাহর প্রিয় বান্দার উসীলায় আল্লাহ অন্যদের দান করে থাকেন। যেমন হযরত খিযির (আলাইহিসসালাম) এই জ্ঞান পেয়েছেন। নবীজী ﷺ হতে হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) পেয়েছেন। যেমন, ইমাম ইবনে আবদিল বার {৪৬৩ হি.} স্বীয় "জামেউল বায়ানুল ইলম ওয়া ফাদ্বলিহী" কিতাবে উল্লেখ করেন-

(٤٤٣) وعن أبي الطفيل قال :شهدت عليا رضي الله عنه وهو يخطب ويقول : سلوني ، فوالله لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا حدثتكم به ، وسلوني عن كتاب الله فوالله ما منه آية إلا وأنا أعلم بليل نزلت أم نهار أم بسهل نزلت أم بجبل..... (الى اجر

– আবু ত্বোফায়েল বলেন: আমি হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে দেখেছি খুত্ববারত অবস্থায়, তিনি বলতেন: আমাকে জিজ্ঞেস করো কিছু জানার থাকলে! আল্লাহর কসম করে বলছি! আমাকে যা ইচ্ছা, যেখান থেকে খুশি প্রশ্ন করো! আমি কিয়ামত পর্যন্ত কি হবে, তা এখানে বসেই বলে দিবো! তিনি আরো বলতেন: আমাকে আল্লাহর কিতাব হতে যা ইচ্ছা জিজ্ঞেস করো! এমন কোনো আয়াত সেখানে নেই, যার সম্পর্কে আমি জানিনা। এমনকি আয়াতটি রাতে নাযিল হয়েছে নাকি দিনে নাযিল হয়েছে,পর্বতে নাযিল হয়েছে নাকি জঙ্গলে, তাও আমি জানি (অর্থাৎ আল্লাহ এবং তাঁর রসুল ﷺ আমাকে জানিয়েছেন)।

[৪৬] আদ দুরারুস সানিয়্যাহ, ১/২৭৭ পৃষ্ঠা

এই জ্ঞানসমূহ ইলমে লাদুন্নীর অন্তর্গত এবং যা সিনা হতে সিনা নয়, বরং ক্বলব হতে ক্বলবে স্থানান্তরিত হয় আল্লাহর ইচ্ছায়।

- **০৮। সংশোধনের জন্য পীর ধরা ওয়াজিব মনে করা।**
- **০৯। পীর ও অলি আওলিয়াদের ছাড়া ইসলাহ বা সংশোধন হয় না মনে করা।**

সুপ্রসিদ্ধ "মিশকাতুল মাসাবীহ" এর মধ্যে বর্ণিত আছে-

مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ، لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

– নবীজী ﷺ বলেন: যে ব্যক্তি ইমামের আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নিলো, সে কিয়ামত দিবসে আল্লাহর সাথে এমতাবস্থায় সাক্ষাত করবে, তার হাতে কোন দলীল থাকবে না। যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করলো যে, তার গলায় বায়'আতের বেড়ি থাকলো না, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুতে মৃত্যুবরণ করলো।[৪৭]

এই হাদিসের একটি মর্মার্থ ত্বরিকতের শায়খের দিকেও হতে পারে বলে মুহাদ্দিসীনরা বলে থাকেন। বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম ইবনুল হাজ্জ আল মালেকী {৭৩৭ হি.} লিখেছেন-

أَنَّ الْمُرِيدَ لَهُ اتِّسَاعٌ فِي حُسْنِ الظَّنِّ بِهِمْ، وَفِي ارْتِبَاطِهِ عَلَى شَخْصٍ وَاحِدٍ يُعَوِّلُ عَلَيْهِ فِي أُمُورِهِ، وَيَحْذَرُ مِنْ تَقَضِّي أَوْقَاتِهِ لِغَيْرِ فَائِدَةٍ

– মুরিদের জন্য এও অবকাশ রয়েছে যে, সে স্বীয় যুগের সমস্ত শায়খ বা পীরের প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করবে এবং একজন পীরের দামানের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে। আর স্বীয় সকল কাজে তাঁর উপরই নির্ভর করবে। অনর্থক সময় নষ্ট করা থেকে বিরত থাকবে।[৪৮]

বিশ্বনন্দিত মুহাদ্দিস ইমাম আবদুল ওয়াহাব শা'রানী {৯৭৩ হি.} উল্লেখ করেন-

سمعت سيدى على الخواص رحمه الله عليه يقول : انما أمر علماء الشريعة الطالب بالالتزام مذهب معين وعلماء الحقيقية للمريد بالالتزام شيخ واحد

– আমি (আমার পীর) হযরত আলী খাওয়াছ (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি শরীয়তের অনুসারীকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন মাযহাব চারটা থেকে নির্দিষ্ট একটি মাযহাবের তাক্বলীদকে নিজের জন্য অপরিহার্য করে নেয়। আর ত্বরীকতের আলিম মুরিদকে বলেছেন, তারা যেন একজন পীরকে অপরিহার্য করে নেয়।[৪৯]

---

[৪৭] মিশকাতুল মাসাবীহ কৃত ইমাম খত্বীব তাবরিযী, হাদিস নং- ৩৬৭৪
[৪৮] আল মাদখাল কৃত ইমাম ইবনুল হাজ্জ, ৩/১৫৫ পৃষ্ঠা
[৪৯] মীযানুশ শরীয়্যাতুল কুবরা কৃত ইমাম শা'রানী, ১/২৩ পৃষ্ঠা

তাই আমার অনুরোধ থাকবে, এরকম পূর্বের আলিমগণ যাঁরা এই ধরণের বক্তব্য দিয়েছেন, তাঁদের সবাইকে বিদআতী ঘোষণা করুন। কেবল ইমাম আ'লা হযরত (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি)-কে প্রশ্নবিদ্ধ করে কি লাভ, উনি তো কেবল মুহাদ্দিসগণের অনুসরণ করে পথ বাতলে দিয়েছেন!

- **১০। বিভিন্ন দিবসে মৃত্যু ব্যক্তি ফিরে আসে এই বিশ্বাস রেখে ঐ দিনে হালুয়া রুটি রেখে দেওয়া।**

মৃত ব্যক্তির রূহ খেতে অবশ্যই আসে- এমন কথা বলাটা বিদআত এবং মাসলাক-এ-আ'লা হযরত এর স্বপক্ষীয় নয়। তবে মৃত ব্যক্তির রূহের খাওয়া-দাওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়, যেমন কুরআনে আছে-

وَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ

– আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদেরকে কখনোই মৃত মনে করো না। বরং তারা জীবিত এবং তাদের রবের কাছ থেকে তারা রিযিকপ্রাপ্ত। [সূরা আলে ইমরান: আয়াত ১৬৯]

মৃত ব্যক্তিকে খাওয়ানোর জন্য খাবারের আয়োজন করা হয়না, বরং তা মানুষকে খাওয়ানোর পর ইসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে এসব করা হয়। অপবাদদাতাদের ফয়সালা আল্লাহর হাতে!

শায়খ যাকারিয়া ঘোষিত বিদআতি আমল

- **০১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কল্পিত জন্মদিনকে সব ঈদের শ্রেষ্ঠ ঈদ (ঈদে মিলাদুন নবী) হিসবে পালন করা।**

সহীহুল বুখারীর ব্যাখ্যাকার ইমাম আবুল আব্বাস আহমাদ শিহাবুদ্দীন কাস্তাল্লানী {৯২৩ হি.} স্বীয় "মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যাহ বিল মিনাহিল মুহাম্মাদিয়্যাহ" কিতাবে ১/১৪৫ পৃষ্ঠায় একটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছদ রচনা করে বলেন-

ليلة مولده أفضل من ليلة القدر

– মিলাদের রাত্রি লায়লাতুল ক্বদরের রাত্রি অপেক্ষা উত্তম।

একই ক্বওল ইমাম শাফেয়ী {২০৪ হি.} এঁর ক্বওল হিসেবে ইমাম ত্বাহত্বাভী আল হানাফী {১২৩১ হি.} তদীয় "ত্বাহত্বাভী আলাল মারাকিউল ফালাহ" কিতাবে এবং তা মুহাদ্দিস ইমাম নাবহানি {১৩৫০ হি.} স্বীয় "জাওয়াহিরুল বিহার" কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জন্মের দিবসটি কল্পিত নয়। ইমাম হাকিম নিশাপুরী {৪০৫ হি.} বর্ণনা করেন-

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: وُلِدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً مَضَتْ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ رواه الحاكم وقال : اسناد صحيح لم يخرجاه و قال الامام الذهبى في التلخيص: على شرط مسلم

– ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসহাক {১৫১ হি.} বলেন, রাসূল ﷺ ১২ই রবিউল আউয়াল এর রাতে শুভাগমন করেন। ইমাম হাকিম {৪০৫ হি.} বলেন: উক্ত হাদিসটি সহীহ। ইমাম যাহাবী {৭৪৮ হি.} তাঁর "তালখীছ" কিতাবে বলেন: ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী হাদিসটি সহীহ।[৫০]

হাফিযুল হাদিস ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী {৮৫২ হি.} বলেন-

وقد ظهر لي تخريجها على أصل ثابت ، وهو ما ثبت في الصحيحين

– আমি সহীহাইন (বুখারী-মুসলিম) হতে মিলাদের (আমলের) প্রমাণিত দলিল হতে ভিত্তি বের করেছি।[৫১]

এতো কিছুর পর সত্যান্বেষীদের জন্য এটি বুঝতে বাকি থাকে না যে, মিলাদের উদযাপন করাটা মুস্তাহাব।

- **০২। ইবাদাত মনে করে কবরের নিকট মিলাদ পড়ে, ফাতিহা আদায় করে ও ওরস পালন করে।**

ফাতিহা করা হয় ইবাদতের উদ্দেশ্যে নয়, বরং ইসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে। সুপ্রসিদ্ধ "মিশকাতুল মাসাবীহ" কিতাবের بَاب فضل الصَّدَقَة শীর্ষক অধ্যায়ে আছে, রাসূল ﷺ হযরত সা'আদ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর মায়ের ইসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে একটি কুপ খনন করে বলেছিলেন- وَقَالَ: هَذِهِ لِأُمِّ سَعْدٍ অর্থাৎ, এটি সা'আদের মায়ের নামে উৎসর্গিত হল।[৫২]

এই হাদিসটি ইসালে সাওয়াবের অন্যতম একটি প্রমাণ। এছাড়া আরো উল্লেখ আছে, ইমাম দারিমী {২৫৫ হি.} সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، قَالَ: كَانَ أَنَسٌ إِذَا خَتَمَ الْقُرْآنَ، جَمَعَ وَلَدَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ فَدَعَا لَهُمْ

– হযরত সাবেত বুনানী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: হযরত আনাস (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যখন কুরআন খতম করতেন, তারপর তিনি তাঁর সব সন্তানদের এবং তাঁর পরিবারবর্গকে একত্রিত করতেন, অতঃপর দোয়া করতেন।[৫৩]

ফাতিহা বা ওরস উপলক্ষে কুরআন খতম, দোয়া, ইসালে সাওয়াব- যেগুলো করা হয়, সেসবের শরঈ ভিত্তি আছে। আর খাবারের আয়োজন উপলক্ষে ফতোয়ায়ে শামীতে আছে- وَإِنْ اتَّخَذَ طَعَامًا لِلْفُقَرَاءِ كَانَ حَسَنًا অর্থাৎ, মৃত ব্যক্তির ওয়ারিস যদি গরীবদের জন্য খাবার তৈরী করে, তাহলে খুবই ভাল।[৫৪]

---

[৫০] আল মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন কৃত ইমাম হাকিম, ২/৬৫৯ পৃষ্ঠা, কিতাবুল মানাকিব, হাদিস নং- ৪১৮২

[৫১] আল হাভী লিল ফাতাওয়া কৃত ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী, রিসালা: হুসনুল মাক্বসাদ ফি আমালিল মাওলিদ

[৫২] *সুনান আবি দাউদ, হাদিস নং ১৬৮১ (সুনান আবি দাউদে এই হাদিসের তাহক্বীক্বে নাসিরুদ্দীন আলবানী এটিকে 'হাসান' বলেছেন) *মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদিস নং- ১৯১২

[৫৩] সুনান দারিমী, ৪/২১৪০ পৃষ্ঠা, ফাদ্বাইলুল কুরআন, হাদিস নং- ৩৫১৭, দারুল মুগনী লিন নাশর, সৌদি আরব

[৫৪] রাদ্দুল মুহতার কৃত ইমাম ইবনে আবিদীন শামী, ২/২৪০-২৪১ পৃষ্ঠা, পরিচ্ছেদ: مطلب فِي الثَّوَاب عَلَى المصيبة

এতে ফাতিহার বৈধতা প্রমাণিত হলো। তবে অনৈসলামিক কর্মকান্ড, যা শরীয়তবিরোধী, এগুলো কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। যারা এসব করে, তাদের সাথে ইমাম আহমাদ রেযা খাঁন (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) এঁর মাসলাক এর কোনো সম্পৃক্ততা নেই। উপরন্তু ইমাম আ'লা হযরত স্বীয় "আহকামে শরীয়ত" কিতাবের ১০৮ পৃষ্ঠায় অবৈধ সম্পদ দ্বারা ফাতিহা, ওরস করানো জায়েয নেই মর্মে ফতোয়া প্রদান করেছেন।

- **০৩। কবর পাকা করে, কবরের উপর গম্বুজ নির্মান করে।**

এই বিষয়কে দুইভাগে ভাগ করছি। প্রথমাংশ- পাকা করা, দ্বিতীয়াংশ- মাজার বা ইমারত নির্মাণ।

কবর পাকা করা:

এই ব্যাপারে ইমাম আ'লা হযরতের ফতোয়া হলো- মৃত ব্যক্তির চারপাশ পাকা না হলে কবরের উপরের অংশ পাকা করে দিলে কোনো সমস্যা নেই।[৫৫]

মূলত: উলামায়ে কেরামগণ এর দলিল হিসেবে নিম্নোক্ত হাদিসটিকে উপস্থাপন করে থাকেন-

وَعَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِيْ وَدَاعَةَ قَالَ: لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ ابْنِ مَظْعُونٍ أُخْرِجَ بِجَنَازَتِه فَدُفِنَ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا أَنْ يَأْتِيَه بِحَجَرٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ حَمْلَهَا فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ. قَالَ الْمُطَّلِبُ: قَالَ الَّذِيْ يُخْبِرُنِيْ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ: كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلى بَيَاضِ ذِرَاعَيْ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ حِينَ حَسَرَ عَنْهُمَا ثُمَّ حَمَلَهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأْسِه وَقَالَ: أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِيْ وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهلِيْ

– হযরত মুত্তালিব ইবনে আবী ওয়াদা'আহ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: যখন হযরত উসমান ইবনে মায'ঊন (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) মৃত্যুবরণ করেন, তখন তাঁর লাশ বের করা হয় এবং তা দাফন করা হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ (কবরের চিহ্ন রাখার জন্য) এক ব্যক্তিকে হুকুম দিলেন একটি বড় পাথর আনার জন্য। লোকটি পাথর উঠিয়ে আনতে পারলেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা উঠিয়ে আনার জন্য উঠে দাঁড়ালেন এবং নিজের দু হাতের আস্তিন গুটিয়ে নিলেন। হাদিসের রাবী বলেন: যে ব্যক্তি আমার কাছে রাসূল ﷺ এঁর এ হাদিস শুনিয়েছেন, তিনি বলতেন: যখন তিনি হাতা গুটাচ্ছিলেন- মনে হচ্ছে, এখনো আমি রাসূলের পবিত্র বাহুদ্বয়ের শুভ্রতার চমক অনুভব করছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ সে পাথরটি উঠিয়ে এনে উসমানের কবরের মাথার দিকে রেখে দিলেন এবং বললেন: আমি এ পাথর দেখে আমার ভাইয়ের কবর চিনতে পারব। এখন আমার পরিবারের যে মারা যাবে তাঁকে এঁর পাশে দাফন করব।[৫৬]

এখানে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, "মিশকাতুল মাসাবীহ" কিতাবে বর্ণিত আছে-

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُبْنى عَلَيْهِ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

[৫৫] আহকামে শরীয়ত কৃত ইমাম আ'লা হযরত (বাংলা), ৭৩নং সাওয়াল

[৫৬] মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদিস নং- ১৭১১, এই হাদিসকে নাসিরুদ্দীন আলবানী 'হাসান' বলেছেন।

– হযরত জাবের (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ কবরে চুনকাম করতে, এর উপর ঘর বানাতে এবং বসতে নিষেধ করেছেন।[৫৭]

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ বা 'কবর চুনকাম' করতে মানা করা হয়েছে, عَلَىَ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ বা 'কবরের উপরে চুনকাম' করতে মানা করা হয়নি। أَنْ এবং على এর পার্থক্য বুঝতে না পারলে ভুল ফতোয়াবাজি করার সম্ভাবনা আছে।

দ্বিতীয়ত, আল্লামা শায়খ আবদুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলভী আল বুখারী {১০৫২ হি.} স্বীয় "লুমআতুত তানক্বীহ" কিতাবে বলেন- لما فيه الزينة والتكلف অর্থাৎ, কেননা এতে (চুনকাম করার দরুন) লৌকিকতা এবং কেবল সজ্জিতকরণ প্রকাশ পায়।

সুতরাং, বুঝা গেলো, এতদ্ব্যতীত বৈধতার সমর্থন বিদ্যমান। অধিকন্তু ফক্বীহগণ বলেন যে- যদি মাটি নরম হয় এবং লোহা বা কাঠের বাক্সে দাফন করা লাগে, তবে ভিতরের অংশের চারিদিকের মাটির সাথে মিলিয়ে দিন।[৫৮]

আর এগুলোর সমর্থনেই সারসংক্ষেপ হিসেবে ইমাম আ'লা হযরত স্বীয় "আহকামে শরীয়ত" কিতাবে পূর্বোল্লিখিত ফতোয়া প্রদান করেছেন।

ইমারাত নির্মাণ প্রসঙ্গঃ

মাজার শরীফ নির্মাণের ভিত্তি আকাবিরীনে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বের করেছেন এই আয়াত হতে-

قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا

– তাদের কর্তব্য বিষয়ে যাদের মত প্রবল হল তারা বলল, আমরা তো নিশ্চয় তাদের পাশে মসজিদ নির্মাণ করব। [সূরা কাহাফ: আয়াত ২১]

বিশ্ববিখ্যাত "তাফসীরে কাশশাফে" এর মধ্যে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ আছে-

مسجدا يصلى فيه المسلمون ويتبركون بمكانهم

– মসজিদ এজন্য বানাবে যে, মুসলিমগণ যাতে সেখানে সালাত আদায় করতে পারেন এবং ঐ স্থান হতে বরকত লাভ করতে পারেন।

এ ব্যাপারে তাফসীরে রূহুল বায়ান, তাফসীরে নিশাপুরী, তাফসীরে মাদারিকসহ একজামাত তাফসীরের তাফসীরকারকগণ একমত।

আল্লামা আবু ওয়ালীদ সুলাইমান আন্দালুসি {৪৭৪ হি.} বলেন-

---

[৫৭] মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদিস নং- ১৬৯৭

[৫৮] রাদ্দুল মুহতার কৃত ইমাম ইবনে আবিদীন শামী, دفن الميت অধ্যায়

وَقَدْ ضَرَبَهُ عُمَرُ عَلَى قَبْرِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَكَرِهَ ضَرْبَهُ عَلَى قَبْرِ الرَّجُلِ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ وَضَرَبَتْهُ عَائِشَةُ عَلَى قَبْرِ أَخِيهَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَضَرَبَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى قَبْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ وَأَرَاهُ وَاسِعًا الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ وَيُبَاتُ فِيهِ إنْ خِيفَ مِنْ نَبْشٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَإِنَّمَا كَرِهَهُ مَنْ كَرِهَهُ لِمَنْ ضَرَبَهُ عَلَى وَجْهِ السُّمْعَةِ وَالْمُبَاهَاةِ

– হযরত ঊমার (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যয়নব বিনতে জাহশের কবরের উপর, হযরত আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) স্বীয় ভাই আবদুর রহমানের কবরের উপর এবং হযরত মুহাম্মদ ইবনে হানফিয়্যাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হযরত ইবনে আব্বাসের কবরের উপর গম্বুজ তৈরী করেছিলেন। যিনি গম্বুজ তৈরী করাকে মাকরুহ বলেছেন, তিনি এ শর্তে বলেছেন যে, যদি গর্ববোধ ও ভন্ডামী করার অভিপ্রায়ে এটা তৈরী করা হয়।[৫৯]

মুহাদ্দিস আল্লামা বদরুদ্দীন আইনি {৮৫৫ হি.} বলেন-

وضربه مُحَمَّد بن الْحَنَفِيَّة على قبر ابْن عَبَّاس

– হযরত মুহাম্মদ ইবনে হানফিয়্যাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হযরত ইবনে আব্বাসের কবরের উপর গম্বুজ তৈরী করিয়েছিলেন।[৬০]

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী {১০১৪ হি.} বলেন-

وَقَدْ أَبَاحَ السَّلَفُ الْبِنَاءَ عَلَى قَبْرِ الْمَشَايِخِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْمَشْهُورِينَ لِيَزُورَهُمُ النَّاسُ، وَيَسْتَرِيحُوا بِالْجُلُوسِ فِيهِ

– পূর্বসূরী আলিমগণ, মাশায়িখ ও উলামায়ে কিরামের কবর সমূহের উপর ইমারত তৈরী করা জায়েয বলেছেন, যাতে লোকেরা জিয়ারত করে এবং ওখানে বসে আরাম পায়।[৬১]

"দুররুল মুখতার" কিতাবের 'জানায়েয' অধ্যায়ে আছে, আল্লামা আলাউদ্দীন হাসক্বাফী {১০৮৮ হি.} বলেন-

ولا يعرف علبه بناء وقيل لا بأس به وهو المختار

– কেউ কেউ বলেছেন মাজার নির্মাণ করা যাবেনা, আবার অনেকেই বলেছেন (মাজার নির্মাণ করতে) কোনো সমস্যা নেই, এবং শেষোক্ত মতটিই গ্রহণীয় হয়েছে।

"জযবুল কুলূব ইলা দিয়ারিল মাহবূব" কিতাবে আল্লামা শায়খ আবদুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলভী আল বুখারী {১০৫২ হি.} বলেন-

مزارات پر قبه بنانا صحابه وسلف صالحين سے ثابت ہے- سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضي الله عنه اور انکے بعد دوباره حضرت عمر بن عبد العزيز رح نے حضور ﷺ کے روضه اطهرپر مکان اور عالی شان گنبد بنایا ہے

[৫৯] আল মুনতাক্বা শরহে মুয়াত্তা মালেক, ২/২৩ পৃষ্ঠা

[৬০] উমদাতুল ক্বারী শরহে সহীহুল বুখারী কৃত আল্লামা আইনি, ৮/১৩৪ পৃষ্ঠা

[৬১] মিরকাতুল মাফাতীহ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ কৃত আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী, ১৬৯৭ নং হাদিসের আলোচনা

– মাজারের উপর ইমারত নির্মাণ করা সাহাবায়ে কেরাম ও প্রথম যুগের বুযুর্গানে দ্বীনের কর্মের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। যেমন, নবী করিম ﷺ এঁর রওযা মুবারকের উপর সর্ব প্রথম হযরত ওমর (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এবং দ্বিতীয় বার হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযিয (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ইমারত ও আলিশান গম্বুজ নির্মাণ করেছিলেন।

এসব এর অনুসরণেই ইমাম আ'লা হযরত (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) ফতোয়া দিয়েছেন। যেমন একটি মাসআলার জবাবে তিনি বলেন- কবরস্থান সংরক্ষণ করার জন্য চতুর্দিকে দেওয়াল তথা বেষ্টনী দেওয়াতে কোনো অসুবিধা নেই। আর জিয়ারতকারীর জন্য ছায়ার ব্যবস্থা হলে ভালো, কিন্তু (দেয়ালগুলো) কবর থেকে পৃথক (দূরে) থাকতে হবে (যেনো কবর ঘেঁষে না হয়)। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।[৬২]

সুতরাং, যে সকল বিষয় পূর্ববর্তী আইম্মায়ে কেরাম সমাধান দিয়ে গিয়েছেন, সেগুলোকে স্বতন্ত্র ভাবে বেরেলভী আক্বিদা বা আমল বলে চালিয়ে দেয়াটা অবশ্যই প্রতারণা বৈ কিছু নয়।

- **০৪। কবর চাদর চড়ায়, মোমবাতি ও আগর বাতি জ্বালায়।**

গিলাফ/চাদর প্রসঙ্গঃ

স্বীয় ফতোয়ার কিতাবে ইমাম ইবনে আবিদীন শামী {১২৫২ হি.} উল্লেখ করেন-

قَالَ فِي فَتَاوَى الْحُجَّةِ وَتُكْرَهُ السُّتُورُ عَلَى الْقُبُورِ اهـ. وَلَكِنْ نَحْنُ نَقُولُ الْآنَ إذَا قَصَدَ بِهِ التَّعْظِيمَ فِي عُيُونِ الْعَامَّةِ حَتَّى لَا يَحْتَقِرُوا صَاحِبَ الْقَبْرِ، وَلِجَلْبِ الْخُشُوعِ وَالْأَدَبِ لِلْغَافِلِينَ الزَّائِرِينَ، فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ الْأَعْمَالَ بِالنِّيَّاتِ.

– ফাতাওয়া হুজ্জাতে আছে যে, কবরে গিলাফ চড়ান মাকরুহ। কিন্তু আমি (শামী) বলতে চাই যে, বর্তমান কালে যদি সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে সম্মানবোধ প্রত্যাশা করা হয়, যাতে কবরবাসীর প্রতি অবজ্ঞা করা না হয়, বরং উদাসীন ব্যক্তিদের মনে আদব ও ভয়ের সৃষ্টি হয়, তাহলে গিলাফ চড়ান জায়েয। কেননা, আমল নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল।[৬৩]

সৌদী আরবের তৎকালীন গ্র্যান্ড মুফতি এবং হানাফী মুসাল্লার ইমাম আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী হানাফী {১১৬৭ হি.} উল্লেখ করেন-

فَبِنَاءَ الْقَبابِ عَلَى قُبُوْرِ الْعُلَمَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالصَّلَحَاءِ وَوَضْعُ السَّتُوْرِ وَالْعَمَائِمْ وَالْثِّيَابِ عَلَى قَبُوْرِهِمْ اَمْرٌ جَائِزٌ إِذَا كَانَ الْقَصْد بِذَلِكَ التَّعْظِيم فِى أَعْيُنِ العَامَّةِ حَتَّى لَا يَحْتَقِرُوْا صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ

[৬২] আহকামে শরীয়ত কৃত ইমাম আ'লা হযরত (বাংলা), ৩০নং মাসআলা

[৬৩] রাদ্দুল মুহতার কৃত ইমাম ইবনে আবিদীন শামী, কিতাবুল কারাহিয়্যাতুল লিবাস, ৬/৩৬৩ পৃষ্ঠা

– উলামা, আউলিয়া ও পুণ্যাত্মাদের কবরসমূহের উপর ইমারত তৈরী করা এবং গিলাফ, পাগড়ী, চাদর চড়ানো জায়েয; যদি এর দ্বারা সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে তাঁদের সম্মান প্রকাশ এবং লোকেরা যেন তাঁদেরকে নগণ্য মনে না করে, এ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।[৬৪]

"তাহরীরুল মুখতার লি রাদ্দুল মুহতার আলা দুররুল মুখতার" কিতাবের ১/১২৩ পৃষ্ঠায় (মিশর হতে প্রকাশিত) আল্লামা আবদুল ক্বাদের রিফাঈ উল্লেখ করেন-

وضع الشتور والعمائم والثياب على قبورهم (العلماء والصلحاء والأولياء) أمر جائز إذا كان القصد بذلك التعظيم في أعين العامة حتى لايحتقروا صاحب القبر

– উলামা, বুযুর্গ ও আউলিয়াগণের মর্যাদা এবং সম্মান জনগণের দৃষ্টিতে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে এবং তাঁরা যেনো কবরস্থ অলীকে হীন মনে না করে-এই উদ্দেশ্যে তাঁদের মাজার শামিয়ানা, পাগড়ী ও গিলাফ দ্বারা আবৃত করা শরীয়তে জায়েয ও বৈধ কাজ।

হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ, ইমাম আ'লা হযরত স্বীয় ইজতিহাদ দ্বারা কুরআনুল কারীমের নিম্নোক্ত আয়াত হতে দলিল উত্থাপন করেন-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

– হে নবী! আপন বিবিগণ, সাহেবজাদীগণ ও মুসলমানদের নারীগণকে বলে দিন, যেনো তারা নিজেদের চাদরগুলোর একাংশ স্বীয় মুখের উপর ঝুলিয়ে রাখে। এটা এ কথার অধিকতর নিকটবর্তী যে, তাদের পরিচয় পাওয়া যাবে, ফলে যেনো তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা না হয়। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াবান। [সূরা আহযাব: আয়াত ৫৯] এর ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا তথা "তাদের পরিচয় পাওয়া যাবে, ফলে যেনো তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা না হয়" অংশের ভিত্তিতে ইমাম আ'লা হযরত বলেন- আমরা দেখতে পাই যে, সাধারণ মানুষেরা কবরের ওপর পায়চারী করে, এর ওপর বসে বাজে কথা বলে। একই কবরে দুজন বসে জুয়া খেলতে দেখেছি। আউলিয়ায়ে কেরামের মাযারও যদি সাধারণ লোকের কবরের মত হয়ে যায়, তাহলে তা হবে তাদের কবরকে অরক্ষিত রাখা। কাজেই পরিচিতির জন্য গিলাফের প্রয়োজন। এবং এটি এ কথার অধিকতর নিকটবর্তী যে, তাদের পরিচয় পাওয়া যাবে, ফলে যেন তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা না হয় (এ আয়াতাংশ গিলাফের দলিল হতে পারে)।

অতএব বুঝা গেলো গর্ব, ঔদ্ধত্ব, বাহ্যিক আড়ম্বর উদ্দেশ্য না হলে, কেবল সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কবরে গিলাফ চড়ানোর ব্যাপারে ইমামগণের সম্মতি রয়েছে।

মোমবাতি প্রসঙ্গঃ

[৬৪] তাফসীরে রূহুল বায়ান কৃত আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী, ৩/৪০০ পৃষ্ঠা

কবরের পাশে জিয়ারতের সুবিধার্থে মোমবাতি জ্বালানোর বৈধতা আগের যুগে (আজ হতে দেড়শ-দুইশ বছর আগে) ছিলো। এখন বৈদ্যুতিক বাতি আসার কারণে মোম জ্বালানো আবশ্যক নয়, বরং তা অপ্রয়োজনীয়। পূর্বেকার সমস্যাবলি উত্থাপন করে তখনকার ফতোয়ার দ্বারা বর্তমানকে কটাক্ষ করাটা অজ্ঞানতা। অবস্থা পরিবর্তনের সাথে সাথে সিদ্ধান্তেরও পরিবর্তন হতে পারে। তাই নির্ভরযোগ্য মত হলো, বর্তমানকালে মোম জ্বালানো নিছক অপচয় হিসেবে গণ্য হবে।

- **০৫। মাজারে মান্নত করে, টাকা পয়সা দান করন, শিন্নি দেয়, তরিতরকারি দান করে, ফলমুল দান করে ইত্যাদি।**
- **০৬। মাজারে গরু, মহিষ, উট, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদি জবেহ করে।**

ইমাম আ'লা হযরত (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) স্বীয় "আস সানিয়্যাতুল আনিক্বাহ ফি ফাতাওয়া আফ্রিকাহ" কিতাবে ৬০নং প্রশ্নের উত্তরে বলেন- "আল্লাহ ব্যতীত কারো জন্য ফিক্বহী মান্নত নিষিদ্ধ। আউলিয়ায়ে কেরামের জন্য তাঁদের জাহিরী-বাতিনী জীবনে যে মান্নত করা হয়, তা ফিক্বহী মান্নত নয়। সাধারণ পরিভাষায়, বুযুর্গদের দরবারে যে উপঢৌকন দেয়া হয়, তাকে মান্নত বলা হয়। বাদশাহের দরবারে নযরানা দেয়া হয়ে থাকে। মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলভী'র ভাই মাওলানা শাহ রফিউদ্দীন সাহেব "রিসালায়ে নুযূর" এর মধ্যে লিখেছেন-

نذریکه اینجا مستعمل میشود نه بر معنی شرعی ست چه عرف آنست که آنچه پیش بزرگان می برند نذر و نیاز میکویند

– আমাদের দেশে যে মান্নত ব্যবহৃত হয়, তা শরঈ অর্থে মান্নত নয়। কারণ পরিভাষায়, বুযুর্গদের দরবারে যা দেয়া হয়, তাকে নযর-নিয়ায বলা হয়।

আরেফ বিল্লাহ আল্লামা আবদুল গণি নাবলুসী {১১৪৩ হি.} "আল হাদিকাতুন নাদিয়্যাহ" কিতাবে বলেছেন-

ومن هذا القبيل زيارة القبور والتبرك بضرائح الاولياء والصالحين والنذرلهم بتعليق ذالك على حصول شفاء اوقدوم غائب فانه مجازعن الصدقة على الخادمين بقبورهم كما قال الفقهاء فيمن دفع الزكاة لفقير وسماها قرضاصح لان العبرة بالمعنى لا باللفظ

– তারই অন্তর্ভূক্ত হলো কবর জিয়ারত করা, আউলিয়া ও নেককারদের মাযার থেকে বরকত হাসিল করা এবং আরোগ্য লাভ ও নিরুদ্দেশ ব্যক্তির আগমনের শর্তে তাঁদের জন্য মান্নত করা। কেননা তা রূপকার্থে মাযারের খেদমতগারদেরকে সদকা করা, যেমন ফুক্বাহায়ে কেরাম বলেছেন: কোন ফকিরকে যাকাত দানের সময় কর্জ উল্লেখ করলে তা শুদ্ধ হবে। কেননা শব্দ নয়, অর্থই গ্রহনযোগ্য। প্রকাশ থাকে যে, এ মান্নত ফিক্বহী হলে জীবিতদের জন্যও এ মান্নত হতো না। অথচ উভয়াবস্থায় মান্নত করার পরিভাষা বুযুর্গদের নিকট গ্রহণযোগ্য।

"ফতোয়ায়ে শামী" এর কিতাবুস সাওমের اموات শীর্ষক আলোচনায় এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে-

بِأَنْ تَكُونَ صِيغَةُ النَّذْرِ لِلَّهِ تَعَالَى لِلتَّقَرُّبِ إلَيْهِ وَيَكُونَ ذِكْرُ الشَّيْخِ مُرَادًا بِهِ فُقَرَاؤُهُ

– নযর বা মান্নতটা আল্লাহর ইবাদতের অভিপ্রায়ে হয়ে থাকবে এবং বুযুর্গের কবরের কাছে অবস্থানরত ফকিরগণ এর হক্বদার হবে।[৬৫] এবং এটাই বিশুদ্ধ অভিমত।"

- **০৭। মৃত্যুকে কেন্দ্র করে কুলখানি, চল্লিশা আদায় করা।**

এর সমাধান ২নং আপত্তির অনুরূপ।

- **০৮। বিভিন্ন বৃদ্ধাঙ্গুলী চুম্বন করে খতম আদায় করে।**
- **০৯। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম শুনলে বৃদ্ধাঙ্গুলী চুম্বন করে।**

৮নং আপত্তিটি খুবই কৌতুহলোদ্দীপক। একজন মানুষের বৃদ্ধাঙ্গুলী কয়টি থাকে? আর একজন মানুষ 'বিভিন্ন বৃদ্ধাঙ্গুলী' কি প্রকারে চুম্বন করতে পারে? আর চুম্বনের খতম কিভাবে আদায় করা হয়? এগুলো আমাদেরও প্রশ্ন। আল্লাহ আপনাদের হেদায়াত দান করুন!

দ্বিতীয়ত: নবীজীর নাম শুনে বৃদ্ধাঙ্গুলী চুম্বন বিষয়ক আমলটি হলো একটি দ্বঈফ/দূর্বল হাদিসের উপর আমল। এই আমলটিকে বিদ'আত বলাটা হলো আপনাদের 'ক্বিয়াস' জনিত ফতোয়া। আর ইমাম যাহাবী {৭৪৮ হি.} বলেন-

قَالَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ: جَمِيعُ الْحَنَفِيَّةِ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ ضَعِيفَ الْحَدِيثِ أَوْلَى عِنْدَهُ مِنَ الْقِيَاسِ وَالرَّأْيِ

– ইমাম আবু মুহাম্মদ ইবনে হাযম বলেন, সকল হানাফীগণ এ বিষয়ে একমত যে, কোনো আলিমের নিজ ক্বিয়াস এবং রায় হতে দ্বঈফ সনদের হাদিসের উপর আমল করা উত্তম।[৬৬]

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আল্লামা বদরুদ্দীন আইনি {৮৫৫ হি.} তদীয় "উমদাতুল ক্বারী শরহে সহীহুল বুখারী" এর ভূমিকায় দ্বঈফ হাদিসের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন-

وقد جوز العلماء التساهل فى الضعيف من غير بيان ضعفه فى المواعظ والقصص وفضائل الاعمال

– উলামায়ে কেরামের নিকট দ্বঈফ হাদিস ওয়াজ ও কাহিনীর জন্য এবং ফাযায়েলে আমলের জন্য গ্রহণযোগ্য।[৬৭]

আরেক বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী {১০১৪ হি.} বলেন-

قُلْتُ وَإِذَا ثَبَتَ رَفْعُهُ عَلَى الصَّدِّيقِ فَيَكْفِي الْعَمَلُ بِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسِنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِين من بعدى

– আমার কথা হলো, হাদিসটির সনদ যেহেতু হযরত আবু বকর সিদ্দীক্ব (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) পর্যন্ত প্রসারিত (মারফূ' হিসেবে প্রমাণিত), সেহেতু আমলের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। কেননা হুযূর ﷺ ইরশাদ

---

[৬৫] রাদ্দুল মুহতার কৃত ইমাম ইবনে আবিদীন শামী, ২/৪৩৯ পৃষ্ঠা
[৬৬] তারিখুল ইসলাম কৃত ইমাম যাহাবী, ৩/৯৯০ পৃষ্ঠা, ক্রমিক নং- ৪৪৫
[৬৭] উমদাতুল ক্বারী শরহে সহীহুল বুখারী কৃত আল্লামা আইনি, ১/৯ পৃষ্ঠা

করেছেন, তোমরা আমার পর আমার সুন্নাত ও আমার খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরো (সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং- ৪৬০৭)।[৬৮]

আর দ্বঈফ/দূর্বল হাদিসের উপর আমল এবং বৃদ্ধাঙ্গুলী চুম্বনের মাসআলার ব্যাপারে ইমাম আ'লা হযরত (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) স্বতন্ত্র পুস্তিকা প্রণয়ন করেছেন, যার নাম "মুনীরুল আইন ফি হুকমি তাক্বীলুল ইবহামাইন।" যেখানে সম্পূর্ণ উসূলে হাদিস এবং ফিক্বহের আলোকে বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে। আল্লাহ আপনাদের সদবুদ্ধি দান করুন!

- **১০। অলি আওলিয়াদের কবরের নিকট বরকতের জন্য দোয়া করা।**

৩নং আপত্তিতে আলোচনা করা হয়েছে।

- **১১। দোয়ায় মৃত নবী, পীর ও অলি আওলিয়াদের অছিলা দিয়ে দোয়া করে।**

উসীলা অবশ্যই জায়েয। সূরা মায়েদার ৩৫নং আয়াত এর প্রমাণ। "মুসনাদে আহমাদ" কিতাবে হযরত আলী (কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুল কারীম) হতে বর্ণিত আছে, নবীজী ﷺ বলেন-

الابدال يكونون بالشام وهم أربعون رجلا، كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا، يسقى بهم الغيث، وينتصر بهم على الأعداء، ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب

– আবদাল শাম দেশেই হয়, যাদের সংখ্যা ৪০ জন। যখন একজন মারা যায়, অন্য একজন দ্বারা ঐ স্থান পূর্ণ করা হয়। এই আবদালের উসীলায় আকাশ হতে বৃষ্টি হয়, শত্রুর উপর বিজয় লাভ করে ও তাদের উপর থেকে গজব দূরীভূত হয়। (১/১১২)

এই হাদিস উল্লেখ করে আহলে হাদিস আলিম মৌলভী আবদুর রাহমান আযিমাবাদী বলেন-

قال المناوي في شرح الجامع الصغير بإسناد صحيح

– ইমাম মানাভী {১০৩১ হি.} "জামেউস সগীর" এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেন, হাদিসটির সনদ বিশুদ্ধ।[৬৯]

ইমাম যাহাবী {৭৪৮ হি.}, যিনি হাফেয ইবনে তাইমিয়া {৭২৮ হি.} এর ছাত্র, তিনি বলেছেন-

وَالدُّعَاءُ مُسْتَجَابٌ عِنْدَ قَبْرِهَا، بَلْ وَعِنْدَ قُبُوْرِ الأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ،وَفِي المَسَاجِدِ، وَعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ، وَفِي السَّفَرِ المُبَاحِ، وَفِي الصَّلاَةِ، وَفِي السَّحَرِ، وَمِنَ الأَبَوَيْنِ، وَمِنَ الغَائِبِ لأَخِيْهِ، وَمِنَ المُضْطَرِّ، وَعِنْدَ قُبُوْرِ المُعَذَّبِيْنَ وَفِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِيْنٍ

– তাঁর (হযরত হাসান ইবনে যায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কবর শরীফের কাছে দোয়া কবুল হয়। বরং সকল নবীগণ, সালেহীনগণের মাজারের নিকট, মসজিদে, আরাফায়, মুজদালিফায়, বৈধ সফরে, নামাজে, সাহরীর

[৬৮] মাওদ্বুআতুল কাবীর কৃত আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী, ৩১৬ পৃষ্ঠা, হাদিস নং- ৪৫৩
[৬৯] আওনুল মা'বুদ আলা শরহে সুনান আবি দাউদ কৃত মৌলভী আযিমাবাদী, ৮/১৫১ পৃষ্ঠা

সময়, পিতা-মাতার সাথে, অনপুস্থিত ভাইয়ের জন্য, আযাবপ্রাপ্ত কবরবাসীর নিকটে এবং সকল সময়ে দোয়া কবুল হয়।[৭০]

ইমাম যাহাবী {৭৪৮ হি.} আরো বলেন- قُلْتُ: وَالدُّعَاءُ مُسْتَجَاب عِنْد قُبُوْر الأَنْبِيَاء وَالأَوْلِيَاء অর্থাৎ, আমি বলছি: আম্বিয়া এবং নেককার বান্দাদের কবরের নিকটে গেলে দোয়া কবুল হয়।[৭১]

এর আগের পৃষ্ঠায় ইমাম যাহাবী {৭৪৮ হি.} উল্লেখ করেন- وَالدُّعَاءُ عِنْد قَبْرِهِ مُسْتَجَابٌ অর্থাৎ, তাঁর (ইমাম আবু বকর আহমাদ ইবনে আলী ইবনে ইবনে মুহাম্মদ ইবনুল ফারাজ ইবন লাআল হামাযানী শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) কবরের নিকট গেলে দোয়া কবুল হয়।

অতএব বোঝা গেলো, যে ব্যক্তি উসীলার ব্যাপারে নাজায়েয মত পোষণ করে, সে নিজে মূলত: গোমরাহীর মধ্যেই লিপ্ত আছে।

- **১২। স্বপ্নকে শরিয়তের দলিল মনে না করলেও প্রমান হিসাবে ব্যবহার করে।**

যাকারিয়া সাহেব এটির দ্বারা কি বুঝালেন, তা আমার বুঝে আসেনি।

- **১৩। পীর বা শায়েখের ধ্যান করে।**

প্রথমে শায়খ যাকারিয়া 'তাসাউফ' তত্ত্বের ব্যাপারে একটা ভিডিও "তাসাউফ এবং কাশফের ব্যাপারে আমাদের অবস্থান কি হবে?" এর লিংক দিচ্ছি- (https://youtu.be/gERvNpnLTLw)

এখানে তিনি 'তাসাউফ' শব্দের প্রতি নেতিবাচক অবস্থান এবং একে কুরআন-সুন্নাহর বাইরে যাবার উপায় হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। অথচ, বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী {১০১৪ হি.} স্বীয় কিতাবে উল্লেখ করেন-

من تفقة ولم يتصوف فقد تفشق ومن تصوف ولم ينفقة فقد تزندق ومن جمع بينها فقد تحقق

– ইমাম মালিক ইবনে আনাস {১৭৯ হি.} বলেছেন, যে ব্যক্তি শুধু ফিক্বহ (শরিয়ত) মানে ও পালন করে, অথচ তাসাউফ অস্বীকার করে, সে ব্যক্তি ফাসিক। পক্ষান্তরে যে শুধু তাসাউফ মানে ও পালন করে, আর ফিক্বহ (শরিয়ত) অস্বীকার করে, সে যিন্দিক। আর যে উভয়টিকে মেনে চলে সেই প্রকৃত মু'মিন।[৭২]

শায়খ যাকারিয়ারা তাসাউফের অস্বীকৃতিজনিত কারণে অন্ধত্বের বশবর্তী হয়ে 'তাসাউউরে শায়খ' বা শায়খের ধ্যান করার বিষয়গুলোকে বিকৃত ভাবে উপস্থাপন করেন। এই বিষয়গুলো অত্যন্ত জটিল এবং অল্প কথায়

---

[৭০] সিয়ারু আলামুন নুবালা কৃত ইমাম যাহাবী, ১০/১০৭ পৃষ্ঠা
[৭১] সিয়ারু আলামুন নুবালা কৃত ইমাম যাহাবী, ১৭/৭৭ পৃষ্ঠা
[৭২] *শরহে আইনুল ইলম ওয়া যাইনুল হিলম কৃত আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী, ১/৩৩ পৃষ্ঠা *হাশিয়াতু আল্লামা আলী আল 'আদাওয়ী আলা শরহে ইমাম যুরক্বানী আলা মাতানিল আযিয়তু ফি ফিক্বহিল মালিকি, ৩/১৯৫ পৃষ্ঠা

ব্যাখ্যাযোগ্য নয়। তথাপি আমি কেবল কিছু সিদ্ধান্ত এখানে দেখাচ্ছি, যাঁদের কথা আহলে হাদিস বা সালাফীগণও অস্বীকার করেন না সচরাচর।

সালাফিদের অত্যন্ত মান্যবর, আহলে সুন্নাতের ইমাম, আল্লামা শায়খ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী {১১৭৬ হি.} স্বীয় "আল ক্বওলুল জামীল" কিতাবে প্রধান প্রধান ত্বরীকাসমূহ এবং এদের বিস্তারিত দর্শন আলোচনা করেছেন। ধ্যানের ব্যাপারে এককথায় তিনি যা বলেছেন, তার ব্যাখ্যা নিয়ে নি:সন্দেহে বড় কিতাব লিখা সম্ভব।

সে কিতাবে শায়খ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী {১১৭৬ হি.} উল্লেখ করেন-

واذا غاب الشيخ عنہ یتخیل صورتہ بین عینیہ بوصف المحبة والتعظیم فتفید صورتہ ماتفیں صحبتہ

– যখন কেউ স্বীয় শায়খ হতে দূরে (অবস্থানগত) থাকে, তখন মুহাব্বত এবং তা'যীম এর সাথে শায়খের সূরত নিজের চোখে উপর কল্পনা (ধ্যান) করবে। তখন তাঁর সূরত (ঐ ব্যক্তির যিকর-আযকারকালে) সমপরিমাণ কার্যকর ভূমিকা পালন করবে, যেমনটা শায়খের মজলিসে সরাসরি দর্শনকালে হয়ে থাকে।[৭৩]

চিশতিয়া ত্বরীকার অধ্যায়ে মুরাকাবা বা ধ্যান এর ব্যাপারে তিনি লিখেন- আল্লাহর নাম এবং কালাম সমূহ মুখে উচ্চারণ করার মাধ্যমে কিংবা হৃদয়ের মধ্যে ঐ বিষয়ের মর্ম উপলব্ধির আশায় এমন ভাবে নিমগ্ন হওয়া, যাতে ঐ কালাম এবং নামের মর্ম ব্যতীত অন্য কিছুই অন্তরে না আসে, এর নামই মুরাক্বাবা।

উল্লেখ্য যে, স্বীয় শায়খের (পীরের) সাথে এরূপ মহব্বত ও ভালবাসা রাখতে হবে, যেন ক্ষণিকের জন্যেও তার বিস্মরণ না হয় এবং সব সময় পীরের আদেশ ও নিষেধ সম্মান ও তা'যীমের সাথে মান্য করে চলবে।[৭৪]

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী {১১৭৬ হি.} স্বীয় "আল ইনতিবাহ ফি সালাসিলে আউলিয়া আল্লাহ" কিতাবের ৯২ পৃষ্ঠায় (করাচী হতে প্রকাশিত) উল্লেখ করেন- صورت مرشد پشي خود تصویر کر بعد ذکر گوید অর্থাৎ, দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, নিজের সামনে স্বীয় শায়খের ধ্যান করা, অতঃপর যিকির-আযকারে রত হওয়া।[৭৫]

আর এই সমস্ত কথা উল্লেখ করেছেন ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আ'লা হযরত (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) স্বীয় "আল ইয়াকুতাতিল ওয়াসিত্বাহ ফি ক্বালবি ঈক্বদুর রাবিত্বাহ" নামক রিসালাতে।

তাসাউফের শায়খ হলেন একজন শিক্ষক। উনার দেয়া পাঠসমূহ (যা কুরআন এবং হাদিসের হয়ে থাকে) অধ্যায়ন বা আদায় কালে কোনো কোনো ত্বরীকায় শায়খের ধ্যান করাটার কথা বর্ণিত আছে। এটা ঠিক সেরকমই, যেমনটা আপনি কোনো শিক্ষকের কাছ থেকে একটা অংক শিখলেন, পরীক্ষার হলে বসে কেবল অংকটি করার সময় 'আমার শিক্ষক আমাকে এই নিয়মে অংকটি করিয়েছেন' এই ধারণাটা মনে মনে আনার সদৃশ। অতএব, পীরের ধ্যান করাটা কি প্রকারে নাজায়েয কাজ হতে পারে? আগেই উল্লেখ করেছি, এসব বিষয় তাসাউফের সাথে

[৭৩] আল ক্বওলুল জামীল কৃত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী, ৭১-৭২ পৃষ্ঠা, করাচি হতে প্রকাশিত
[৭৪] আল ক্বওলুল জামীল কৃত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী, ৫৮ পৃষ্ঠা (২০১১ সালে বাংলায় অনূদিত)
[৭৫] আত তুহফাতুল আখইয়ার ফি দাফ'ঈশ শারারাতিল আশরার কৃত আল্লামা মুফতী সাইয়্যিদ আমিনুল হক্ব ফরহাদাবাদী, ২/৪৭ পৃষ্ঠা

সম্পর্কিত। সবকিছু গভীর ভাবে না জেনে উলট-পালট বক্তব্যের দ্বারা নিজের মূর্খতা অন্যের নিকট প্রকাশ করাটা কখনোই উচিত নয়।

- **১৪। ইসলাহ বা সংশোধনের জন্য যে কোনো একটা তরিকা গ্রহণ করতেই হবে মনে করে।**

আত্মশুদ্ধির পথ মানুষ নিজে নিজে আবিষ্কার করতে সমর্থ নয়। কুরআন-হাদিস গবেষণা করে মানুষ মুজতাহিদ তো হতে পারে, কিন্তু মা'রিফাত বা সত্যিকারের বা বিশেষ প্রকারের জ্ঞান (ইলমে লাদুন্নী) ব্যক্তি নিজের দ্বারা অর্জন করতে অক্ষম। হযরত মুসা (আলাইহিসসালাম) ইলমে লাদুন্নীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হযরত খিযির আলাইহিসসালাম এঁর মধ্যে দেখেছিলেন। লক্ষ লক্ষ হাদিসের হাফিয এবং ইমাম বুখারী-ইমাম মুসলিমের শিক্ষক, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল {২৪৫ হি.} নিজে একটি মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা হবার সত্ত্বেও ইমাম বিশর আল হাফী {২২৭ হি.} এঁর নিকট ত্বরীকতের দীক্ষা নিয়েছিলেন। জগৎবিখ্যাত ইমাম, ইমামুল মুহাদ্দিসীন আল মুজাদ্দিদ আল মুজতাহিদ আল্লামা ইবনে হাজার আসক্বালানী {৮৫২ হি.} এঁর ত্বরীকতের পীর ছিলেন ইমাম শায়খ সৈয়্যদ মাদইয়ান। ইমামুত ত্বাবিয়ীন হযরত হাসান বসরী {১১০ হি.} এঁর ত্বরীকতের শায়খ ছিলেন মাওলায়ে কায়েনাত হযরত আলী আল মুরতাদ্বা (কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুল কারীম) নিজে। আপনি নতুন কোনো শ্রেণিতে উঠলে শিক্ষক ব্যতীত কিছুই যেমন শিখতে পারবেন না, তেমনি আপনার নফসকে নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতি আপনি কখনোই নিজে শিখতে পারবেন না! বিশ্বাস না হয় চেষ্টা করে দেখুন!

ইমাম আ'লা হযরত এঁর যুগান্তকারী ফতোয়া এবং সন্দেহের অবসান

এ পর্বে আমরা তিনটি বিষয় তুলে ধরবো। সেগুলো হলো- (১) ফতোয়ায়ে দারুল ইসলাম, (২) ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রসঙ্গ এবং (৩) ইংরেজদের প্রতি ইমাম আ'লা হযরত (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) এঁর মনোভাব।

ফতোয়ায়ে দারুল ইসলাম:

প্রথমত, কেনো ইমাম আ'লা হযরত (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) অবিভক্ত পাক-ভারতীয় উপমহাদেশকে দারুল ইসলাম হিসেবে ঘোষণা করেন, তা জানতে হবে। তার পূর্বে 'দারুল ইসলাম' কি এবং 'দারুল হারব' কি, সে বিষয়ে আলোকপাত করা আবশ্যক।

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়্যিম জাওযিয়াহ {৭৫১ হি.} বলেন-

قَالَ الْجُمْهُورُ: دَارُ الْإِسْلَامِ هِيَ الَّتِي نَزَلَهَا الْمُسْلِمُونَ، وَجَرَتْ عَلَيْهَا أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ، وَمَا لَمْ تَجْرِ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ لَمْ يَكُنْ دَارَ إِسْلَامٍ، وَإِنْ لَاصَقَهَا، فَهَذِهِ الطَّائِفُ قَرِيبَةٌ إِلَى مَكَّةَ جِدًّا وَلَمْ تَصِرْ دَارَ إِسْلَامٍ بِفَتْحِ مَكَّةَ

– অধিকাংশ ফক্বীহগণ বলেন, 'দারুল ইসলাম' ওই ভূখন্ডকে বলে, যেখানে মুসলমানরা বসবাস করে এবং তথায় ইসলামি বিধি-বিধান চালু থাকে। আর যেখানে ইসলামী বিধি-বিধান চালু থাকবে না, সেটা 'দারুল ইসলাম' হবে

না; যদিও তা দারুল ইসলামের সাথে লাগোয়া অঞ্চল হোক। দেখুন, এই যে মক্কার অদূরেই অবস্থিত তায়েফ, মক্কা বিজয় হওয়া সত্ত্বেও সেটি 'দারুল ইসলাম' হয়ে যায়নি।[৭৬]

আল্লামা মানসুর ইবনে ইউনুস হাম্বলী {১০৫১ হি.} বলেন-

وَتَجِبُ الْهِجْرَةُ عَلَى مَنْ يَعْجِزُ عَنْ إظْهَارِ دِينِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ، وَهِيَ مَا يَغْلِبُ فِيهَا حُكْمُ الْكُفْرِ

– 'দারুল হারব'-এ অবস্থান করে যে ব্যক্তি দ্বীন প্রকাশ্যে পালন করতে অক্ষম হবে, তার জন্য হিজরত করা আবশ্যক। আর 'দারুল হারব' হলো এমন ভূখন্ড, যেখানে কুফরের সংবিধান বিজয়ী।[৭৭]

অর্থাৎ, এর বিপরীতটা দারুল ইসলামের বৈশিষ্ট্য।

আহলে হাদিসদের মান্যবর ক্বাযী শাওকানী {১২৫০ হি.} বলেন-

اَلْاِعْتِبَارُ بِظُهُوْرِ الْكَلِمَةِ فَإِنْ كَانَتِ الْأَوَامِرُ وَالنَّوَاهِيْ فِي الدَّارِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ بِحَيْثُ لَا يَسْتَطِيْعُ مَنْ فِيْهَا مِنَ الْكُفَّارِ أَنْ يَتَظَاهَرَ بِكُفْرِهِ إِلاَّ لِكَوْنِهِ مَأْذُوْنًا لَهُ بِذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَهَذِهِ دَارُ إِسْلَامٍ وَلَا يَضُرُّ ظُهُوْرُ الْخِصَالِ الْكُفْرِيَّةِ فِيْهَا لِأَنَّهَا لَمْ تَظْهَرْ بِقُوَّةِ الْكُفَّارِ وَلَا بِصَوْلَتِهِمْ كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ فِيْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنَ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى وَالْمُعَاهِدِيْنَ السَّاكِنِيْنَ فِي الْمَدَائِنِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ الْعَكْسَ فَالدَّارُ بِالْعَكْسِ

– ধর্মের বিজয়ের ভিত্তিতে 'দার' বিবেচ্য হবে। অতএব, যদি কোনো ভূখন্ডে আদেশ-নিষেধ জাতীয় সকল আইন-কানুন মুসলিমদের হয়, তথায় অবস্থানকারী কাফেররা মুসলিমদের পক্ষ থেকে অনুমতিপ্রাপ্ত হওয়া ছাড়া কুফরি কোনো কাজ করার ক্ষমতা রাখে না, তাহলে এটা হলো 'দারুল ইসলাম'। এ ভূখন্ডে কিছু কুফরি কাজকর্মের অস্তিত্ব থাকায় 'দারুল ইসলাম' হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হবে না। কেননা, এসব কুফরি কাজ কাফেরদের শক্তি ও দাপটের ভিত্তিতে প্রকাশ হয়নি; যেমনটি ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসরত ইহুদি, খ্রিষ্টান ও চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম জিম্মিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর বিষয়টি যদি এর (তথা দারুল ইসলামের সংজ্ঞার) উল্টো হয়, তাহলে 'দার' ও উল্টোটা (মানে হারব) হবে।[৭৮]

এ থেকে বুঝা গেলো, কোনো অঞ্চলের শাসন ব্যবস্থা আল্লাহর শাসন ব্যবস্থার বিপরীত শিরকি-কুফরি হলে তা 'দারুল হারব' বা 'যুদ্ধে দার/অঞ্চল' হবে। আর অন্যথায় তা দারুল ইসলাম হবে।

এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, অবিভক্ত উপমহাদেশে ইংরেজ কর্তৃত্ব সম্পূর্ণতা পাবার আগ পর্যন্ত অঞ্চলটি 'দারুল ইসলাম' ছিল। এরপর তা 'দারুল হারব'-এ পরিণত হয়েছে কিনা, তা বুঝতে পারলে স্পষ্ট হবে যে, ইমাম আ'লা হযরত (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) এঁর ফতোয়া ভুল ছিলো নাকি সঠিক ছিলো।

হানাফী ফিক্বহের বিখ্যাত কিতাব "ফাতাওয়া আল হিন্দিয়্যাহ" এর মধ্যে উল্লেখ আছে-

---

[৭৬] আহকামু আহলিয যিম্মাহ, ২/৭২৮ পৃষ্ঠা

[৭৭] কাশশাফুল ক্বিনা' আন মাতানিল ইক্বনা', ৩/৪৩ পৃষ্ঠা, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন

[৭৮] আস সা-ইলুল জাররার, ৯৭৬ পৃষ্ঠা, দারু ইবন হাযম

انما تصير دار الاسلام دارالحرب عندابي حنيفة بشروط ثلاثة، احدها اجراء احكام الكفار على سبيل الاشتهار وان لايحكم فيها بحكم الاسلام ، ثم قال و صورة المسئلة ثلاثة اوجه اما ان يغلب اهل الحرب على دار من دور نا او ارتد اهل مصر غلبوا واجر واالحكام الكفر او نقض اهل الذمة العهد و تغلبواعلى دارهم ففي كل من هذه الصور لاتصير دار حرب الابثلاثة شروط،

– ইমামে আ'যম আবু হানীফা {১৫০ হি.} এঁর মতে, 'দারুল ইসলাম' কেবল তিনটি শর্তের উপরই 'দারুল হারব'-এ পরিণত হতে পারে। প্রথমত, যদি ঐ অঞ্চলে কাফিরদের সংবিধান জারী হয়ে যায় এবং সেখানে যদি কোনোভাবেই ইসলামের কোনো হুকুম আরোপ করা না যায়। এরপর তিনি বলেন, তিনভাবে সমস্যাটি তৈরী হতে পারে- (১) হয় 'আহলে হারব' বা হারবের অধিবাসীরা আমাদের অঞ্চলের উপর যুদ্ধ করে জয়লাভ করে ফেলে, (২) অথবা আমাদের 'দারুল ইসলাম' অঞ্চলের কোনো শহরের অধিবাসীরা মুরতাদ/ধর্মত্যাগী হয়ে গেলো এবং সেখানে কাফিরদের হুকুম জারী করে নিলো, (৩) অথবা জিম্মি কাফেরগণ তাদের চুক্তিভঙ্গ করে দারুল ইসলামের দখলদারিত্ব নিয়ে ফেলে এবং সেখানে কুফরি হুকুম চালু করে দেয়। এই সকল পরিস্থিতিতে কোনো এলাকা দারুল ইসলাম হতে তিন শর্তের আলোকে দারুল হারবে পরিণত হবে।[৭৯]

শায়খুল ইসলাম ফি দাওলাতে ঊসমানিয়্যাহ আল্লামা মোল্লা খসরু হানাফী {৮৮৫ হি.} উল্লেখ করেন-

دارالحرب تصير دار الاسلام باجراء احكام الاسلام فيها كا قامة الجمعة والاعيادوان بقى فيها كافر اصلى ولم يتصل بدارالاسلام بأن كان بينها وبين دار الاسلام مصر أخر لاهل الحرب

– দারুল হারবে ইসলামী আহকাম জারী করার মাধ্যমে দারুল ইসলামে পরিণত হয়ে যায়, যেমন জুমার সালাত, ঈদের সালাত প্রকাশ্যে আদায় করা। যদি ঐ এলাকা কাফের অধ্যুষিতও হয় এবং এর সাথে কোনো দারুল ইসলাম লাগোয়া না থাকে, তবুও দারুল হারব দারুল ইসলামে রূপান্তর হতে এটি কোনো প্রভাব ফেলবেনা। ঐ এলাকা এবং দারুল ইসলামের মাঝে কোনো হারব অঞ্চলও যদি পড়ে যায়, তথাপি (শরীয়তের প্রকাশ্য জারীর দ্বারা) এলাকাটি দারুল ইসলামে রূপান্তরিত হবে।[৮০]

হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত ফতোয়ার কিতাব "জামেউল ফুসূলাইন" এর মধ্যে উল্লেখিত আছে-

له ان هذه البلدة صارت دارالاسلام باجراء احكام الاسلام فيها فما بقى شيئ من احكام دارالاسلام فيها تبقى دار الاسلام على ماعرف ان الحكم اذا ثبت بعلة فما بقى شيئ من العلة يبقى الحكم بقائه، هكذا ذكر شيخ الاسلام ابو بكر في شرح سير الاصل

– ইমাম আবু হানীফা {১৫০ হি.} এঁর মতে, দারুল হারবে ইসলামী আহকাম জারীর মাধ্যমেই তা দারুল ইসলামে পরিণত হয়ে যায়। সুতরাং, যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামী আহকাম সেখানে জারি থাকবে, দারুল ইসলাম ততদিন পর্যন্ত বজায় থাকবে। এটা এই কারণে যে, কোনো কারণে (ইসলামী) হুকুম যদি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং যতক্ষণ না পর্যন্ত ঐ হুকুমের কিছু অংশও বাকি থাকে, ততক্ষণ ঐ কিছু অংশের দরুন পুরো হুকুম (দারুল ইসলাম

[৭৯] ফাতাওয়া আল হিন্দিয়্যাহ, কিতাবুস সিয়ার, পঞ্চম পরিচ্ছেদ, ২/২৩২ পৃষ্ঠা, নুরানী কুতুবখানা, পেশোয়ার হতে প্রকাশিত
[৮০] দুরারুল আহকাম ফি শরহে গুরারুল আহকাম, কিতাবুল জিহাদ, ১/২৯৫ পৃষ্ঠা, মিশর হতে প্রকাশিত

হওয়াটা) বাকি থেকে যায়। এমনটাই উল্লেখ করেছেন শায়খুল ইসলাম ইমাম আবু বকর আস সারাখসী {৪৯০ হি.} স্বীয় "শরহে সিয়ার" কিতাবে।[৮১]

ইমাম কাসানী আল হানাফী {৫৮৭ হি.} বলেন-

وَجْهُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ إضَافَةِ الدَّارِ إلَى الْإِسْلَامِ وَالْكُفْرِ لَيْسَ هُوَ عَيْنَ الْإِسْلَامِ وَالْكُفْرِ، وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ هُوَ الْأَمْنُ وَالْخَوْفُ. وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْأَمَانَ إنْ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهَا عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَالْخَوْفُ لِلْكَفَرَةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ، فَهِيَ دَارُ الْإِسْلَامِ، وَإِنْ كَانَ الْأَمَانُ فِيهَا لِلْكَفَرَةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَالْخَوْفُ لِلْمُسْلِمِينَ عَلَى الْإِطْلَاقِ، فَهِيَ دَارُ الْكُفْرِ وَالْأَحْكَامُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْأَمَانِ وَالْخَوْفِ لَا عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْكُفْرِ، فَكَانَ اعْتِبَارُ الْأَمَانِ وَالْخَوْفِ أَوْلَى، فَمَا لَمْ تَقَعْ الْحَاجَةُ لِلْمُسْلِمِينَ إلَى الِاسْتِئْمَانِ بَقِيَ الْأَمْنُ الثَّابِتُ فِيهَا عَلَى الْإِطْلَاقِ، فَلَا تَصِيرُ دَارَ الْكُفْرِ، وَكَذَا الْأَمْنُ الثَّابِتُ عَلَى الْإِطْلَاقِ لَا يَزُولُ إلَّا بِالْمُتَاخَمَةِ لِدَارِ الْحَرْبِ، فَتَوَقَّفَ صَيْرُورَتُهَا دَارَ الْحَرْبِ عَلَى وُجُودِهِمَا مَعَ أَنَّ إضَافَةَ الدَّارِ إلَى الْإِسْلَامِ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ لِمَا قُلْتُمْ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ لِمَا قُلْنَا، وَهُوَ ثُبُوتُ الْأَمْنِ فِيهَا عَلَى الْإِطْلَاقِ لِلْمُسْلِمِينَ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ لِلْكَفَرَةِ بِعَارِضِ الذِّمَّةِ وَالِاسْتِئْمَانِ، فَإِنْ كَانَتْ الْإِضَافَةُ لِمَا قُلْتُمْ تَصِيرُ دَارَ الْكُفْرِ بِمَا قُلْتُمْ. وَإِنْ كَانَتْ الْإِضَافَةُ لِمَا قُلْنَا لَا تَصِيرُ دَارَ الْكُفْرِ إلَّا بِمَا قُلْنَا، فَلَا تَصِيرُ مَا بِهِ دَارُ الْإِسْلَامِ بِيَقِينٍ دَارَ الْكُفْرِ بِالشَّكِّ وَالِاحْتِمَالِ عَلَى الْأَصْلِ الْمَعْهُودِ أَنَّ الثَّابِتَ بِيَقِينٍ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ وَالِاحْتِمَالِ، بِخِلَافِ دَارِ الْكُفْرِ حَيْثُ تَصِيرُ دَارَ الْإِسْلَامِ؛ لِظُهُورِ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ فِيهَا؛ لِأَنَّ هُنَاكَ التَّرْجِيحَ لِجَانِبِ الْإِسْلَامِ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى فَزَالَ الشَّكُّ عَلَى أَنَّ الْإِضَافَةَ إنْ كَانَتْ بِاعْتِبَارِ ظُهُورِ الْأَحْكَامِ، لَكِنْ لَا تَظْهَرُ أَحْكَامُ الْكُفْرِ إلَّا عِنْدَ وُجُودِ هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ أَعْنِي الْمُتَاخَمَةَ وَزَوَالَ الْأَمَانِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهَا لَا تَظْهَرُ إلَّا بِالْمَنَعَةِ، وَلَا مَنَعَةَ إلَّا بِهِمَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

– ইমাম আবু হানীফা {১৫০ হি.} এঁর বক্তব্যের কারণ হলো, দার-কে ইসলাম ও কুফরের সঙ্গে সম্পর্কিত করার দ্বারা আসলে তো ইসলাম কিংবা কুফরের হাক্বীকৃত উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হলো, আমান (নিরাপত্তা) ও খাওফ (ভীতি)। এর অর্থ হলো, যদি সাধারণভাবে মুসলমানদের জন্য আমান (নিরাপত্তা) থাকে, আর কাফেরদের জন্য স্বাভাবিকভাবে খাওফ (ভীতি) থাকে, (পূর্ণ নিরাপত্তা পেতে হলে তাদের আলাদা চুক্তি করার প্রয়োজন হয়), তাহলে তা 'দারুল ইসলাম'। আর যদি সাধারণভাবে মুসলমানদের জন্য খাওফ (ভীতি) থাকে আর কাফেরদের জন্য স্বাভাবিকভাবে থাকে আমান (নিরাপত্তা), তাহলে তা হবে 'দারুল কুফর'। হুকুমের ভিত্তি হলো আমান ও খাওফের উপর; বাস্তবিক ইসলাম ও কুফরের উপর নয়। তাই আমান ও খাওফ-কেই বিবেচনায় নেওয়া উত্তম। তো যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানদেরকে নিরাপত্তা প্রার্থনা করতে হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত সাধারণভাবে আমান বহাল রয়েছে ধরা হবে; তাই তা 'দারুল কুফর'-এ পরিণত হবে না। তেমনিভাবে সাধারণ নিরাপত্তা তখনই বিনষ্ট হওয়া সম্ভব, যখন সে অঞ্চলটি 'দারুল হারব' সংলগ্ন হবে। তাহলে 'দারুল ইসলাম', 'দারুল হারব'-এ পরিণত হওয়ার জন্য দুটো বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। এক. আমান (নিরাপত্তা) নষ্ট হওয়া, দুই. 'দারুল হারব' সংলগ্ন অঞ্চল হওয়া। 'দার'-কে ইসলামের দিকে নিসবত করার হেতু সেটাও হতে পারে, যা সাহিবাইন বলেছেন। আবার তা-ও হতে পারে, যা ইমাম আবু হানীফা (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) এঁর পক্ষে আমরা বলছি। অর্থাৎ, সাধারণভাবে মুসলমানদের জন্য নিরাপত্তা সাব্যস্ত থাকা। কাফিরদের জন্য নিরাপত্তা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য আলাদা

[৮১] জামেউল ফুসূলাইন, ফুসূলিল আউয়াল ফিল কাযায়ি, ১২ পৃষ্ঠা, ইসলামিয়া কুতুবখানা, করাচি

জিম্মাচুক্তি কিংবা ইসতিমান বা ভিসাচুক্তি প্রয়োজন। 'দার'-কে ইসলামের সঙ্গে সম্পর্কিত করার হেতু যদি তা হয়, যা সাহিবাইন বলেছেন, তাহলে কোনো অঞ্চল 'দারুল কুফর' হিসেবে গণ্য হবে সে কারণেই, যা তাঁরা উল্লেখ করেছেন। আর যদি এই সম্পর্কিতকরণের হেতু তা হয়, যা আমরা বলেছি, তাহলে দেশ তখনই 'দারুল হারব' হিসেবে গণ্য হবে, যখন আমাদের বর্ণিত শর্তগুলো পাওয়া যাবে। সুতরাং নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত 'দারুল ইসলাম' শুধু সন্দেহ-সম্ভাবনার কারণে 'দারুল কুফর'-এ পরিণত হবে না। কারণ, এই মূলনীতি স্বীকৃত যে, যা সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত, তা সন্দেহ-সম্ভাবনার কারণে বিদূরিত হয় না। কিন্তু 'দারুল হারব' এর বিষয়টি ভিন্ন। যেহেতু (আমরা জানি) 'দারুল হারব'-এ ইসলামী আইন ও শাসনব্যবস্থা চালু হলেই তা 'দারুল ইসলাম'-এ পরিণত হয়ে যায়। এর কারণ হলো, এখানে ইসলামের দিকটিকে প্রাধান্য দেওয়ার বিষয় রয়েছে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: ইসলাম (সর্বদা) বিজয়ী থাকবে, পরাজিত নয়। অতএব, সকল সংশয় নিরসন হয়ে গেলো। এছাড়াও (ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি এঁর পক্ষ হতে) বলা যায় যে, (ইসলাম বা কুফরের সাথে) 'দার'-এর সম্পৃক্তি যদি শুধু আইন ও শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার বিবেচনায়ও হয়, তবুও উপরিউক্ত দুই শর্ত- দারুল হারবের সংলগ্ন হওয়া ও পূর্বের নিরাপত্তাচুক্তি বাতিল হয়ে যাওয়া- না থাকলে কুফরি বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠা হওয়া সাব্যস্থ হয় না। কেননা সামরিক বাহিনী ছাড়া (তাদের কুফরি আইন ও শাসনব্যবস্থা) প্রতিষ্ঠা হওয়ার কথা কল্পনা করা যায় না। আর সামরিক বাহিনী পূর্বের দুই শর্তের উপস্থিতি ছাড়া সম্ভব নয়।[৮২]

বিখ্যাত "শরহে নেক্বায়া" কিতাবে উল্লেখ আছে-

لا خلاف ان دار الحرب تصير دار الاسلام بجراء بعض احكام الاسلام فيها

– এ ব্যাপারে কোনো মতানৈক্য নেই যে, ইসলামের কিছু আহকাম জারি হওয়ার মাধ্যমে 'দারুল হারব' পরিবর্তিত হয়ে 'দারুল ইসলাম' হয়ে যায়।[৮৩]

আর একেবারে ভেঙ্গে ফক্বীহ আল্লামা ত্বাহত্বাভী {১২৩১ হি.} "দুররুল মুখতার" এর টীকায় উল্লেখ করেন-

باجراء احكام اهل الشرك اى على الاشتهار وان لايحكم فيها بحكم اهل الاسلام ،بندية وظاهره انه لو اجريت احكام المسلمين واحكام اهل الشرك لا تكون دار حرب

– এই কথাটির باجراء احكام اهل الشرك বা, 'মুশরিকদের হুকুম জারীর দ্বারা কোনো অঞ্চল দারুল হারব হয়ে যায়' এর অর্থ হলো, ঐ অঞ্চলে শিরকের হুকুম জারী হয়ে যাবে এবং ইসলামের কোনো হুকুমই জারী হবে না। হিন্দের ক্ষেত্রে, শিরকের হুকুম এবং ইসলামী হুকুম একত্রে প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানে 'দারুল হারব' থাকবে না।[৮৪]

ইংরেজদের শাসনব্যবস্থা লগ্নেই ইমাম আ'লা হযরত (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) জন্মগ্রহণ করেন (১৮৫৬ সালে)। আর দারুল হারব হওয়ার ব্যাপারে যারাই ফতোয়া দিয়েছেন, অধিকাংশই দারুল উলূম দেওবন্দের আলিম, এবং তাদের দারুল উলূম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬৬ সালে। আর কিছু হোক না হোক, আমরা ধরে নিচ্ছি

[৮২] বাদায়ে'উস সানায়ে', ৭/১৩০-১৩১ পৃষ্ঠা, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন
[৮৩] জামেউর রুমুয কৃত ইমাম শামসুদ্দীন কুহেস্তানী, ৪/৫৫৬ পৃষ্ঠা, ইরান হতে প্রকাশিত
[৮৪] হাশিয়াতুত ত্বাহত্বাভী আলাদ দুররুল মুখতার, ২/৪৬০ পৃষ্ঠা, দারুল মা'রিফাহ, বয়রুত, লেবানন

ন্যূনতম দারুল উলূম দেওবন্দের টিকে থাকা এবং সেখানে মৌলভীগণের শিক্ষাদান 'ইসলামী আহকাম জারী থাকা' এর দলিল। তথাপি, আল্লামা আবদুল হাই লাখনৌভি {১৩০৪ হি.} এবং মৌলভী আশরাফ আলী থানভীও ভারতবর্ষকে দারুল ইসলাম হবার পক্ষে ফতোয়া দেন।

দারুল হারব হয়ে গেলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ফরয হয়ে যেতো, অসংঘবদ্ধ ভারতবর্ষের পক্ষে তা সম্ভব ছিলো না। তখন যুদ্ধে জয়লাভ না করলে ভারতবর্ষ হতে হিজরত করা বাধ্যতামূলক ছিল। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন-

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ مُشْرِكٍ بَعْدَمَا أَسْلَمَ عَمَلًا، أَوْ يُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ

– কোনো মুশরিক ইসলাম গ্রহণের পরও আল্লাহ তার কোনো আমল কবুল করেন না, যতক্ষণ না সে মুশরিকদের (এলাকা) ত্যাগ করে মুসলিমদের কাছে (এলাকাতে) চলে আসে।[৮৫]

অতএব এটা স্পষ্ট হলো যে, ইমাম আ'লা হযরত (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) এঁর অনুসারে ভারত 'দারুল ইসলাম' হওয়াটা যুগান্তকারী ফতোয়া ছিল।

ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ প্রসঙ্গঃ

প্রথমে উল্লেখ করবো, জিহাদ না করার মর্মে বাতিল আক্বিদাপন্থী কিছু মানুষের বক্তব্য। সম্রাট বাহাদুর শাহ এঁর সময়কালে যখন আল্লামা ফযলে হক্ব খায়রাবাদী (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) এঁর ফতোয়া অনুসারে, মুসলিম নেতাদের অধীনে যুদ্ধের জন্য মুসলিমরা প্রস্তুত হয়েছিলো; তখন আল্লামা খায়রাবাদী সিদ্ধান্ত দিলেও মৌলভী শাহ ইসমাঈল দেহলভীর বক্তব্য কেমন ছিলো, তার কিয়দংশ তুলে ধরছি-

– ওয়াজের মাঝে, কোনো ব্যক্তি তার (ইসমাঈল) কাছে জানতে চায়, আপনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার কেনো ওয়াজ করেন না? তারাও তো কাফের। তার উত্তরে মৌলভী মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব বলেন যে, ইংরেজদের আমলে মুসলমানদের কষ্ট হচ্ছেনা। আর আমরা ইংরেজদের প্রজা, এ কারণে আমাদের ধর্মমতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে কোনো যুদ্ধে আমাদের শরীক না হওয়া ফরয।[৮৬]

– কলকাতায় অবস্থানকালে একবার ইসমাঈল শহীদ ওয়াজ করছেন, তখন এক ব্যক্তি মাওলানার কাছে প্রশ্ন করেন যে, ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা জায়েয কিনা? তার উত্তরে মাওলানা বলেন যে, এমন নিষ্টাবান ও নিরপেক্ষ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কোনোভাবে জায়েয নয়।[৮৭]

– কলকাতায় মাওলানা ইসমাঈল সাহেব ওয়াজ করা আরম্ভ করেন এবং শিখদের নির্যাতন এর অবস্থা পেশ করেন, তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে, আপনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে ফতোয়া কেনো দেন না? তিনি উত্তর দেন, তাদের

---

[৮৫] সুনান আন নাসায়ী, হাদিস নং- ২৫৬৮

[৮৬] মাক্বালাত-ই-স্যার সাইয়্যিদ আহমাদ, ৯/১৪২ পৃষ্ঠা

[৮৭] ছাওয়ানেহে আহমাদী, ৭৩ পৃষ্ঠা, মাতবুয়া-এ-ফারুক্বী, দিল্লী

বিরুদ্ধে জিহাদ করা কোনভাবে ওয়াজিব নয়। প্রথমত, আমরা তাদের প্রজা। দ্বিতীয়ত, আমাদের আরকান (ফরয কাজসমূহ) পালনে ওরা কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করেনা। তাদের রাজত্বে আমরা সামগ্রিকভাবে স্বাধীন। বরং কেউ তাদের উপর আক্রমণ করলে মুসলমানদের উপর ফরয হবে যে, তার সাথে যুদ্ধ করা এবং স্বাধীন সরকারের উপর যাতে কোনো দাগ না লাগে।[৮৮]

আহলে হাদিস আলিম নাওয়াব সিদ্দীক্ব হাসান খান ভোপালির ব্যাপারে উল্লেখ আছে- বৃটিশ সরকার সার্বিকভাবে এই রাজ্যের এবং বিশেষ করে দীনহীন সিদ্দীক্ব আলী খানের আনুগত্য ও শুভাকাংখা লক্ষ করেছেন।[৮৯]

তিনি অন্যত্র ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে বলেন- ভারতে সংঘটিত এই বিদ্রোহকে জিহাদ হিসেবে বর্ণনা করাই হল তাদেরই কাজ, যারা ইসলামকে বুঝেনা এবং দেশে গন্ডগোল, হট্টগোল বাধাতে চায়।[৯০]

অথচ সেসময় বাহাদুর শাহের নেতৃত্বে শত শত মানুষ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো।

অপরদিকে দেওবন্দীদের মান্যবর আলেম আশরাফ আলী থানভী সাহেব বৃটিশের পক্ষে বলেন- প্রাচীন কাল থেকে খ্রিষ্টানদের আইন ও ধর্ম অন্য কোনো ধর্মের বিরোধীতা করে না, অথবা সমাজে আমাদের সম্প্রদায়ের ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে না। তাই তাদের (বৃটিশদের) প্রজা হওয়া অনুমতি প্রাপ্ত।[৯১]

মাওলানা শাব্বির আহমাদ, আশরাফ আলী থানভী সম্পর্কে বলেন– হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী ছিলেন আমাদের পুণ্যবান আলিম ও বুযুর্গ। কিছু মানুষ এমনকি বলতেও শুনেছেন যে, তিনি সরকার (বৃটিশ) থেকে মাসিক ৬০০ রূপী গ্রহণ করতেন।[৯২]

মৌলভী হাফিজুর রহমান সিওহারভী তাবলীগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মৌলভী ইলিয়াস মেওয়াতী সম্পর্কে বলেন- মাওলানা ইলিয়াসের তাবলীগী আন্দোলন হাজী রশিদ আহমদের মাধ্যমে বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পেতো। পরবর্তীকালে এটা বন্ধ হয়ে যায়।[৯৩]

আমাদের বক্তব্য হলো, কেবল সন্দেহের বশে ইমাম আহমাদ রেযা (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) এঁর দিকে তর্জনী উত্থাপন করা অপেক্ষা যাদের ক্রিয়াকলাপে ইংরেজ প্রীতি স্পষ্ট হয়, তাদের প্রতি প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করা উচিত।

ইমাম আ'লা হযরত (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, সেগুলোর সমাধান এবং ভবিষ্যতের অবস্থার উপর স্বীয় ফাতাওয়া রযভিয়্যাহ'র মধ্যে কয়েকটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা রচনা করেছেন। যেমন-

(১) ই'লামুল আ'লাম বিআন্না হিন্দুস্তান দারুল ইসলাম

---

[৮৮] হায়াত-ই-তাইয়্যেবা, ২৯৬ পৃষ্ঠা
[৮৯] তারজুমানে ওহাবীয়্যাহ, ৯ ও ২৯ পৃষ্ঠা, লাহোর, ১৩১৩ হি.
[৯০] প্রাগুক্ত, ১০৬ পৃষ্ঠা
[৯১] ১০ই সফর ১৩৪৯ হি./১৯৩১ খ্রি. তথ্যসুত্র: রইস আহমদ জাফরী কৃত আওরাক্বে গাম, ৩২৪ পৃষ্ঠা
[৯২] মুক্বালামাতুস সাদারাইন কৃত মুহাম্মদ জাকী দেওবন্দী, ২৭শে জিলহজ্ব ১৩৬৪ হি. দারুল ইশা'আত, দেওবন্দ
[৯৩] প্রাগুক্ত, ৮ পৃষ্ঠা

(https://www.alahazratnetwork.org/hindustandarulislam/)

(২) আল মুহাজ্জাতুল মু'তামিনা ফি আয়াতিল মুমতাহিনা

(https://www.alahazratnetwork.org/ayatemumtahinnah/)

(৩) তাদবীরে ফালাহ ওয়া নাজাতে ইসলাহ

(http://www.marfat.com/BookDetailPage.aspx?bookId=68a35bc7-690c-4373-9ae9-3331017fcb33)

(৪) দাওয়ামুল আ'ইশ মিনাল আইম্মাতি মিন কুরাইশ

(https://www.alahazratnetwork.org/dawamulaish/)

এ পুস্তিকাগুলো পর্যালোচনা করলে হানাফী মাযহাব অনুসারে সঠিক বিষয়টি বুঝা যাবে। তবুও আমরা অল্প আলোচনা করছি।

মাওলানা লুৎফর রহমান ফরায়েজীর ফতোয়া অনুযায়ী 'দারুল আমান' বা 'দারুল ইসলাম'-এ জিহাদ করা বৈধ নয়। ahlehaqmedia.com ওয়েসাইটে গিয়ে প্রচ্ছদ > জিহাদ ও কিতাল > বাংলাদেশে কি জিহাদ করা ফরজ হয়ে গেছে? এই পোস্টে গেলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

যেহেতু তৎকালীন সময়কালের পরিস্থিতিতে 'দারুল ইসলাম' এর ঘোষণা হয়ে গিয়েছে, তাই তখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাটা ফরয হয়নি।

আবার এটি একটি দুনিয়াবী উদ্দেশ্যের যুদ্ধ বা আন্দোলন ছিলো। যেমনটা সকল ইতিহাসবিদরা এ ব্যাপারে মতামত পোষণ করেছেন যে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে 'জিহাদ' এর নাম দিয়ে মূলত: মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করে ইংরেজ খেদিয়ে, হিন্দু/কাফের (গান্ধী)-কে ক্ষমতায় বসানোই মূল লক্ষ্য ছিলো। ভারতবর্ষে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যের মূলে ইংরেজ বিতাড়নের উদ্দেশ্য মোটেও ছিল না।

সুনান তিরমিযী-তে উল্লেখ আছে, নবীজী ﷺ কিয়ামতে বিভিন্ন ব্যক্তির বিচার সম্পর্কে বর্ণনা দিচ্ছিলেন, এমন সময় বললেন-

وَيُؤْتَى بِالَّذِي قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ فِي مَاذَا قُتِلْتَ فَيَقُولُ أُمِرْتُ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِكَ فَقَاتَلْتُ حَتَّى قُتِلْتُ . فَيَقُولُ اللَّهُ ﷻ لَهُ كَذَبْتَ وَتَقُولُ لَهُ الْمَلاَئِكَةُ كَذَبْتَ وَيَقُولُ اللَّهُ بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ فُلاَنٌ جَرِيءٌ فَقَدْ قِيلَ ذَاكَ"."ثُمَّ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رُكْبَتِي فَقَالَ,"يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أُولَئِكَ الثَّلاَثَةُ أَوَّلُ خَلْقِ اللَّهِ تُسَعَّرُ بِهِمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"

– তারপর যে লোক আল্লাহ ﷻ এঁর রাস্তায় শাহাদাত বরণ করেছে, তাকে হাজির করা হবে। আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রশ্ন করবেন: তুমি কিভাবে নিহত হয়েছো? সে বলবে: আমি তো আপনার পথে জিহাদ করতে আদিষ্ট ছিলাম, কাজেই আমি জিহাদ করতে করতে শাহাদাত বরণ করেছি। আল্লাহ ﷻ বলবেন: তুমি মিথ্যা বলেছো, আর ফেরেশতারাও তাকে বলবে, তুমি মিথ্যাবাদী। আল্লাহ ﷻ আরো বলবেন: তুমি ইচ্ছাপোষণ করেছিলে লোকমুখে একথা প্রচার হোক যে, অমুক ব্যক্তি খুব সাহসী বীর। আর তাতো বলাই হয়েছে।

তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার হাঁটুতে হাত মেরে বললেন: হে আবূ হুরায়রাহ! কিয়ামত দিবসে আল্লাহ ﷻ সৃষ্টির মধ্য হতে এ তিনজন দ্বারাই প্রথমে জাহান্নামের আগুন প্রজ্বলিত করা হবে।[৯৪]

সে সময়ের প্রেক্ষাপটে 'জিহাদ' এর নাম দিয়ে মূলত: ভারত প্রতিষ্ঠা করা উদ্দেশ্য ছিলো, ইসলামী খেলাফত আন্দোলন প্রতিষ্ঠা উদ্দেশ্য ছিলো না। তাই এটি দুনিয়াবী বিষয়াদি সম্পর্কিত। আর তাই এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ, যার কারণে সে সময়ে 'জিহাদ' ফরয হয়নি।

তৃতীয়ত হলো- নেতৃত্ব। সম্রাট বাহাদুর শাহের নেতৃত্বে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আল্লামা ফযলে হক্ব খায়রাবাদী (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) ফতোয়া প্রদান করেন। যেহেতু মুসলিমদের নেতৃত্ব সে সময়ে বলবৎ ছিলো, তাই এতে ইমাম আ'লা হযরতের পরিবারও সরাসরি অংশগ্রহণ করেন। যেমন ইমাম আহলে সুন্নাত আ'লা হযরত (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) ছিলেন প্রখ্যাত ধর্মতত্ত্ববিদ ও ব্রিটিশবিরোধী যোদ্ধা মাওলানা রেযা আলী খাঁন বেরেলভী {১৮৬৬ খ্রি.} এঁর সুযোগ্য নাতি। জেনারেল বখত খানের সাথে ১৮৩৪ সালে মুরাদাবাদে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে মাওলানা রেযা আলী খাঁন (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) যুদ্ধ করেন। ব্রিটিশবিরোধী মুক্তিযোদ্ধারা তাঁকে 'মুজাহিদে কবীর' (বড় মুজাহিদ) বলে সম্বোধন করতেন। তিনি ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের জন্য পঁচিশটি ঘোড়া বিনামূল্যে দান করেন। ইংরেজ সৈন্যরা এ দানের উপর ক্ষুদ্ধ হয়ে তাঁর আরো পঁচিশটি ঘোড়া ছিনিয়ে নেয়।

ব্রিটিশ ঐতিহাসিক মিস্টার মিলিসন বলেন- যখন ব্রিটিশ নেতৃবৃন্দ হিন্দুস্থান দখল করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলো, তখন ঐ সময়ে মাওলানা ফযলে হক্ব খায়রাবাদী, মাওলানা আহমদুল্লাহ শাহ মাদরাজী, মাওলানা বখশ সবহায়ী ও মাওলানা রেযা আলী বেরেলভী প্রমুখ আপোষহীন আলেমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে ছিলেন।[৯৫]

মিস্টার মিলিসন আরো বলেন- যদি মোল্লা রেযা আলী তাঁর সহযোদ্ধাদের নিয়ে আমাদের মোকাবেলা না করতো, তবে বেরেলী শহরটি আমাদের দখলে আসা একেবারেই সহজ ছিলো। কাযেম আলীর ছেলে রেযা আলী বেরেলভী সাধারণ মানুষকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে শুধু উস্কানীদাতার অপরাধে অপরাধী নয়, বরং তিনিই তো বেরেলীর

[৯৪] সুনান তিরমিযী, হাদিস নং- ২৩৮২

[৯৫] ক্বারী ইমাম আহমাদ রেযা'র জীবন কর্মের উপর ৪র্থ প্রবন্ধ সম্ভার, দিল্লী, এপ্রিল সংখ্যা-৮৯ (ইংরেজি), প্রবন্ধকার: এডভোকেট আসাদ নিজামি, ৫০০ পৃষ্ঠা, "ইমাম আহমাদ রেযা কী জদ্দে আমজাদ"

জনসাধারণকে ব্রিটিশ সৈন্যদের মোকাবেলার জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছিলেন। তাঁর কারণেই ব্রিটিশ সৈন্যদের রক্তের বন্যা বয়ে যায়।[৯৬]

আল্লামা হাসান দেহলভী "মাহনামা তরিকত" নামক ম্যাগাজিনে (দিল্লী) বলেন- ব্রিটিশ জেনারেল হাডসন অবশেষে আল্লামা রেযা আলী খাঁনের মস্তক ছিন্ন করতে তৎকালীন সময়ের পাঁচশত রুপী পুরস্কার ঘোষণা করে। কিন্তু তারা এই কাজেও কামিয়াব হতে পারেনি।[৯৭]

বিশিষ্ট গবেষক ঊষা সান্যাল তার Ahmad Riza Khan Barelwi in the path of the Prophet নামক গ্রন্থে আ'লা হযরত ইমাম আহমাদ রেযা বেরেলভী (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) এঁর পিতামহের ব্রিটিশ বিরোধিতা এবং এ সংক্রান্ত একটি কারামত বর্ণনা করেন। তিনি বলেন-

দাঙ্গা দমনের পর ব্রিটিশদের কর্তৃত্ব পুনরুত্থান সম্পর্কে তাঁর দাদা মাওলানা রেযা আলী (১৮০৯-৬৫/৬৬ খ্রি.) সংশ্লিষ্ট একটি গল্প বলা হয় যে, ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পর ব্রিটিশরা তাদের ক্ষমতার লাগাম আরো জোরে টেনে ধরে এবং শহরগুলোর গুরুত্বপূর্ণ লোকদেরকে শহর ছেড়ে গ্রামে যাওয়ার জন্য বাধ্য করেন। কিন্তু মাওলানা রেযা আলী খাঁন রীতিমতো তাঁর নিজ বাড়িতে বাস করছিলেন এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে জামা'আত সহকারে আদায় করতেন। একদিন কিছু ইংরেজ সৈন্য মসজিদের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন এবং ভিতরে দেখার সিদ্ধান্ত নিলেন, যাতে তারা তাঁদেরকে ধরতে পারেন এবং প্রহার করতে পারেন। তারা ভিতরে গেলেন এবং চারিদিকে দেখলেন, কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। অথচ মাওলানা (রেযা আলী খাঁন) ওই সময় সেখানেই ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্ধ করে রাখলেন, যাতে তারা তাঁকে না দেখতে পায়। যখন তিনি মসজিদ থেকে বের হলেন, তারা তখনও পাহারা দিচ্ছিলো; কিন্তু কেউ তাঁকে দেখলো না।[৯৮]

এ চমকপ্রদ ঘটনাটি বর্ণনার পর ড. ঊষা বলেন- বিভিন্ন কারণে ঘটনাটি খুবই চিত্তাকর্ষক। এটা রেযা আলী খাঁনকে ব্রিটিশদের জন্য একটি ভয়ংকর ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত করে। যিনি পালিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে মহান আল্লাহ তা'আলার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখেন। তিনি খুবই পবিত্র স্বভাবের এবং ভালো লোক ছিলেন। তাঁর উপস্থিতি অদৃশ্য করে দিয়ে তাঁকে আল্লাহ তা'আলা রক্ষা করেন।[৯৯]

ইমাম আ'লা হযরত (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) এঁর সামনে রামপুরের (ব্রিটিশ নিযুক্ত) নবাবকে 'সরকার' অভিধায় স্মরণ করলে তিনি তৎক্ষণাৎ এরশাদ করেন: নবীজী ﷺ ব্যতীত আমরা দুনিয়াবী কোনো সরকারের প্রয়োজন মনে করি না।

---

[৯৬] প্রাগুক্ত, ৫১১ পৃষ্ঠা
[৯৭] প্রাগুক্ত, ৫১১ পৃষ্ঠা
[৯৮] Ahmad Riza Khan Barelwi: In the path of the Prophet by Usha Sanyal, page: 51, One world publications, 185 Banbury Road, Oxford, England
[৯৯] প্রাগুক্ত, ৫২ পৃষ্ঠা

তাঁর গ্রন্থভান্ডারগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তিনি ইংরেজ তো দূরের কথা, কোনো মুসলিম রাজা-বাদশাহদের জন্যেও 'সরকার' শব্দটি ব্যবহার করেননি।[১০০]

এসব থেকে স্পষ্ট হয় যে, ইমাম আ'লা হযরত (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) এঁর পরিবার ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সাথে সরাসরি জড়িত এবং জিহাদও করেছেন, যখন মুসলিমদের নেতৃত্ব বাকি ছিলো। কিন্তু ইমাম আ'লা হযরতের সময়কালে পুরো ভারতবর্ষ ইংরেজ শাসনের দখলে ছিলো, যার আন্দোলনের নেতৃত্ব গান্ধী নিতেন (পরবর্তীতে) এবং কাফেরের নেতৃত্বে কখনোই ইসলামী 'জিহাদ' হতে পারেনা। অতএব, এটিও ইমাম আ'লা হযরতের একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত ছিলো।

ইংরেজদের প্রতি ইমাম আ'লা হযরতের মনোভাবঃ

ইংরেজদের কে ইমাম আ'লা হযরত মনে প্রাণে ঘৃণা করতেন। যারা তাঁর নামে ইংরেজপ্রীতির অপবাদ দেন, তারা নি:সন্দেহে মিথ্যাবাদী। এ ব্যাপারে স্বপক্ষীয়-বিপক্ষীয় আলেমদের মতামত তুলে ধরছি।

বৃটিশদের দ্বারস্থ না হবার জন্যে তিনি পরামর্শ দেন- রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিশেষ কিছু বিষয় ছাড়া মুসলমানগণ যদি নিজেদের বিভেদগুলো নিজেরাই সমাধান করতেন এবং ব্রিটিশ বিচারালয়ে মুকাদ্দমা করে কোটি কোটি টাকা অপচয় করা হতে বিরত থাকতেন, তাহলে তারা অসংখ্য পরিবারের ধ্বংস সাধন করতে সক্ষম হতো না।[১০১]

খ্রিষ্টানদের জবেহকৃত পশুর ব্যাপারে তিনি বলেন- বর্তমান খ্রিষ্টানদের অবস্থা সম্পর্কে আমি জানি। তারা যবেহ করার সময় না তাকবীর বলে, না যবেহ করার মতো যবেহ করে। মুরগী ও পাখিদেরকে তো গলা টিপে হত্যা করে, আমি এটা সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছি। বর্তমান খ্রিষ্টানদের জবেহকৃত পশু নিশ্চয় হারাম (নিষিদ্ধ)। আর ইহুদির বেলায়ও একই হুকুম।[১০২]

মুহাম্মদ আলী বলেন- বৃটিশরা কখনোই ইমাম আহমাদ রেযা খাঁনকে দাওয়াত করেননি। যেমনিভাবে তারা দাওয়াত করেছিলেন মৌলভী সাইয়্যিদ আহমদ বেরেলভীকে।[১০৩]

দেওবন্দী মৌলভী হুসাইন আহমদ মাদানী বলেন- বৃটিশরা কখনোই ইমাম আহমাদ রেযা খাঁনকে সাহায্য করেননি, যেমনিভাবে তারা সাহায্য করেছিলেন মৌলভী সাইয়্যিদ আহমদ বেরেলভীকে।[১০৪]

যুদ্ধের প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে- যখন ব্রিটিশ নেতৃবৃন্দ হিন্দুস্থান দখল করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলো, তখন ঐ সময়ে মাওলানা ফযলে হক খায়রাবাদী, মাওলানা আহমদুল্লাহ শাহ মাদরাজী, মাওলানা বখশ সবহায়ী ও মাওলানা রেযা আলী বেরেলভী প্রমুখ আপোষহীন আলেমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে ছিলেন।[১০৫]

---

[১০০] মাহনামায়ে মাআ'রেফে রেযা, আগস্ট-০৫ ঈসায়ী সংখ্যা, প্রবন্ধ: ফাযেলে বেরেলভী পার এক ইলযাম কি হাক্বীক্বত, ২৬ পৃষ্ঠা, ইদারায়ে তাহরিকে ইমাম আহমাদ রেযা ইন্টারন্যাশনাল, পাকিস্তান

[১০১] তাদবীরে ফালাহ ওয়া নাজাতে ইসলাহ কৃত ইমাম আ'লা হযরত

[১০২] ফাতাওয়া রযভিয়্যাহ, ৮/৩৩১ পৃষ্ঠা, সুন্নি দারুল এশায়াত, মুবারকপুর, পুরাতন আজমগড়, প্রকাশ: ১৯৯২ ইং

[১০৩] মাখযানে আহমাদী, মুফিদ-ই-আম, ৬৭ পৃষ্ঠা, আগ্রা হতে প্রকাশিত

[১০৪] নক্বশে হায়াত, ১২-১৩ পৃষ্ঠা, দিল্লী, ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত

প্রখ্যাত লিখক ও ঐতিহাসিক আল্লামা আবদুল হাকীম খাঁ আখতার শাহজাহানপুরী তাঁর লিখিত "বরতানভি মাযালিম কি কাহানী আবদুল হাকীম খাঁ আখতার শাহজাহানপুরী কি জুবানী" নামক প্রবন্ধে লিখেন- (উর্দূর অনুবাদ দেওয়া হলো, কিতাবে উর্দূ উল্লেখ আছে) দেশ থেকে ইংরেজদের বের করে দেওয়ার জন্য হিন্দুস্থানের আলিমগণ একটি জিহাদ কমিটি গঠন করেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক জিহাদ করার জন্য জিহাদ কমিটি 'জিহাদ' এর ফতোয়া জারী করেন। ওই জিহাদ কমিটির নেতৃত্বে থাকা মাওলানা রেযা আলী বেরেলভী, মাওলানা ফযলে হক্ব খায়রাবাদি, মুফতি এনায়েত আহমাদ কাকুরভী, মাওলানা নক্বী আলী খাঁন বেরেলভী, মাওলানা আহমাদ উল্লাহ শহীদ, মাওলানা আহমাদ মাশহাদি বাদায়ূনী বেরেলভী ও অন্যান্যদের নাম উল্লেখযোগ্য।[১০৬]

সাইয়্যিদ আলতাফ আলী বেরেলভী বলেন- রাজনৈতিকভাবে বলতে গেলে বলতে হবে যে, ইমাম আহমাদ রেযা খাঁন পূর্ণ স্বাধীনতা ও মুক্তিতে (আযাদীতে) বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বৃটিশ ও তাদের শাসনের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি অথবা তাঁর পুত্রবৃন্দ, মাওলানা হামিদ রেযা খাঁন ও মাওলানা মুস্তফা রেযা খাঁন কখনোই শামসুল উলামা (নামী দামী আলেম)-দের মতো সরকারী পদবী ও খেতাবের জন্য লালায়িত ছিলেন না। দেশীয় শাসকবর্গ কিংবা সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে তাঁদের কোনো যোগাযোগই ছিল না। [দৈনিক জং, তাং- ২৫/১/৭৯ইং, ৬পৃষ্ঠা, কলাম ৪ এবং ৫][১০৭]

সাইয়্যিদ আলতাফ আলী বেরেলভী ছিলেন অল পাকিস্তান এডুকেশনাল কনফারেন্সের মহাসচিব এবং 'আল ইলম' নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকার সম্পাদক। তিনি নিজে বেরেলভীপন্থী ছিলেন না।

ইংরেজী শিক্ষার ব্যাপারে ইমাম আ'লা হযরত বলেছেন- ইংরেজী শিক্ষা মুসলমান ছাত্রদেরকে এমন কতগুলো অর্থহীন কর্মকান্ডে ব্যস্ত রাখতে প্রণোদিত, যার দরুন তারা বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে অ-মুসলিম বনে যায়। এতে করে তারা নিজেদের ইসলামী পরিচয় ও ধর্ম সম্পর্কে বিস্মৃত হয়।[১০৮]

ইমাম আহমাদ রেযা খাঁন (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) শুধু ইংরেজী শিক্ষাকেই ঘৃণা করতেন না, বরং তিনি বৃটিশ সভ্যতা ও সংস্কৃতিকেও ঘৃণা করতেন। তিনি এক বিচার বিভাগীয় প্রশ্নের জবাবে লিখেছেন- ইংরেজ জামাকাপড় পরিধান করার অনুমতি নেই, একদম হারাম। ইংরেজ পোশাকে নামায আদায় করা হলো মাকরূহে তাহরিমী, প্রায় হারামের সমপর্যায়ের। মুসলমান পরিচ্ছদে এই সকল নামায পুনরায় পড়ে নিতে হবে, নতুবা ব্যক্তিটির গুনাহ হবে। ইমাম আহমাদ রেযা খান প্রণীত আল আতায়া, ফয়সলাবাদ, ৩/৪৪২ পৃষ্ঠা

ইমামকে উদ্দেশ্য করে ইংরেজী ভাষায় কুরআন মাজীদের অনুবাদক প্রখ্যাত ধর্মান্তরিত মুসলিম জনাব মারমাডিউক এম. পিকথল, (যিনি সিন্ধু খেলাফত কমিটির সভাপতি ছিলেন) তিনি ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সময়

---

[১০৫] ক্বারী ইমাম আহমাদ রেযা'র জীবন কর্মের উপর ৪র্থ প্রবন্ধ সম্ভার, দিল্লী, এপ্রিল সংখ্যা-৮৯ (ইংরেজি), প্রবন্ধকার: এডভোকেট আসাদ নিজামি, ৫০০ পৃষ্ঠা, "ইমাম আহমাদ রেযা কী জদ্দে আমজাদ"

[১০৬] *প্রাগুক্ত, ২৩ পৃষ্ঠা *মাশআ'লে রাহ, বরতানভি মাযালিম কি কাহানী আবদুল হাকীম খাঁ আখতার শাহজাহানপুরী কি জুবানী, ১ম অধ্যায়, ১৮৫৭ সালের টুকিটাকি ও ফলাফল, ১২৬ পৃষ্ঠা

[১০৭] ইমাম আহমাদ রেযা খাঁন রহ. এর প্রতি অপবাদের জবাব, ৩৪-৩৫ পৃষ্ঠা, (মূল: ড. মুহাম্মদ মাসঊদ আহমাদ), অনুবাদ: কাজী সাইফুদ্দীন হোসেন, ২০১৮ সালে ঢাকা হতে প্রকাশিত, ২য় সংস্করণ

[১০৮] আল মুহাজ্জাতুল মু'তামিনা ফি আয়াতিল মুমতাহিনা কৃত ইমাম আ'লা হযরত

করাচীতে এক সভায় বলেন- আমি এমন কিছু বিশেষ ব্যক্তি সম্পর্কে জেনেছি, যারা হিন্দুদের আধিপত্যকে মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকর বিবেচনা করেন।[১০৯]

সাইয়্যিদ আলহাজ্ব আইয়ুব আলী রেযভী'র ভাষ্যানুযায়ী ইমাম আহমাদ রেযা খান এমনভাবে চিঠির খামে ডাক টিকেট সংযুক্ত করতেন, যার দরুন রাণী ভিক্টোরিয়া, এডওয়ার্ড-৮ এবং জর্জ-৫ গংয়ের মাথা নিচের দিকে থাকতো।[১১০] তিনি শুধু এটি চিঠির খামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি, বরং পোস্টকার্ডেও রানী-রাজার মাথা নিচের দিকে রেখে উল্টো দিক থেকে ঠিকানা লিখতেন।

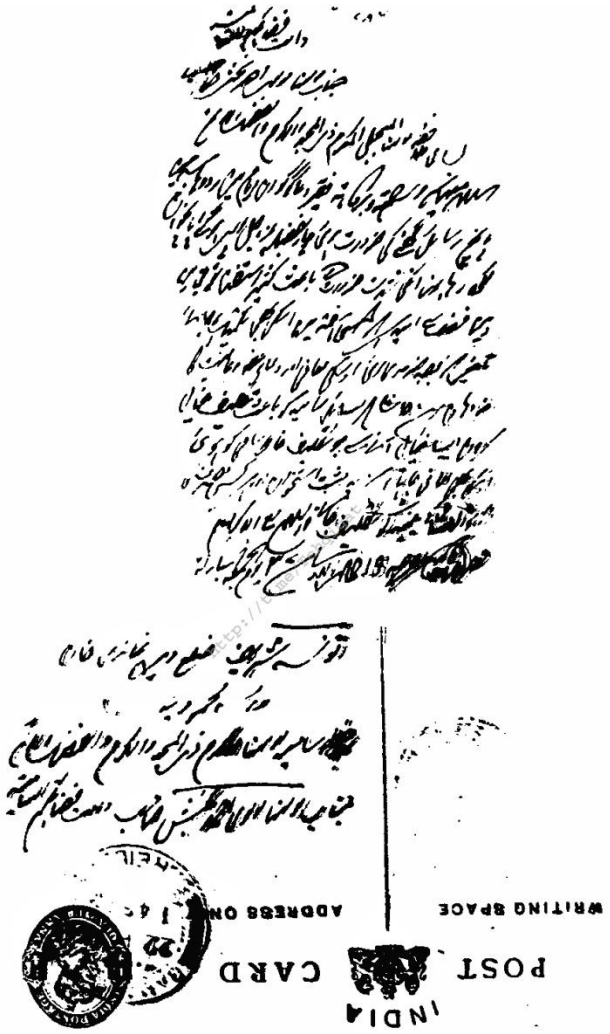

ইমামের লিখিত একটি চিঠির পোস্টকার্ড

সুতরাং, এতোগুলো বিষয় পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ইমামে আহলে সুন্নাত আ'লা হযরত আহমাদ রেযা খাঁন মুহাদ্দিসে বেরেলভী (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) ব্রিটিশদের প্রতি প্রচন্ড বৈরী মনোভাব পোষণ করতেন।

---

[১০৯] মুহাম্মদ আফজাল ইকবাল প্রণীত Life and Time of Muhammad Iqbal, ২২০ পৃষ্ঠা, লাহোর হতে প্রকাশিত

[১১০] দৈনিক জং, করাচী, তাং- ২৫/১/১৯৭৯ইং, ৬ পৃষ্ঠা, কলাম ৫

শেষকথা

সম্মানিত পাঠকগণের কাছে নি:সন্দেহে এটি স্পষ্ট হবে যে, ড.আবু বকর মুহাম্মদ যাকারিয়া সাহেবের সম্পূর্ণ বক্তব্যই জাহালতপূর্ণ ছিলো এবং এগুলোর অধিকাংশই মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে। যেসকল আক্বিদা, আমল ইত্যাদির ওপর তিনি বিরুদ্ধাচারণ করেছেন, সেগুলোর যথাযথ জবাব আমরা দিয়েছি।

মূলত: চোখের ওপর কালো পট্টি বেঁধে কাজ করার দরুন এ ধরণের ভুল হয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস। তাই আমাদের আহ্বান থাকবে, চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীর ইমামের ব্যাপারে জানার চেষ্টা করা উচিত। তাঁকে নিয়ে পিএইচডি পর্যন্ত হচ্ছে বর্তমানে, যা এক বিরাট সুসংবাদ। মিশরের আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. খালিদ সাবিত এঁর মতো মানুষ, যারা ইমাম আ'লা হযরত (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি)-কে ঘৃণার চোখে দেখতেন, তারা তাঁর স্বপক্ষে 'ইনসাফুল ইমাম' এর মতো বই লিখে ফেলেছেন। প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহই হেদায়েত প্রদানকারী।

এক্ষেত্রে অনেকের মনে হতে পারে, এসময় ড. যাকারিয়ার বিষয়গুলো তোলা মানে পুনরায় ঝামেলা তৈরী করা। কিন্তু উনাদের অবস্থা হলো এমন, কুরআনে আছে-

اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ ۙ قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ

– আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করো না, তারা বলে, আমরা তো কেবল সংশোধনকারী। [সূরা বাক্বারাহ: আয়াত ১১]

তারা বক্তব্যের দ্বারা নিজেদেরকে ইসলাহকারী/সংশোধনকারী ভাবছেন। আর সাধারণের মাঝে তৈরী করছেন বৈরী মনোভাব। আমাদের মধ্যে যারা বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া আছি তাদের অধিকাংশই চাই একটু সুমিষ্টভাষী বক্তার বক্তব্যগুলো উপভোগ করতে। কিন্তু এর আড়ালে তারা কি পরিমাণ ভুল বুঝাবুঝি এবং বিদ্বেষের বীজ বপনের পাশাপাশি বাতিল আক্বিদা প্রচার করছেন, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। সবশেষে অনুরোধ থাকবে সবার প্রতি, বিশেষজ্ঞ কারো কাছ থেকে কোনো বিষয় জেনে পুনর্যাচাই না করে কারো বিরুদ্ধে বললে তা বারযাখ জীবনে আপনার জন্য গ্লানির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন। আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়াসাল্লিম ওয়া বারিক আলা মুহাম্মাদানিন নাবিয়্যীল হাবিবীল উম্মিয়িল কারীম, ওয়ালা আলিহী ওয়া আসহাবিহী ওয়াসাল্লিম তাসলিমা। বিহুরমাতে সাইয়্যিদিল মুরসালিন।

****